বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌ এ
প্রণীত

কলিকাতা

ইণ্ডিয়া প্রেস
২০ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা
ক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[মূল্য ৸৹ আনা



সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরী।

Indian Press, C

সূচী



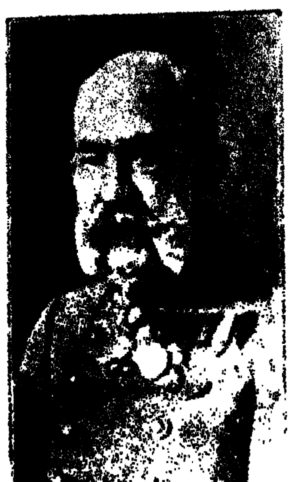
সার্ভিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা



সার্ভিয়ার বর্ত্তমান রাজা



জার্ম্মান-সম্রাট



অষ্ট্রিয়াহাঙ্গারী-সম্রাট

বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র

ঊনবিংশশতাব্দীর প্রায়শ্চিত্ত

বিগত জুন মাসে একজন স্লাভ যুবক অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর ভাবী সম্রাটকে হত্যা করিয়াছিল। তাহার এক মাসের ভিতর সমগ্র জগৎ জুড়িয়া ভীষণ armageddon এর সূত্রপাত হইল। এই সমস্ত জল-স্থলব্যাপী কুরুক্ষেত্র সমরে ঊনবিংশশতাব্দীর বিজ্ঞান-শক্তি তাহার সুফল কুফল একসঙ্গে প্রকটিত করিতেছে। এই সংগ্রামের শেষ যখন হইবে সম্ভবতঃ একটা সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সেই সন্ধিতে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের প্রকৃত ব্যাধির সমস্যার মীমাংসা হইবে না। তবে এই সংগ্রামের ফলে পাশ্চাত্য মানবের চোখ খুলিয়া যাইবে। ইহারা তাঁহাদের সভ্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ করিতে থাকিবেন। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ এবং সমাজবন্ধনের একটা কঠিন পরীক্ষা এক্ষণে চলিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঊনবিংশশতাব্দীর সমস্ত ইউরোপ আজ তাহার ভাবাবলীর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। ফলতঃ বিংশশতাব্দীর নিকট ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি এবং সভ্যতা-প্রবাহ কতটুকু স্থান অধিকার করিবে তাহা জনসাধারণের বুদ্ধিতে নির্ণয় হইবে না।

বিজ্ঞানের ক্ষমতায় বর্ত্তমান মানব সমগ্র জগৎকে একটি ক্ষুদ্র পল্লীর ন্যায় বিবেচনা করিতে সমর্থ। রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, এঞ্জিনচালিত সমুদ্রপোত, টেলিফোন এবং সংবাদপত্রগুলি যেন গোটা পৃথিবীকে একটা ছোটখাট মানবদেহে পরিণত করিয়াছে। সেদিন নিউইয়র্কে একটা কল টিপিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ৫০০০ মাইল দূরবর্ত্তী প্যানামা খালের দ্বার উন্মোচন করিলেন। মানুষ তাহার শরীরটাকে যেরূপ নিজের অধীন বিবেচনা করিতে পারে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন আজ সেইরূপ বিজ্ঞানাবলম্বী বীরগণের অধীন। শরীরের কোন অংশে পাঁচড়া হইলে সমস্ত অঙ্গই জর্জরিত হয়। আজকাল পৃথিবীর কোন এক স্থানে সামান্য মাত্র নড়ন চড়ন হইলেই দুনিয়ার সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব আসিয়া পৌঁছে। প্রাকৃতিক জগতে ভূমিকম্পের প্রভাবও এত শীঘ্র জগতের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে না।

একটি নাবালক সার্ভ প্রজা অষ্ট্রিয়ার ক্ষতি করিল। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সম্রাট তাঁহার সমীপবর্ত্তী স্বাধীন ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এরূপ বিস্ময়জনক ঘটনা জগতের ইতিহাসে অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। ইহা নূতন ব্যাপার নয়। বরং দুনিয়ায় এইরূপই সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর ছোট বড় সকল নেপোলিয়ানই যুগে

আলেকজাণ্ড্রিয়ার আমদানী রপ্তানী স্থগিত থাকিল। একলক্ষ আমেরিকাবাসী নরনারী ইউরোপের নানাদেশে আটকাইয়া গেলেন। তাঁহাদের পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকার চেক বহি রহিয়াছে অথচ ১৷০ মূল্যের জিনিষ ক্রয় করিবার উপায় আর নাই। ক্রোড়পতি মহাজনেরা লণ্ডন, প্যারি, জেনেভা, ব্রসেল্‌স্, বার্লিন ইত্যাদি স্থানের হোটেলে বাস করিতে অসমর্থ হইলেন—চেকের টাকা না ভাঙ্গাইয়া দিলে কোন হোটেলের কর্ত্তাই তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিবেন না। এক সপ্তাহের ভিতর এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পকারখানায়, টাকার বাজারে এবং ব্যবসায়ী-সংসারে, এরূপ গোলযোগ উপস্থিত আর কখনও হইয়াছে কি? এই দৃশ্য পূর্ব্বে অনেকেই কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার যথার্থ চিত্র ধারণার অতীত ছিল। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এই ত্রিভুবনব্যাপী বৈষয়িক বিপ্লব ঘটিল।

এদিকে কামান দাগার ঘটাই বা কি অদ্ভুত! অষ্ট্রিয়া চাহেন সার্ভরাষ্ট্রের কেন্দ্র দখল করিতে। কিন্তু ডাব্‌লিন রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ ব্যস্ত হইলেন। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও সুইজর্ল্যাণ্ড নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইউরোপে পুনরায় হাত বাড়াইবার আকাঙ্ক্ষা তুরস্কে জাগিল। জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়ার দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ পোলিস নরনারীর হৃদয়ে স্বাধীন পোলরাষ্ট্র গঠনের

চিরশত্রু রুশিয়া—অথচ আজ রুশিয়া ও ইংল্যণ্ড ঐক্যবদ্ধ। রাষ্ট্রমণ্ডলে এরূপ অঘটন আর কখনও ঘটিয়াছে কি ?

ঘটিয়াছে—মানব জাতির ইতিহাসে সর্ব্বদা অঘটনই ঘটিয়াছে। অচিন্তনীয় ঘটনারাশিই রাষ্ট্রমণ্ডলের একমাত্র তথ্য। ফরাসী-বিপ্লবের যুগে এবং নেপোলিয়ানের যুগে এসিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় এইরূপ অঘটন ঘটিয়াছিল। সকলেই ইহা জানেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সকল যুগেই এইরূপ ঘটিয়া আসিতেছে। নেপোলিয়ানী কর্ম্মক্ষেত্রের ইহা বিশেষত্ব নয়। কোন যুগে কর্ম্মের গণ্ডী কিছু বড়, কোন যুগে কিছু ছোট এই যা প্রভেদ। অথবা কোন যুগে কিছু অল্পকালের মধ্যে ওলট পালট বেশী দেখা যায়—কোন যুগে হয়ত বিরাট ওলট পালটের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে। তাহা ছাড়া যুগে যুগে রাষ্ট্রমণ্ডলের ভিতর আর কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে আমরা নেপোলিয়ানী কুরুক্ষেত্রেরই সকল লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। কর্ম্মশক্তি অথবা কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে সামান্য মাত্র প্রভেদ পাই না। তবে পূর্ব্বযুগে এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রভাব পৌছিতে বিলম্ব হইত—এক্ষণে নিমেষের মধ্যে দুনিয়ায় সর্ব্বত্র নড়ন চড়ন সাধিত হইতেছে। নেপোলিয়ানী যুগে নব্য বিজ্ঞান, নব্য জাহাজ, নব্য শিল্প ইত্যাদি ছিল না। বিংশশতাব্দীতে এই সমুদয় প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে। এইজন্য অষ্ট্রিয়ার কামান দাগা হইতে না হইতেই আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রে বাজারদরের উঠা নামা হইয়া গেল ; এবং সাদা জাতি, কাল জাতি, পীত জাতি ও লাল জাতি সকলেই লড়াইয়ের জন্য পাঁয়তারা করিতে লাগিলেন।

অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে জব্দ করিতে চাহেন। কিন্তু ফলতঃ সমস্ত ইউরোপের মানচিত্র বদলাইয়া যাইবে—এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রমণ্ডল

নূতন আকার ধারণ করিবে। উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ছোট বড় স্বরাজ, যুক্ত-রাষ্ট্র, উপনিবেশ ও বিজিত প্রদেশগুলির চতুঃসীমা নূতন ধরণের হইবে। কোন কোন স্বাধীন জাতির কিয়দংশ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে—আবার কোন কোন পরাধীন জাতিও স্বাধীনতারত্ন লাভ করিবে। আজ যাহারা ছোট তাহাদের কেহ কেহ মাথা তুলিতে পারিবে—আবার এতদিন যাহারা জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা তাহারা "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া ঘর সামলাইতে বাধ্য হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা মিত্রভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান তাঁহারাই পরস্পর কামড়া কামড়ি করিতে থাকিবেন। যে অছিলায় "আর্ম্মাগেডন" আরম্ভ হইল যুদ্ধাবসানে তাহা হয়ত কাহারই মনে থাকিবে না। তখন নিতান্ত অশ্রুত-পূর্ব্ব অভাবনীয় সমস্যার মীমাংসা হইতে থাকিবে। দুনিয়ায় এইরূপ হাজার বার ঘটিয়াছে—বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। জগতে কেবল একটি মাত্র নিয়মের কার্য্য হয়—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।" তবে কখন কাহার কপালে সুখ কখন কাহার কপালে দুঃখ তাহা পূর্ব্ব হইতে আন্দাজ করা অসম্ভব নয়। অধিকন্তু কোন্ কোন্ ঘটনাচক্রের প্রভাবে কোন জাতির সুখ বা দুঃখ ঘটিবে তাহাও বিচক্ষণেরা পূর্ব্ব হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ।

গত কয়েক বৎসরের ভিতর ইউরোপীয়েরা জাতিতে জাতিতে মিলিয়া কতই না সম্মিলন (International Conferences) করিয়াছেন। আজ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার জন্য রুশ, জার্ম্মাণ, ইংরাজ, ফরাসী, আমেরিকান, হিন্দু, জাপানী, মুসলমান কত জাতিই তাঁহাদের বিশেষজ্ঞগণকে রোম, জেনেভা, চিকাগো, সেণ্টপিটার্সবার্গ, লণ্ডন ইত্যাদি নগরে পাঠাইতেছেন। কাল শান্তির আন্দোলন দৃঢ় করিবার জন্য জগতের জাতিপুঞ্জ এক বিরাট বৈঠকে বসিতেছেন। এরূপ

আন্তর্জাতিক সম্মিলনের সংখ্যা শতাধিক হইবে। আজ তাহারা কোথায়? পাণ্ডিত্যের মহলে নাকি কোন দ্বন্দ্ব বিরোধ বা হিংসাদ্বেষ নাই—সেই ক্ষেত্রে সাদা, কাল, লাল, পীত চামড়ার প্রভেদ না কি লক্ষ্য করা হয় না। কোথায় আজ সেই সমুদয় ধুরন্ধর মণ্ডলী? International Congress of Universities, International Conference of Historians, Universal Races Congress, Congress of Religions, International Congress of Trades Unions, International Conference of Socialists এই সকলের নাম আজ শুনিতে পাই না কেন? সুধীগণ আজ নির্ব্বাক যে! বিংশশতাব্দীর মানব, এই গুলিই না তোমার বর্ত্তমান সভ্যতার গৌরব সামগ্রী!

তাহার পর International Law এবং ইউরোপের রাষ্ট্রসম্মিলন বা "Concert of Europe." ইউরোপীয়েরা কিছুকাল হইতে ঢাক পিটাইতেছিলেন যে, সমগ্র ইউরোপ, এমন কি সমগ্র পৃথিবীই বর্ত্তমান যুগে ঐক্যবদ্ধ যুক্ত-মানব-পরিবারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মানব-সমাজের ভিতর আর কোন বিরোধ থাকিবে না—সামান্ত বিরোধ উপস্থিত হইবা মাত্র সকল দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসিয়া শালিসী করিয়া দিবেন। এই পঞ্চায়তী, অথবা বারোইয়ারী কিম্বা ছত্রিশী বৈঠকে যে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তাহার নাম International Law. এই সকল শালিসীর বিধানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—মারামারি কাটাকাটি থাকিবে না—দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক মানবপরিবার (Faderation of Mankind) বিরাজ করিবে।

নাম জাদা রাষ্ট্রবীরেরা লম্বা লম্বা করিয়া এই আশা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। কেবল আশা মাত্র নয়। তাঁহারা অনেককেই বুঝাইতেও

চেষ্টা করিয়াছেন যে ইতিমধ্যেই "ইউরোপীয় রাষ্ট্র সম্মিলন" স্থাপিত হইয়া গিয়াছে—আর অল্পকালের ভিতরই "মানবীয় রাষ্ট্রসম্মিলন" (Parliament of Man) স্থাপিত হইয়া যাইবে। কিন্তু সত্য ঘটনা কি? বেশী অতীত যুগের কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিছু কাল হইল অষ্ট্রিয়ার সম্রাট বস্নিয়া এবং হার্জিগেভিনা নামক দুইটি স্লাভরাষ্ট্র দখল করিয়াছিলেন। তখন হইতেই সার্ভিয়া অষ্ট্রিয়ার প্রবল বিদ্বেষী হন। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডল তখন কোন উচ্চ বাচ্য করিয়াছিলেন কি? তাহার পর আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে আবিসিনিয়া নিউবিয়া ইত্যাদি প্রদেশের সমীপবর্ত্তী জনপদে ইংরাজ ও ফরাসীতে একটা দাঙ্গা হয়। সে দাঙ্গা মিটাইবার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রসম্মিলন হাত তুলিয়াছিলেন কি? সেদিনকার বল্কানসমরেই বা কি দেখিলাম? তুরস্ককে টুকরা টুকরা করিয়া দিবার জন্য যখন ক্ষুদ্র স্লাভরাষ্ট্রেরা বদ্ধপরিকর তখন Concert of Europe কোথায় ছিল? ইংলণ্ড এত দিন পর্য্যন্ত রুশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তুরস্কের সেই চির মুরুব্বি ইংরাজও রাষ্ট্রসম্মিলনের বৈঠক ডাকিয়া ছিলেন কি? এমন কি, বল্কানের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি তুরস্ককে হঠাইয়া দিবার পর নিজেরা নিজেরা মারামারি করিতে লাগিলেন। তখনও কি "ইউরোপীয় রাষ্ট্রসম্মিলন" খ্রীষ্টানদিগের ঘরোয়া বিবাদ মিটাইবার জন্য পঞ্চায়তের জনতা আহ্বান করিয়াছিলেন? দেখিতেছি, লড়াই ত কোন ক্ষেত্রেই বন্ধ হয় নাই। রাষ্ট্রসম্মিলন সকল স্থলেই দূর হইতে "চাচা, আপন বাঁচা"—নীতির অনুসরণ করিয়াছেন।

হায় রাষ্ট্র-নীতি, তুমি চিরকালই মিথ্যাকথা বলিয়া আসিতেছ ভবিষ্যতেও তাহাই করিবে। "মুখে বল ভালবাসি, অন্তরে গরলমাখা"—ইহাছাড়া তোমার অন্য স্বভাব কোন দিনই ছিল না। "জোর যার মুল্লুক তার"—ইহাই তোমার একমাত্র বাণী। তবে,—"সুযোগ ও

সময় বুঝিয়া জোর প্রয়োগ করিও"—এই উপদেশ প্রচার করিয়া তুমি তোমার শিষ্য ও ভক্তগণকে সর্ব্বদা সাবধান করিয়া রাখ। ম্যাকিয়া-ভেলিনীতি এবং চাণক্যনীতি ছাড়া রাষ্ট্রমণ্ডলে আর কোন নীতি নাই। অথচ ম্যাকিয়াভেলি এবং চাণক্যকে গালি দেওয়াই সকল রাষ্ট্রবীরের একটা 'ফ্যাশন'। যে নীতি অবলম্বন করিয়া তুমি কার্য্য করিতেছ সমাজে বৈঠকে সম্মিলনে বক্তৃতায় সেই নীতির বিরুদ্ধেই গলাবাজী করার নাম রাষ্ট্রনীতিজ্ঞতা ও ভিগ্নমেণী!

হায় বিজ্ঞান, আজ তোমার কি দুর্দ্দশা। উনবিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে তোমার প্রসাদ লাভের জন্য কত সহস্র সাধকই না তাঁহাদের প্রাণপাত করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভই কি কম করিয়াছে? বিজ্ঞান তুমি, পৃথিবীর দূরত্ব কমাইয়া ফেলিয়াছ—সমস্ত জগৎকে একটি পল্লীর আকার ও বিস্তৃতি প্রদান করিয়াছ। কিন্তু আজ একদিনের কর্ম্মফল কি দেখিতেছি? ৫০। ৭৫। ১০০ বৎসরের সকল আবিষ্কার এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

তারহীন বার্ত্তাবহকে আমরা নব্য বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কার বলিয়া জানি। কিন্তু তাহাই এই কুরুক্ষেত্র সমরে মহাবিপজ্জনক বস্তু। কাল পর্য্যন্ত যাহার সাহায্যে নিউইয়র্কের লোকেরা বার্লিনের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন আজ তাহাই পরস্পরের চলাফেরার প্রতিবন্ধক। কোন্ রাষ্ট্রে—কখন কোথায় কত সৈন্য সন্নিবেশিত হইল তাহা যদি পরস্পর জানিয়া ফেলে তবে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন। পরস্পরের মধ্যে সংবাদ বন্ধ করাই পরস্পরের স্বার্থ। কাজেই তারহীন বার্ত্তাবহগুলি ভাজিয়া চুরিয়া ফেলা বর্ত্তমান সংগ্রামকারিদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কোথায় ব্যবসায়ীরা ভাবিতেছিলেন লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত স্থলপথে সোজা রেললাইন বসান হইবে—এদিকে যুদ্ধ ঘোষণার পরক্ষণ হইতেই দেখিতেছি ইংল্যাণ্ডের

লোকজন ফ্রান্সে যাইতে পারিবেন না, ফ্রান্সের রেল গাড়ী ইতালীতে যাইবে না। জার্ম্মাণির সঙ্গে রুশিয়ার রেলপথ, ফ্রান্সের রেলপথ, সুইজর্ল্যাণ্ডের রেলপথ, সবই বন্ধ করা হইয়া গেল। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া রেলপথ, সেতু, তারঘর, পোষ্টআফিস, ইত্যাদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। আজ সকলে নিজ নিজ সম্পত্তি নির্দ্দয়ভাবে নিজ হাতেই নষ্ট করিতেছেন। যখন রেল ছিল না, তাড়িত বার্ত্তাবহ ছিল না, কলের জাহাজ ছিল না, সংবাদপত্র ছিল না তখনকার জগৎ কিরূপ ছিল আজকাল তাহা অনুমাণ করা অসম্ভব। কিন্তু এই যুদ্ধঘোষণার সময় হইতেই অসম্ভব সম্ভব হইল—সেই যুগের দৃশ্য আজ আমাদের চোখের সম্মুখেই উপস্থিত। আমরা ১০০ বৎসরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ডিঙ্গাইয়া সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর জগতে আসিয়া পড়িলাম—ইংলাণ্ডের সংবাদ জার্ম্মাণি পাইতেছেন না—জার্ম্মাণির সংবাদ জাপান পাইতেছেন না। ভারতবর্ষের সংবাদ জার্ম্মাণি পাইতেছেন না। তুরস্কের সংবাদ আমেরিকা পাইতেছেন না। যাতায়াতের সুবিধা, সংবাদপত্র, জাহাজ রেল তার ইত্যাদি সত্ত্বেও আজ পৃথিবী সেই মধ্যযুগের অবস্থায় বর্ত্তমান। ইহা কি বিজ্ঞানের কম 'ট্র্যাজেডি'! হায় ঊনবিংশশতাব্দী, কোন্ পাপের ফলে আজ বিংশশতাব্দীতে তোমার এই nemesis, এই প্রায়শ্চিত্ত? নব্য বিজ্ঞানের লীলা-নিকেতন ইউরোপের মানব, ইহার যথার্থ উত্তর দিতে পার কি?

শত্রুতা কাহাকে বলে ?

রাষ্ট্রনগুলের মামুলী অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা দূষণীয় বিবেচিত হয় কি না জানি না। লড়াইয়ের সময়ে ত মিথ্যা কথা বলাই ধর্ম্ম বিবেচিত হইতেছে দেখিতেছি। শত্রুপক্ষীয়েরা পরস্পর গালাগালি এবং দোষারোপ করিতেছেন, এবং সত্যবাদিতা বোধ হয় মানবসংসার হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে যে সকল তথ্য প্রচারিত হইতেছে তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস রাখা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা জার্ম্মাণের কাপুরুষতা ও পরাজয় রটাইতেছেন এবং জার্ম্মাণেরা ইংরাজের ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রচার করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলিও জার্ম্মাণ সম্রাট যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন ইংরাজ মন্ত্রিগণ ঠিক তাহার বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন্ পক্ষের তথ্যগুলি সত্যভাবে গ্রহণ করা যাইবে ? চোখের সম্মুখে একটা লড়াই হইতেছে তাহার কারণগুলি এক এক পক্ষ এক এক আকারে প্রচার করিতেছেন, এই সমুদয় বাক্যজাল এবং রাষ্ট্রীয় কারচুপী ভেদ করিয়া সত্য উদ্ধার করা অসম্ভব। কাজেই অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলী আলোচনা করিতে যাইয়া সত্যমিথ্যা বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য নহে কি ?

তাহার পর রোজই সংবাদপত্রে যুদ্ধের খবর বাহির হইতেছে। কিন্তু এগুলির ভিতর শতকরা ১০ অংশ পর্য্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য কি না সন্দেহ। এক পক্ষ বলিতেছেন "আমরা জিতিয়াছি।" শত্রুপক্ষ ঠিক সেই ঘটনা সম্বন্ধেই বলিতেছেন যে তাঁহারাই জিতিয়াছেন। এদিকে সকল দেশের পত্রিকাসম্পাদকেরা তাঁহাদের শত্রুপক্ষীয় সম্পাদকগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। অস্ত্রযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধও কম চলিতেছে

না। অস্ত্রযুদ্ধের প্রকৃত সংবাদ ত কেহই পাইতেছেন না। অধিকন্তু বাক্‌যুদ্ধের জটিলতা এত বেশী যে তাহার ভিতর কে কতটা মিথ্যাবাদী বুঝিয়া উঠা কঠিন। মিথ্যাবাদী সকলেই—সকলেই যথাসম্ভব নিজের দিকে টানিয়া কথা বলিতেছেন—পরাজয়ের সংবাদ চাপিয়া রাখিয়া জয়লাভের সংবাদ ছাপিতেছেন, এমন কি পরাজয়ের ঘটনাবলীকেই জয়লাভের সংবাদরূপে প্রচার করিতেছেন। এই মিথ্যাবাদের আবেষ্টনে কোন্ পক্ষ বেশী মিথ্যাবাদী তাহার প্রমাণ কোন দিনই বাহির হইবে না। যখন লড়াইয়ের ইতিহাস রচিত হইবে তখন এই মিথ্যারাশিই গ্রন্থাকারে স্থায়ী হইয়া যাইবে। অধিকন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের প্রণালীতে ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করিতে বসিবেন তাঁহারা স্বজাতীয়-গৌরব প্রচারের চেষ্টাই করিবেন। ফলতঃ, একে অসত্য তথ্য, তাহার উপর তথ্যসমূহের একচোখো ব্যাখ্যা—ইহার নাম ইতিহাস। জার্ম্মাণির পণ্ডিতেরা যাহা লিখিবেন তাহাও এই দুই দোষে দুষ্ট থাকিবে—ইংরাজেরাও যে গ্রন্থ লিখিবেন তাহাতেও এই দুই দোষ সম্পূর্ণরূপেই থাকিবে। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের জন্য কোন উপকরণই থাকিবে না। এই জন্যই নেপোলিয়ান ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করিতে চাহিলে তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিতেন "Bring me my liar !" সত্যই ইতিহাস মিথ্যা তথ্যের অসত্য বৃত্তান্ত।

লড়াই সুরু হইবার পরই প্রত্যেক দেশে নূতন নূতন কবিতা রচিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক সংবাদপত্রেই উদ্দীপনামূলক স্বদেশী সঙ্গীত দেখিতে পাইলাম। ইংলণ্ডের রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস্ জার্ম্মাণ কাইসারের সঙ্গে ইংরাজ জাতির তুলনা করিতেছেন—

"The monarch Ambition
Hath harnessed his slaves ;

But the folk of the ocean
Are free as the waves."

আর একজন বিলাতী কবি যুদ্ধে মাতাইবার জন্য স্বজাতিকে ঠাট্টা করিতেছেন :—

"I am a little English boy
My spirits can't be damped ;
For Nelson's on his monument
And father's card is stamped.

* * * *

They say that England ought to help
The Froggies and the Bear :
England will show "a solid front"
And "mediate" and "prepare."

* * * *

Believe me, war's a brutal thing
And makes good men ashamed,
Oh let us never draw the sword—
We might get killed or lamed !

* * * *

Now, friends, 'tis time I made my bow,
Don't let yourselves be scared,
Remember, if the worst should come
The Navy is prepared.

The finest Navy in the world,
All mann'd and cleared and oiled
Proudly it looms along the waves
We must not have it spoiled.
I am a little English boy,
There are no flies on me ;
The English do not "want to fight"
They have learnt to "wait and see."

ইংরাজেরা প্রথমে লড়াইয়ের মহা বিরুদ্ধে ছিলেন। নানা অপমান সহ্য করিয়াও ইঁহারা লড়িতে অগ্রসর হন নাই। এই শান্তিপ্রিয়তা এবং স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটি তীব্র প্রতিবাদ।

ইংরাজসমাজে উদ্দীপনা এইরূপ। জার্ম্মাণ পক্ষ হইতেও অতি ভীষণ ধরণের কবিতা বাহির হইয়াছে। জার্ম্মাণেরা কিরূপ অযথাভাবে ও অকথ্য ভাষায় ইংরাজদের গালিগালাজ দিতেছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতা দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে ;—

"What, hast thou then the Teuton kinship broken,
Perfidious Albion !
And sett'st thyself to deeds of shame unspoken,
All for what Judas won !

* * * *

Our strength is in the truth of God eternal,
The truth that shall not end.
Launch, England launch thy fleets of might infernal,
We stand strong to defend !

We, too, are lords of Ocean, nor can pardon
Thy people's bartered troth ;
Our heart and will to victory shall harden,
Staunch to our word and oath.
Putt'st thou thy trust in cunning calculation
That we are few, ye more ?
Learn that the spirit of the German nation
Makes hosts on sea and shore.

* * * *

Storm on with Slavs and strangers in alliance
Vile-hearted nation, on !
Thou shalt not set God's judgment at defiance,
Perfidious Albion !"

বলা বাহুল্য, একবার শত্রুতা আরম্ভ হইলে ভদ্রভাষা ব্যবহার করাও আবশ্যক বোধ হয় না। অকথ্যভাষায় ইংরাজে জার্ম্মাণে বাক্য-যুদ্ধ চলিতেছে। লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় জার্ম্মাণ সম্রাটকে "পাগ্‌লা কুকুর" রূপে বর্ণনা করিয়া বিজ্ঞাপন বিলি ও বিক্রয় হইতেছে।

লড়াইয়ের খরচ

বর্ত্তমান যুগে লড়াই করা একটা মুখের কথা মাত্র নয়। আধুনিক মরের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার। পূর্ব্বকালে ড়াই অনেকটা সাদাসিধা ছিল। কৃষি কর্ম্মেই দেশের লক্ষ্মীলাভ হইত। দ্ধের জন্য কতকগুলি সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। কিছুকাল ধরিয়া ভয় পক্ষের সৈন্যেরা শক্তি পরীক্ষা করিত। যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত দেশের ন্যত্র কোনরূপ অশান্তি বা উপদ্রব বেশী হইত না। সাধারণ জনগণ নেকটা নির্ব্বিবাদে গৃহস্থালী, কৃষিকার্য্য, গোপালন ইত্যাদি চালাইতে ারিত।

কিন্তু উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীতে প্রাচীন সমাজের সরলতা নাই। এক্ষণে সমাজের একদিকে টান পড়িলে সকল দিকেই আঘাত লাগে। র্ব্বে সহস্র সহস্র লোকে যুদ্ধ করিত—এক্ষণে সৈন্য সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। াজকাল কৃষিকর্ম্মের পরিবর্ত্তে শিল্প কারখানা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই াতীয় ধনসম্পদের আকর। অথচ যুদ্ধের সময় সকল শ্রমজীবী ও জুর লড়াই করিতে বাধ্য। কাজেই একদিকে ধনাগমের পথ মারা যায়। পর দিকে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের খোরাক পোষাক যোগাইতে হয়। াজ কাল যুদ্ধ করা কি যে সে কথা?

নিতান্ত দরিদ্র ও হতাশ জাতিরাই বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কারণ তাহারা জানে যে তাহাদের ক্ষতি আর বশী কি হইবে? তাহারা যে দারিদ্র্য দুঃখের চরমসীমায় অবস্থিত। ার যুদ্ধে উৎসাহী হইতে পারে অতিশয় ধনী জাতীয় লোকেরা।

যাহাদের ঘরে অতুলিত ধনসম্পদ মজুত আছে তাহারা সহজেই যুদ্ধে সাহসী হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদিগকে খরচের জন্য ভাবিতে হয় নাই। কারণ আমেরিকার ধনসম্পদ অসীম। তাহা ছাড়া ইংরাজ যখন বুয়ারদিগের সঙ্গে লড়িতেছিলেন তখন তাঁহাদিগকে টাকার কথা ভাবিতে হয় নাই। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ত টাকার খনি বলিলেই হয়।

সেদিন বলকান অঞ্চলে একটা লড়াই হইল। এখানেও টাকাপয়সার ভাবনা বেশী ছিল না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে কারণ স্বতন্ত্র। ইহাঁরা নিতান্তই দরিদ্র। ধনসম্পত্তি নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কাই নাই। ইহাঁদের আছে কি যে তাহা রক্ষা করিবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখিতে হইবে? কাজেই ইহাঁরা "মোরিয়া" ভাবে যুদ্ধে লাগিয়াছিলেন। অবশ্য জলের মত রক্ত খরচ করিতে ইহাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। আধুনিক কল কারখানাচালিত শিল্প ইহাঁদের বিশেষ কিছু ছিল না—কৃষি কর্ম্মই প্রধান জীবিকা কাজেই কোনমতে লড়াইটা চালাইতে পারিলে তাহার পর নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করা ইহাঁদের পক্ষে অতি সহজ। লড়াইয়ের ফলে লোকক্ষয় মাত্র হইবে—কিন্তু যদি জয়লাভ হয় তাহা হইলে সুদে আসলে সকলই উঠিয়া আসিবে। আর যদি পরাজয় হয় তাহাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কৈ? মামুলি চাষাবাদে লাগিয়া যাওয়া ত হাতের পাঁচ।

কিন্তু, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির লড়াই এই সমুদায় লড়াই হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সকল দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা অন্যধরণের। এজন্য লড়াইয়ের খরচ অত্যন্ত বেশী। রক্তপাত, লোকক্ষয় এবং নগদ টাকা খরচ ত আছেই। অধিকন্তু, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, শিল্প, কারখানা, বাড়ীঘর, কারবার, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য, জাহাজ, রেল

ইত্যাদি কতদিকে কত অনিষ্ট হইবে তাহার ওজন করা অসম্ভব। কাজেই লড়াইয়ের যথার্থ খরচ অসীম—লড়াই থামিয়া যাইবার কতবৎসর পরে ইঁহাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ হইবে তাহা আন্দাজ করা কঠিন। এমন কি এই কুরুক্ষেত্রের পর ইঁহারা নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করিতে সমর্থ হইবেন কি না তাহাও সন্দেহ করা অন্যায় নয়। ইঁহাদের লড়াইয়ের সুযোগে হয়ত নূতন নূতন জাতিরা ইঁহাদের শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি হাত করিয়া বসিবেন লড়াইয়ের বেদনা সারিতে এত সময় লাগিবে যে সেই অবস্থায় নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা অসম্ভব হইবে। এই ভাবী ক্ষতিসমূহও লড়াইয়ের খরচের ভিতর গণ্য করা উচিত।

১৮৭০ সালে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ায় লড়াই হইয়াছিল। তাহার পরে নব্য ফরাসী রিপাব্লিক, নব্য জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য, নব্য অষ্ট্রিয়াহাঙ্গারী এবং ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইতালী এই চারিটি দেশ গঠিত হয়। এই লড়াই মাত্র ৬ মাস ধরিয়া চলিয়াছিল। দুই পক্ষে সর্ব্বসমেত ১৫ লক্ষ লোক যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের খরচ ৪৫০ কোটি টাকা! এতদ্ব্যতীত ফরাসী-জাতি জার্ম্মাণদিগকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩০০ কোটি টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মোটের উপর এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে নগদ ৭৫০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

বুয়ার যুদ্ধের ব্যয় বৃত্তান্তও এইরূপ। কোন কোন সময়ে ইংরাজেরা ৪ লক্ষ লোক যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়াছিলেন। আড়াই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। খরচ হইয়াছিল ৪৫০ কোটি টাকা।

আজকালকার বাজার দর যেরূপ তাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রের আধুনিক সরঞ্জামসহ ১০ লক্ষ লোক সজ্জিত রাখিতে হইলে সপ্তাহে ৭॥০ কোটি টাকা আবশ্যক। বিলাতী রণপণ্ডিতেরা এইরূপ বিবেচনা করেন।

বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রসমরে সকল পক্ষে অন্ততঃ এককোটি লোকের সরঞ্জাম করিতে হইতেছে। যদি ৬ মাস যুদ্ধ চলে তাহা হইলে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের কমপক্ষে ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হইয়া যাইবে।

এই ত গেল নগদ খরচ। তাহার উপর ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প ও কারখানা সবই বন্ধ থাকিবে। এজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের লোকসান কি কম? দেখিতেছি যিনিই জয়লাভ করুন বিজয়ের মূল্য অত্যধিক। এই তাণ্ডবলীলার পর বাঁচিয়া উঠিলে কোন জাতিই ইউরোপের পুরাতন মূর্ত্তি চিনিতে পারিবেন না। ইউরোপীয়েরা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া যারপরনাই হয়রাণ হইয়া পড়িবেন। ইহাঁদের শক্তিক্ষয় এত বেশী হইবে যে জগতের অন্যান্য জাতি সকল ইহাঁদিগকে আর বেশী সম্মান বা ভয় করিয়া চলিবে না। এই উপায়ে জগতে নূতন শক্তিপুঞ্জের সমাবেশ হইবে। বিশ্বের ভারকেন্দ্র কোন মতেই আর বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিবে না। বলবান্‌দিগের শক্তিক্ষয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জনসমাজসমূহ জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত শক্তিশালী জাতির ন্যায় বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে। পুরাতন জাতিরা ইহাদিগের উপর জুলুম বা চোখরাঙ্গান স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইবেন। এইরূপেই জগতে নূতনের অভ্যুদয় হয়।

যুদ্ধকালে টাকার বাজার

ব্যাঙ্কে যত লোক টাকা জমা রাখিয়াছিলেন সকলেই এক্ষণে টাকা তুলিয়া লইবার জন্ত ব্যস্ত। হাজার হাজার লোক প্যারিনগরে ব্যাঙ্কের দরজায় দণ্ডায়মান। সোনা-রূপার টাকা আর খুঁজিয়া পাওয়াই যায় না। ফ্রান্সে কাগজের নোট মাত্র বর্ত্তমান। নোটের টাকা কেহ দিতে পারে না। বাজারে ৵০ ।০ আনার তরকারী কিনিতে গেলে মহা বিপদে পড়িতে হয়। কারণ ক্রেতার হাতে এক পয়সাও নাই—যাহা কিছু সবই ৫।১০৲ টাকার নোট!

বেলজিয়ামেরও সেই অবস্থা। ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া লইবার জন্ত সকলেই ব্যস্ত। অথচ ব্যাঙ্ক সকলকে টাকা দিবে কোথা হইতে? নোট দিয়াই সকলকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে।

এমন কি আমেরিকারও টাকার বাজার বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিউইয়র্কের বিনিময়-বাজারে ইউরোপের Bill of Exchange গুলি বেচিবার জন্ত দালালেরা ঝুঁকিতেছে। এই উপায়ে নিউইয়র্ক হইতে কাঁচা টাকা বাহির হইয়া যাইবে—তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি কোম্পানীর কাগজ মাত্র পড়িয়া থাকিবে। ব্যাপার সুবিধা-জনক নয় বিবেচনা করিয়া নিউ ইয়র্কের ব্যবসায়-ধুরন্ধরেরা Stock Exchange বন্ধ করিয়া দিলেন। কাজেই কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া টাকা আর এখানে পাওয়া যাইবে না। টাকা না পাইয়া কয়েকটা কোম্পানী ফেল হইয়া গেল।

লণ্ডনের অবস্থাও এইরূপ। অনেকগুলি কোম্পানী দেউলিয়া হইল। কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া দালালেরা টাকা হাতে চায়। কিন্তু এত লোক কাগজ বেচিতে চাহে যে কাগজের বাজার নিতান্তই নরম হইয়া পড়িল। এই দরে কাগজ বেচা অপেক্ষা না বেচিয়া দেউলিয়া হওয়াই ভাল—অনেক ব্যবসাদারই এইরূপ ভাবিতেছেন।

এদিকে ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া লইবার জন্য সহস্র সহস্র লোক ঝুঁকিয়াছে। তাহা ছাড়া নোটের বদলে টাকা সংগ্রহ করিতেও সকলেই ব্যস্ত। ব্যাঙ্কের উপর টাকার চাহিদা এত হইলে ব্যাঙ্কগুলি শীঘ্রই ফেল মারিবে। আবার দালাল ও ব্যবসাদারেরা টাকার বাজারে ধার না পাইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য জখম হইয়া পড়িবে।

লড়াইয়ের সময় ইহাই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ব কঠিন সমস্যা। টাকার বাজার স্থির না থাকিলে দেশ অল্পকালের ভিতরই শিল্পহীন ব্যবসায়হীন হইয়া যায়। কাজেই আগে টাকার বাজার হইতে হুজুগ ও উদ্বেগ নিবারণ করা সকল রাষ্ট্রবীরের কর্ত্তব্য। আবার শত্রুপক্ষীয়েরাও চেষ্টা করিয়া দেশীয় ব্যবসায়িমহলে এবং ব্যাঙ্ক-মহাল্লায় ও বিনিময়-বাজারে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে মারকাট অপেক্ষা দেশের ভিতরেই শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব নয়। কোন উপায়ে ব্যাঙ্কগুলিকে ফেল করাইতে পারিলে সমাজের সকল অঙ্গই বিকল করিয়া তোলা যায়। তাহার ফলে দেশের ভিতর ধনী মহাজন শ্রমজীবী, বণিক, কৃষক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক যুদ্ধ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ঘরোয়া বিবাদ অথবা আভ্যন্তরীণ কাণ্ড এত বেশী হয় যে তাহা সামলাইয়া বিদেশীয় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এইজন্য রাষ্ট্রবীরেরা যুদ্ধের বা বিপ্লবের সময়ে "টাকার বাজার"কে যথাসম্ভব শান্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হন। বর্ত্তমান

ক্ষেত্রেও ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, আমেরিকান সকলেই নিজ নিজ টাকার বাজার রক্ষা করিবার উপায় আলোচনা করিতেছেন।

লয়েড জর্জ পার্ল্যামেণ্টে বলিলেন:—"দেখিতেছি হুজুগে পড়িয়া আমাদের দেশের লোকেরা নিতান্তই স্বদেশদ্রোহিতা আচরণ করিতেছেন। সকলেই নিজ তহবিলে নগদ টাকা রাখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহাঁরা দেশের মহা শত্রু। ইহাঁরা শত্রুপক্ষের সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়া স্বদেশের যত অনিষ্ট করিতে পারেন তাহা অপেক্ষা বেশী অনিষ্ট এই উপায়ে করা হইতেছে। আমি আপনাদিগকে এবং দেশবাসীদিগকে সাহস দিতেছি—ভয়ের কোন কারণ নাই। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া আনিতে ব্যগ্র হইবেন না।"

টাকা যদি ব্যাঙ্কে থাকে তাহা হইলে জনসাধারণের দৈনন্দিন কার্য্য চলিবে কি করিয়া? তাহার জন্য গবর্মেণ্ট এক পাউণ্ডের নোট এবং ১০ শিলিঙ্গের নোট বাহির করিতে প্রস্তুত। এই আশ্বাস পাইয়া লোকেরা শান্ত হইল।

এদিকে বিলাতের ব্যাঙ্কে পৃথিবীর সকল স্থান হইতে টাকা ধার লইবার জন্য অতি উচ্চহারে সুদ ঘোষণা করা হইয়াছে। শতকরা ১০৲ সুদের লোভে সকলেই বিলাতকে টাকা ধার দিবে—লণ্ডন ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা এইরূপ বুঝিয়াছেন। বিলাতের টাকা বাহিরে ত যাইতে পারিবেই না—বরং বিদেশের টাকা ওয়ালা লোকেরাও বিলাতের ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে উৎসাহীত হইবে।

তাহা ছাড়া ব্যবসায়ীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিলাতে প্রথমতঃ বিনিময় বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দালালেরা আমদানী রপ্তানীর কাগজ কেনাবেচা করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু সকলকে দেউলিয়াআইন হইতে বাঁচাইবার জন্য আইন করা হইল যে

ঋণ শোধ করিবার নির্দিষ্ট দিনের এক মাস পরে টাকা দিলেও তাহা গ্রাহ্য করা হইবে। তাহা হইলে ব্যবসাদারেরা শান্তিভাবের সহিত তাঁহাদের মামুলি কারবার চালাইতে সমর্থ হইবেন। লয়েড জর্জ বলিতেছেন :—

"These decisions had been taken with a view to restoring the normal in business as quickly as possible, and they were confident that the bankers and traders would with the patriotic assistance of the public resume business, and there would be no necessity, which other-wise might arise, for closing mills and factories and throwing hundreds and thousands of people out of employment.'

টাকার বাজার এবং ব্যাঙ্কের কারবার সুশৃঙ্খলরূপে চালাইতে অসমর্থ হইলে দেশের ভিতর ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়। এই জন্য যুদ্ধপ্রয়াসী ধুরন্ধরেরা ধন-বিজ্ঞান এবং ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞানকে লড়াই-বিজ্ঞানেরই অন্যতম অঙ্গ বিবেচনা করেন। Finance, Commerce ও Banking বিদ্যায় পারদর্শী না হইলে কোন রাষ্ট্রবীরই সমর-নীতির পরামর্শদাতা হইতে পারেন না।

লয়েড জর্জের বাণী দেশের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইল :—

'In this tremendous struggle finance is going to play a great part, because it is one of the most formidable weapons in this exhausting war. Any one who for selfish motives of greed or excessive caution or cowardice goes out of his way and attempts to

withdraw sums of gold and appropriates them to his own use, let it be clearly understood that he is assisting the enemies of his country and is assisting them more effectively than if he were to take up arms for them."

এইরূপ সম্মিলন, বক্তৃতা, আলোচনা এবং উপদেশ প্রচার চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আইন দ্বারা ৪।৫ দিনের জন্য বিলাতের সকল ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাহার ফলে এ কয়দিন কেহই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বা চেক্ কিছুই আনিতে পারিলেন না।

ফলতঃ বিলাতে এমন একটা যুগ গেল যে সময়ে না ব্যাঙ্কে কাজ চলিতেছে, না বিনিময় বাজারে কাজ চলিতেছে। বিলাতের ইতিহাসে বোধ হয় এরূপ ৪।৫ দিন আর কখনও আসে নাই।

খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের হুজুগ

লড়াই বাধিবামাত্র জার্ম্মাণি, বলজিয়াম ও ডেনমার্ক, আইন জারি করিলেন যে, দেশ হইতে কোন খাদ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে না। ইংরাজেরাও কাগজে কলমে এবং পার্ল্যামেণ্ট সভায় প্রচার করিতে লাগিলেন—"কোন ভাবনা নাই। আমাদের খোরাক মারে সাধ্য কার? আমাদের জাহাজ আছে কি করিতে?"

গবর্ণমেণ্ট ত আশার বাণী প্রচার করিবেনই—কিন্তু জনগণের মন ত প্রবোধ মানে না। লড়াইয়ের কথা শুনিলেই নরনারীগণ বিচলিত হইয়া পড়ে। সকল দেশেরই এই দস্তুর। যাহারা লড়াই করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বা জাহাজে চলিয়া গেল তাহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত। তাহাদের কোন দুর্ভাবনা নাই। স্বদেশী নাচ গান করিয়া এবং মদ খাইয়া তাহারা বিভোর হইয়া থাকে। এই মত্ততার সময়ে ঘরবাড়ী পরিবার দেশ কিছুই তাহাদের মনে থাকে না। কিন্তু পরিবারের যাহারা গৃহে থাকিতে বাধ্য তাহাদের চিত্তেই অসংখ্য প্রকার দুর্ভাবনা আসিয়া জুটে। প্রাণ ভয়, যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়, স্বাধীনতা লোপের ভয়—ইত্যাদি বড় বড় আশঙ্কার কারণ ত থাকেই, অধিকন্তু দৈনন্দিন জীবন যাপনেও তাহারা শান্তি ভোগ করিতে পারে না। চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির ও উদ্বিগ্ন থাকে। এই সকল লোক panic বা হুজুগ সৃষ্টি করিয়া দেশীয় কর্ম্মবীরগণের কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। সুতরাং ইহাদিগকে শান্ত, সংযত, ও সুস্থির রাখা এবং ঐরূপ থাকিতে উপদেশ দেওয়া রাষ্ট্রবীরগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। জাহাজে নাবিক পাঠান, এবং যুদ্ধ

ক্ষেত্রে রসদ পাঠান যেরূপ অত্যাবশ্যক সেইরূপ দেশের টাকার বাজার ঠাণ্ডা রাখা এবং দেশীয় জনসাধারণের মাথা ঠিক রাখাও সমর-নীতিজ্ঞ-দিগের অত্যাবশ্যক কর্ম্ম।

যে যে দেশে লড়াই বাধিয়াছে সকল স্থানেই দেখিতেছি জনগণ খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। যেমন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লওয়া একটা হুজুগ সেইরূপ নিজ নিজ গৃহে ২।৪ মাসের রসদ মজুত রাখিবার জন্য সাধারণ গৃহস্থেরা প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেছে। ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, ইংলাণ্ডে সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য।

মূল্য বৃদ্ধির ভয়েই লোকেরা প্রথম হইতে সস্তায় রসদ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইংলাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের হুজুগ বেশ প্রবল ভাবেই উঠিয়াছে। লণ্ডনেও কম নয়। দরিদ্র গৃহস্থগণের ত কথাই নাই। মধ্যবিত্ত এবং ধনী জনগণও ৬।৭ মাসের খোরাক ঘরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এ কয়দিন শাকশব্জীর বাজারে, মাছ মাংসের দোকানে, মুদীখানায় এবং রুটিবিস্কুটের কারখানায় সর্ব্বদা অসংখ্য খরিদদার আসা যাওয়া করিতেছে। দোকানে ভিড় লাগিয়াই আছে। কোন দোকানে জিনিষ ক্রয় করিতে হইলে অন্ততঃ আধঘণ্টা ক্রেতাদিগের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। দোকানদারেরা এই অর্ডারগুলি সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু ইহাদের নিকট টেলিগ্রাফেও অনেক অর্ডার আসিয়াছে। কোন কোন দোকানে এত অর্ডার জমিয়াছে যে দোকান এক সপ্তাহ বন্ধ করিয়া কেবল সেই গুলি সরবরাহ করিলেও যথেষ্ট কার্য্য করা হয়।

মূল্য বৃদ্ধির ভয়ে লোকেরা বেশী বেশী অর্ডার দিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এত বেশী অর্ডার দেওয়া হইয়াছে যে, দোকানদারেরা বাধ্য

হইয়া মূল্য বাড়াইয়া দিবে। অথচ এখন পর্য্যন্ত বিলাতে যুদ্ধের কোন প্রভাবই পৌঁছে নাই।

কোন কোন সংবাদ পত্রের লোক লণ্ডনের নানা পাড়ায় বেড়াইয়া দোকানদারগণের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন। দোকানদারেরা বলিতেছে—বড়ই দুঃখের কথা দেশের ধনী লোকগুলাই হুজুগ বাড়াইয়া তুলিলেন। ইহাঁরা কেহ এক বৎসরের মাল কেহ ছয় মাসের রসদ ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন। ইহাঁরা এত স্বার্থপর যে, দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের অবস্থা কি হইবে তাহা বুঝিতেছেন না। ইহারা যে রোজ আনে রোজ খায়। কিন্তু বড় লোকেরা যদি দোকানের সকল জিনিষই কিনিয়া রাখিলেন এবং বাজার নিঃশেষ করিয়া দিলেন তাহা হইলে দরিদ্রজনগণ কোথা হইতে খাদ্যদ্রব্য পাইবে? অধিকন্তু বড় লোকেরা সস্তায় মাল লইতে যাইয়া গরীব লোকদিগকে বেশী দামে লইতে বাধ্য করিতেছেন না কি?

একজন দোকানদার বলিল, "মহাশয়, এমন অনেক পরিবার জানি যাহারা সাধারণতঃ ২৲ টাকার বাজার করে এক্ষণে তাহারা ১০০৲ টাকার বাজার করিতেছে। ইহা অন্যায় নয় কি?" কোন কোন দোকানদার খরিদদারদিগের অর্ডার যথাসম্ভব কমাইয়া মাল সরবরাহ করিতেছে। ১৪ সের মটরশুটির স্থানে এক সের দেওয়া হইতেছে—দুই বস্তা আটার অর্ডার পাইলে তাহার ½ অংশ সরবরাহ করা যাইতেছে।

কাণ্ড কারখানা দেখিয়া মনে হয় যেন লণ্ডননগর শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে—খাদ্যদ্রব্য আর পাওয়া যাইবে না। সময় থাকিতে যে যেমন পারে তেমন রসদ সংগ্রহ করুক। এইরূপ হুজুগের ফলে মূল্য সকল-দিকেই বাড়িতেছে। একদিন একটা দোকানে একজন দাঙ্গা হইয়া গেল। প্রায় ১৫।২০ জন স্ত্রীলোক দোকানদারের উপর চটিয়া তাহার টেবিলের

সাজান মালপত্র রাস্তায় ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। পুলিশের সাহায্যে ইহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইল—কিন্তু সেইদিন দোকান আর খোলা হইল না। লণ্ডনের নানা পাড়ায় দোকান আক্রমণ প্রায়ই ঘটিতেছে।

লয়েড জর্জ্জ যেমন টাকাওয়ালা লোকদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, "মহাশয়গণ, আপনারা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইবেন না। চেক এবং নোটেই কাজ সারিতে থাকুন।" সেইরূপ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ সম্বন্ধেও বিচক্ষণ জননায়কগণ এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা উপদেশ দিতেছেন—

"Keep cool. To lay in stocks of provisions is to put an abnormal strain on the market and to force up prices to the detrement of the poor. If food becomes scarce—and there is no hint of this at present—its distribution will be taken over by the State, and all private supplies will become public supplies to this end. Be economical by all means but do not try to hoard either food or gold."

অধিকন্তু খাদ্যসম্বন্ধে বিলাসের মাত্রা হ্রাস করিবার জন্য সকলেই উপদেশ দিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন—"নূতন ধরণের খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করিতে অভ্যস্ত হউন। ডিম, মাখন, মাংস, মাছ ইত্যাদি যদি না জুটে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমাদের দেশে যে সমুদয় জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহাতেই বেশ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু আহার্য্য প্রস্তুত হইতে পারে।" তাহা ছাড়া দেশীয় কৃষকগণকে অর্থসাহায্য করিয়া ভূমি চাষে প্রবৃত্ত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যে সকল জমি পতিতভাবে রহিয়াছে অথবা যেখানে অনুর্ব্বর বলিয়া ঘাশ মাত্র উৎপন্ন করা হয় সেই

সকল স্থানে চাষ করা হইবে। খরচ অনুসারে কৃষকদিগের লাভ হয়ত হইবে না। কিন্তু গবর্মেণ্টের "সংরক্ষণ-নীতি" অবলম্বিত হইলে কৃষকদিগের ক্ষতি হইবে না। বেশী খরচে গোধূম বা অন্য শস্য উৎপন্ন হইবে। একেবারে দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা বেশী দামে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া মন্দ কি ?

গোধূম চাষ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট বিশেষ যত্ন লইতেছেন এবং কৃষকগণকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন। ইতিমধ্যে Royal Horticultural Society বা রাজকীয় কৃষিসমিতির সম্পাদক এবং পরিচালক দুই জনে মিলিত হইয়া দেশের সাধারণ গৃহস্থগণকে পরামর্শ দিতেছেন—"দেশের নানা স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ষণযোগ্য ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে। সেগুলি পতিত থাকা এক্ষণে কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। দিনকাল যেরূপ দেখা যাইতেছে শীঘ্রই আমাদের কি হইবে অনুমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু আমরা সকলেই যদি নিজ শক্তির অনুসারে কৃষিকর্ম্মে লাগিয়া যাই তাহা হইলে অভাবের সময়ে অন্ততঃ কিছু উপায় সাধন করিতে সমর্থ হইব এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। পতিত জমিগুলি চাষ করিয়া বর্ত্তমান ঋতুর উপযোগী বীজবপন করা এখনই কর্ত্তব্য। কালবিলম্ব করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হইতে পারে।"

এদিকে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সংবাদ পত্রের পাঠক পর্য্যন্ত সকলেই ধনীদিগকে বলিতেছেন "মহাশয়গণ, আপনারা মাছ মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কম ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হউন। আপনারা মিতব্যয়ী না হইলে দরিদ্রেরা খাদ্যদ্রব্য পাইবেই না।" ধনবান কেন, সমাজের সকল স্তরের লোককেই মিতব্যয়ী হইবার জন্য ম্যাস্কুইথ অনুরোধ করিতেছেন।

এক ব্যক্তি "টাইম্‌সে" লিখিয়াছেন—

"In the terrible visitation of war I venture now to

claim the most earnest personal attention of everyone, rich and poor alike, to the cardinal importance of curtailing to the utmost within reason, in each household and elsewhere, our usual demands on the food supply of the kingdom. I suppose that there are few households in which some diminution, great or small, cannot be made without any prejudice to health or strength.

লড়াইয়ের সময়ে শ্রমজীবী সম্প্রদায়

চারি কোটি লোকের দেশে যুদ্ধ বাধিলে প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে হয়ত ৫।৬ লক্ষ মাত্র লোক নিযুক্ত হয়। সেনাবিভাগের কার্য্যে দেশের সকল লোককেই খাটিতে হয় না। কিন্তু যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের অন্নসংস্থান অতি সহজেই হওয়া আবশ্যক। ধনী লোকেরা অবশ্য খাওয়া-পরার কষ্ট বেশী ভোগ করেন না। তাঁহাদের টাকা আছে—বেশী দামে জিনিষ খরিদ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে উচ্চ অঙ্গের বিলাস সামগ্রী তাঁহারা বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে পারেন। এইটুকু মাত্র তাঁহাদের অসুবিধা। কিন্তু সাধারণ জনগণ রোজ আনে রোজ খায়। শতকরা ৮০।৯০ জন লোকেরই এই অবস্থা। চারি কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ ৩।০ কোটি লোককে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কেরাণী মজুর বা কৃষকভাবে অন্ন সংগ্রহ করিতে হয়। লড়াইয়ের সময়ে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অবসন্ন হইবার কথা। তাহাহইলে ইহাদের চাকরী, বেতন, মাহিয়ানা সবই বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় অনাহারে মরাই জনসাধারণের ভাগ্যে ঘটিবার আশঙ্কা।

দেশের শতকরা ৮০।৯০ জন লোক না খাইয়া মরিতে থাকিলে কি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভবপর হয়? একসপ্তাহের ভিতরই মহা বিপ্লব ও ঘরোয়া মারামারি উপস্থিত হইবে যে। কাজেই রণ-পণ্ডিতেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার সময়ে কেবলমাত্র জাহাজের নাবিক সংখ্যা এবং সৈনিকদিগের গোলাবারুদ ইত্যাদির হিসাব করিয়া ক্ষান্ত হন না। তাঁহাদিগকে দেশের শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী এবং বণিক সম্প্রদায়ের আর্থিক

অবস্থা বিশেষ রূপেই সহজ সরল ও স্বাভাবিক রাখিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হয়। আবার এই জন্যই শত্রুপক্ষীয় লোকেরা গুপ্তচর রাখিয়া দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ভিতর নানা প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। ভাতে মারিতে পারিলে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিবার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। সুতরাং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য শত্রুর আওতা হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে যুদ্ধের আসরে অবতীর্ণ হওয়া ছেলেমানুষী মাত্র।

জার্ম্মাণি, রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স সকলেই নিজ নিজ মজুর সম্প্রদায়কে তাহাদের চিরাভ্যস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অনুষ্ঠানগুলি এক এক দেশে এক এক প্রকার। কাজেই বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রসমরের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতেছেন।

ইংরাজের প্রথম আবশ্যক বিদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য এবং শিল্পোপকরণের আমদানী। এই আমদানী নিয়মিতরূপে না হইলে প্রথমতঃ সকলকেই না খাইয়া মরিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ শিল্পের কারখানাগুলি উপকরণাভাবে বন্ধ থাকিবে, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে "জবাব দেওয়া" হইবে।

যুদ্ধের সময়ে মাল আমদানী করা ত সহজ কথা নয়। বিদেশের মহাজনেরা দাম না পাইলে মাল ছাড়িবেন কেন? শান্তির সময়ে মুখের কথায় ও কোম্পানীর কাগজে বিশ্বাস করিয়া দুনিয়ার লেনদেন চলিয়া থাকে। কিন্তু এখন নগদ টাকা চাই। নগদ টাকা না পাইলে মাল কেহই বেচিবে না। অবশ্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংরাজকে ধারে বেচিতে কোন দেশের লোকই বেশী আপত্তি করিতেছেন না। কোম্পানীর কাগজ, বিল অব একস্‌চেঞ্জ ইত্যাদির জোরেই মাল ছাড়া হইতেছে। কিন্তু মাল বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিবে কি করিয়া?

কতকগুলি মালের জাহাজ যুদ্ধঘোষণার সময়ে সমুদ্রের মধ্যে ছিল। শত্রুপক্ষের রণতরী তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছিল। ভয়ে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র নিকটবর্ত্তী উদাসীন বা neutral রাষ্ট্রের বন্দরে প্রবেশ করিল। এইরূপে শত শত মাল বোঝাই জাহাজ উদাসীন বন্দরে আটকা পড়িয়াছে। এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ বা আটকের নাম internment. বর্ত্তমান যুগের রণ-নীতি অনুসারে কোন উদাসীন রাষ্ট্রের বন্দরে মালের জাহাজ আশ্রয় লইলে তাহাকে শত্রুপক্ষের রণতরী আক্রমণ করিতে পারে না। জার্ম্মাণ মালের জাহাজ ইংরাজ মালের জাহাজ এই নিয়মের প্রভাবে নানা উদাসীন বন্দরে আশ্রয় লইয়া বাঁচিল। কিন্তু বাঁচিয়া লাভ কি? দেশে ত শীঘ্র আসিতে পারিবে না।

জার্ম্মাণের কোন কোন মালের জাহাজ সাহস করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া চালতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই সেগুলি ইংরাজ রণতরীর দখল হইল এবং prize of war নামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্দরে বন্দরে পাঠান হইল। কতকগুলি গ্রেপ্তার করা জাহাজ কলিকাতায়ও বন্দী হইয়া রহিল।

সমুদ্রপথে গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কা ইংরাজ জাহাজ কোম্পানীরা বড় বেশী করিতেছেন। নূতন কোন মালের জাহাজ আনাইতে বা পাঠাইতে হইলে বীমা কোম্পানী অত্যধিক হারে মাসুল চাহিতেছেন। ১০০০৲ টাকার মাল বীমা করিবার জন্য ৮০৲ মাসুল দিতে হয়। বীমার মূল্য এত বেশী হইলে জাহাজে মাল পাঠান একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সত্যই marine insurance এ কয় দিনের ভিতর সম্পূর্ণরূপেই স্থগিত রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। জাহাজখানায়, পোতাশ্রয়ে, ডকে কাজ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র কুলী মজুর কয়লার খাদের লোক এক্ষণে কর্ম্মহীন হইয়া

পড়িতেছে। তাহা ছাড়া লোহালক্কড়ের বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলি চালাইবার টাকা পাওয়া যাইতেছে না। এই কারণে অসংখ্য শ্রমজীবী ও কেরাণী "বেকার" হইয়া পড়িতেছে।

এই অবস্থায় গবর্মেণ্ট দুইটি নিয়ম প্রচার করিলেন। প্রথমতঃ শিল্পী, মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগকে টাকা ধার দিবার জন্য ব্যাঙ্কের ক্ষমতা দেওয়া হইল। যদি কিছু লোকসান হয় গবর্মেণ্ট দায়ী রহিলেন—সমস্ত ক্ষতি পূরণ ষ্টেট হইতে করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ জাহাজ কোম্পানী-গুলিকে হুজুগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্ট নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সকল ক্ষতির পূরণ গবর্মেণ্ট করিবেন—এই সর্ত্তে বীমা-বিভাগ খোলা হইল। সুতরাং মালের জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্রপথে চলা ফেরা করুক। ইংরাজেরা তাঁহাদের রণতরীর শক্তি সম্বন্ধে এত বিশ্বাসবান্ যে এই গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রসচিবেরা বিন্দুমাত্র ভীত নন। এমন কি, তাঁহারা বলিতেছেন, "যদি আমাদের শত করা ৪০ খানা জাহাজও শত্রুর দখল হয় তথাপি ভাবনা নাই। অবশিষ্ট জাহাজে খাদ্য ও শিল্পের উপকরণ আসিতে পারিবে। হয়ত তিনগুণ মূল্য বাড়িবে। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? দেশের লোক ত খাইয়া বাঁচিবে, এবং কারখানাগুলির কাজ ত চলিতে থাকিবে। শ্রমজীবীসমাজকে শান্ত রাখিতে পারিলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই চালাইতে পারিব। এই যুদ্ধে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে কাজেই ব্যবসায় হিসাবে লাভ ক্ষতি বিবেচনা করিবার ইহা সময় নয়।"

আমদানি রপ্তানি সংরক্ষিত করা হইল। এদিকে স্বদেশীয় শিল্প কৃষি-কর্ম্মও গবর্মেণ্টের আইনানুসারে ব্যাঙ্কের সাহায্য পাইতে থাকিল। কাজেই কেরাণী, কুলী, মজুর ইত্যাদির সমস্যা অনেকটা নরম হইতে চলিল।

সে দিন Daily News পত্রে এক ব্যক্তি শ্রমজীবী সমস্যা বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধের সময়ে দরিদ্র কুলী মজুর ও শিল্পী জনগণকে কাজে লাগাইয়া রাখা বিশেষ কঠিন নয়। চিন্তাশীল রাষ্ট্রবীরেরা প্রথম হইতে যত্ন লইলে জনগণের অবস্থা কোন মতেই শোচনীয় হইতে পারে না।

Westminister Gazette বলিতেছেন—

"If credit is secured, so that the flow of working capital continues the first great step is taken, and the evil is at once reduced to a minimum. Industries which can keep going will get orders to replace foreign supplies, and gradually find new opportunities in colonial and neutral markets. Then the problem will be narrowed down to those industries which cannot replace their foreign trade or which are threatened with stoppage for lack of raw material supplied in normal times from enemy countries."

অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি যদি সাহস করিয়া করিতকর্ম্মা ধুরন্ধরগণকে টাকা ধার দিতে থাকেন তাহা হইলে কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হয় না। সেই মূলধন লইয়া অনেক নূতন শিল্প স্থাপিত হইতে পারে। তাহার ফলে বহু নূতন লোকের কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। এই সকল শিল্প উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমশঃ উদাসীন দেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে। ফলতঃ দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবার সম্ভাবনা। তবে ইংল্যণ্ডে এমন কতকগুলি শিল্প আছে যাহার জন্য জার্ম্মাণি এবং অষ্ট্রিয়া হইতে উপকরণ আসে। বলা বাহুল্য সেই সকল শিল্প এক্ষণে চলিবে না। এতদ্ব্যতীত দূর

উপনিবেশ হইতে কৃষিজাত মাল হয়ত শীঘ্র শীঘ্র দেশে পৌঁছিবে না। এই সকল উপকরণের উপর যে সমুদায় কারখানার অস্তিত্ব নির্ভর করে সে গুলি কিছু কাল বন্ধ থাকিতে বাধ্য। তাহার ফলে অসংখ্য লোকই কর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে। এই সকল বেকার লোকের জন্য কি করা যাইতে পারে?

একজন বলিতেছেন:—

"Some of them will be absorbed by the army, some by armament firms and war contractors, and a good many more, we trust, by useful public works."

গবর্মেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ইত্যাদির অধীনে নানা প্রকার Public works খোলা আবশ্যক। অবশ্য ইঁহারা সর্ব্বদাই নানা প্রকার কারবার চালাইয়া থাকেন। তাহার সাহায্যে বহু নর নারীর প্রতিপালন হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময়ে সেই সকল কারবার পুরাদমে চালান উচিত। এমন কি, আরও কতকগুলি নূতন নূতন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, উদ্যান, রেলপথ ইত্যাদির জন্য চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রবীরগণকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয় যে—

"Prolonged unemployment is a condition from which some of the best men can never recover, and homes broken up can never be put together again. By keeping the nation at work we fortify its *morale* and reduce the waste of war to a minimum."

কতকগুলি ব্যবসাদার-কোম্পানী তাঁহাদের কারবারের লাভ প্রকাশ করিয়াছেন। বৎসরে ২। ৪ বার এইরূপ করা ব্যবসায় মহলের রীতি। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা বলিতেছেন "আমরা অংশী-

দারগণকে লাভের কথা জানাইলাম বটে। কিন্তু লড়াইয়ের হুজুগ না কমিলে তাঁহারা প্রাপ্য টাকা পাইবেন না। এই টাকা এক্ষণে আমাদের ঘরে মজুত রাখা আবশুক। কারণ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার না পাইলে এই গচ্ছিত লাভ খরচ করিয়া কারবার চালাইতে পারিব। তাহা না হইলে হঠাৎ ফেল মারিবারও আশঙ্কা আছে।"

কিন্তু কোম্পানীদিগের এই কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রত্যেক সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে। প্রধান কথা এই যে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার এই লাভের টাকা হাতে পাইলে বিপদের সময়ে অনেক কষ্ট এড়াইতে পারিবে। একজন জানাইয়াছেন—

"Think of the small holders to whom the keeping back of their little incomes at this critical time may mean almost poverty."

আর একজন বলিতেছেন—

"The receipt of these dividends would probably be a Godsend in many homes ; in many cases the money has been relied upon to relieve the present financial pressure, if not to provide present needs."

কতকগুলি কোম্পানী স্বদেশসেবকের কার্য্য করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন। যুদ্ধের জন্য শ্রমজীবীরা ভলান্টিয়ার হইতেছে দেখিয়া মহাজনেরা তাহাদিগের পরিবারের ভরণপোষণের ভার লইতেছেন। মজুর ও শিল্পীরা এই ব্যবস্থায় চতুর্গুণ উৎসাহে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদিগকে কারবারের কর্ত্তরা আশ্বাস দিলেন যে "যখন ফিরিয়া আসিবে তখন তোমাদিগকে কাজে নিযুক্ত করিতে চেষ্টিত হইব। ইতিমধ্যে তোমাদের বেতন নিয়মিতরূপে তোমাদের

স্ত্রীপুত্রের নিকট পাঠাইতে থাকিব। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও।" কারবারের মালিকেরা এইরূপে অশেষ ক্ষতি মাথায় পাতিয়া লইলেন। রেল কোম্পানী, হোটেল কোম্পানী, তেল কল, পশম কল এবং কাপড়ের কলের কারবার, বড় বড় দোকানের স্বত্বাধিকারী, ডাক্তারখানার মালিক, ট্রামকোম্পানী ইত্যাদি ইংলাণ্ডের শত শত মহাজনমণ্ডলী এই জাতীয় বিপৎকালে শ্রমজীবী সমাজের বন্ধু হইয়া গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত আজকাল বিলাতি সমাজে অসংখ্য। এই জন্যই শ্রমজীবী সমস্যা এখানে বেশী ভীতিজনক নয়।

আমদানী রপ্তানী ও দালালি

ব্যাঙ্কের কারবার না বুঝিলে এবং বিনিময় বাজারের লেন দেন না বুঝিলে বর্ত্তমান জগতের কায়দা কারখানা বুঝা অসম্ভব। কাগজের নোট, কোম্পানীর কাগজ, হুণ্ডি, চেক, বিল অব্ এক্স্চেঞ্জ ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাপত্র ও আদেশপত্রগুলি আজকালকার দিনে কোটি কোটি সোণারূপার টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। অথচ তাহারই সাহায্যে দুনিয়ার এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের ব্যবসায় অতি সহজেই চলিতে থাকে। কৃষিবল, শিল্প বল, বাণিজ্য বল—সকলই এই কাগজের সাহায্যে চলিতেছে বলা যাইতে পারে। ইউরোপের বড় বড় কারবারে নগদ টাকার ব্যবহার হয়ই না। ভারতবর্ষেও এই কায়দা বেশ প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। জগতের কোন স্থানই আর এই কাগজের প্রভাব ছাড়াইয়া থাকিতে পারে না।

এই কাগজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবার ফলে আমরা প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ জগতের কোন এক স্থানে ব্যবসায়ের সামান্য মাত্র এদিক ওদিক হইলে সকল স্থানেই তাহার প্রভাব আসিয়া পৌঁছে। দ্বিতীয়তঃ, আমদানী রপ্তানীর পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ বিনিময়-বাজারের সঙ্গে টাকার বাজারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। টাকার বাজারে অর্থাৎ ব্যাঙ্ক পাড়ায় কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে বিনিময় বাজারে অর্থাৎ দালাল-পাড়ায় তৎক্ষণাৎ ব্যাপার কি বুঝিতে পারা যায়। আবার আমদানী রপ্তানীর পরস্পর সম্বন্ধে কোনরূপ নূতন ঘটনা ঘটিলে ব্যাঙ্ক মহলেও হৈ চৈ উপস্থিত হয়। সুতরাং আজকালকার

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইহাদের কোন বিভাগে সামান্য মাত্র নড়ন চড়ন হইলেই সকল বিভাগে তাহার ফল বুঝিতে কোন সময় লাগে না।

যুদ্ধের সময়ে এই সকল তত্ত্ব সর্ব্বদা মনে না রাখিলে রাষ্ট্রবীরেরা শীঘ্রই পরাজিত হইবেন। লোহালক্কড় গোলাগুলি জাহাজ কামান ইত্যাদি বুঝিতে পারিলেই বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ চালান যায় না। টাকার বাজার এবং বিনিময় বাজার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলে রণপণ্ডিতগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন।

মনে করা যাউক, কলিকাতার দে, দত্ত য়্যাণ্ড কোম্পানী আমেরিকার ব্রায়্যান কোম্পানীর নিকট জাহাজ বা রেলওয়ে সংক্রান্ত কলকব্জা লোহালক্কড় ইত্যাদির অর্ডার দিয়াছেন। এই অর্ডারকে indent (ইণ্ডেণ্ট) বলা হয়। ব্রায়্যান কোম্পানী এই অর্ডার পাইয়া আমেরিকার নানা কারখানায় ঘুরিয়া মাল খরিদ করিলেন। তারপর মাল কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ব্যবস্থা করিতে জাহাজ কোম্পানী, বীমাকোম্পানী, রেল কোম্পানী ইত্যাদি নানা কোম্পানীর সাহায্য আবশ্যক। সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে ব্রায়্যান কোম্পানী খরচের তালিকা প্রস্তুত করিবেন। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বাবদে খরচ লেখা হইয়া থাকে :—

১। মালের দাম	৫। সমুদ্র বীমার মাশুল
২। ডকের ভাড়া	৬। বীমা কার্য্যের জন্য ষ্ট্যাম্প খরচ
৩। জাহাজ ভাড়া	৭। কুলী ভাড়া
৪। রেল ভাড়া	৮। খুচরা খরচ
	৯। ব্রায়্যান কোম্পানীর কমিশন

এই নয় হিসাবে যত খরচ হইল সমস্তটা মিলাইয়া একটা মূল্যপত্র প্রস্তুত করা হইবে। এই বিল বা মূল্য পত্রের নাম Bill of Ex-

change। ব্রায়্যান কোম্পানী দে দত্ত কোম্পানীর নিকট এই বিলের টাকা পাইবেন—এই মর্ম্মে বিলের উপর লেখা থাকে। দে দত্ত কোম্পানীকে এই স্থলে আদেশ করা হইবে যে অমুক দিন তাঁহারা ব্রায়্যান কোম্পানীকে টাকা দিবেন।

"বিল অব্ এক্চেঞ্জ" এই হিসাবে একটা "আদেশ-পত্র" স্বরূপ। কাগজের নোটগুলি গবর্মেণ্টের বা ব্যাঙ্কের "প্রতিজ্ঞাপত্র।" সেই সমুদয়ে লেখা থাকে যে গবর্মেণ্ট বা ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট অত টাকা ধারেন—সুতরাং অত টাকা যে কোন সময়ে ফিরাইয়া দিবেন।

নোটের উপর গবর্মেণ্টের বা ব্যাঙ্কের কর্ত্তা লিখিয়া থাকেন—"I promise to pay the bearer on demand" কিন্তু বিল্ অব এক্সচেঞ্জের উপর লেখা থাকে—"Pay to our order" চেক্ বহিতেও এইরূপ আদেশ লিখিত হয়। যথা "Bank of Bengal, pay to—" কারণ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার পরেই ব্যাঙ্কের চেক্বহি পাওয়া যায়। গচ্ছিত টাকা ফিরাইয়া পাইবার জন্য ব্যাঙ্ককে ত আদেশ করিতে হইবে। এইস্থলে ব্যাঙ্ক টাকা ধার লইয়াছিল বুঝিতে হইবে। আদেশ-পত্র এবং প্রতিজ্ঞাপত্র দুই-ই টাকার সমান মূল্যবান্, বাজারে দুইয়ের সাহায্যেই কাজ চলিয়া যায়। তফাৎ এই যে, আদেশ-পত্রের লেখক উত্তমর্ণ অথবা বিক্রেতা অথবা রপ্তানী-কারক। কিন্তু প্রতিজ্ঞাপত্রের লেখক অধমর্ণ বা ঋণগ্রহীতা।

যাহাহউক ব্রায়্যান কোম্পানী আদেশ-পত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ইঁহারা এই পত্র বেচিবার বা ডিস্কাউণ্ট করাইবার চেষ্টায় ঘুরিতে থাকিবেন। পত্র না বেচিলে টাকা আসিবে কোথা হইতে? তাহা না হইলে ইঁহারা বিক্রেতাকে দাম দিবেন কি করিয়া? ভবিষ্যতে নূতন কারবার চালাইবেনই বা কি করিয়া?

টাকার সন্ধানে ব্রায়্যান ব্যাঙ্কপাড়ায় আসিবেন। ব্যাঙ্কপাড়ায় স্বদেশী বিদেশী অনেক ব্যাঙ্কের কারবার চলিতেছে। ব্রায়্যান কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কের নিউইয়র্কস্থিত শাখাব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইবেন। ব্রায়্যানের সঙ্গে যদি এই শাখাব্যাঙ্কের কারবার পূর্ব্ব হইতে চলিয়া থাকে, তাহা হইলে বিনা আপত্তিতে ব্রায়্যান "আদেশপত্র" অনুসারে টাকা পাইবেন। এই আদেশ পত্র বেচা হইয়া গেলে ব্রায়্যান টাকা লইয়া ঘরে ফিরিবেন। তাহার পর হইতে নিউইয়র্কস্থিত শাখাব্যাঙ্ক ঐ "আদেশপত্র" এবং তাহাতে নির্দ্দিষ্ট মালের মালিক হইবেন। কারণ আদেশ-পত্র টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া শাখাব্যাঙ্ক মালগুলিই খরিদ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

ইতিমধ্যে মাল আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিল। তাহার দুএক সপ্তাহের ভিতরেই শাখাব্যাঙ্ক কলিকাতা ব্যাঙ্কের নিকট ব্রায়্যানের আদেশপত্র পাঠাইলেন। আদেশপত্র পৌঁছিবা মাত্র কলিকাতা ব্যাঙ্ক দে দত্তকে সংবাদ দিলেন। দে দত্ত টাকা দিয়া "আদেশ পত্র" স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহার ফলে নিউইয়র্ক ব্যাঙ্ক অথবা তাঁহাদের কলিকাতা শাখাব্যাঙ্ক বিল অব্ এক্সচেঞ্জ এবং মালগুলির স্বত্ব দে দত্তকে প্রদান করিলেন।

অতএব দেখাগেল যে, দে দত্ত কোম্পানী আমেরিকার কোন কারখানা হইতে মাল আনাইলেন। সেই কারখানার সঙ্গে ইঁহাদের কোন কারবার হয়ত নাই। ব্রায়্যান কোম্পানী এজেন্ট স্বরূপ মাল কিনিয়া দিলেন। কিন্তু মাল ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা হইতে নিউইয়র্কে টাকা পাঠান হইল না। ব্রায়্যান কোম্পানী নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কে টাকা পাইলেন। এদিকে দে দত্ত কোম্পানী কলিকাতাব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলেন। তাহার পর নিউইয়র্কব্যাঙ্কে এবং কলিকাতাব্যাঙ্কে বুঝা পড়া চলিবে। যদি দুই ব্যাঙ্কেরই কর্ত্তা এক কোম্পানী হন তাহা হইলে ত কোন

গোলযোগ নাই। কিন্তু দুই ব্যাঙ্কের কর্ত্তা যদি দুই কোম্পানী হন তাহা হইলে কলিকাতা ব্যাঙ্ক হইতে নিউইয়র্কব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা একদিন না একদিন করিতেই হইবে। এই টাকা পাঠাইবার নিয়ম বড় বিচিত্র। যাহাহউক ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমদানী রপ্তানীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝা গেল।

প্রায়ই এরূপ দেখা যায় যে আয়ান কোম্পানী নিজে ব্যাঙ্কে যাইয়া টাকা আনেন না। তাঁহারা আদেশপত্রগুলি দালালদিগের নিকট বেচিয়া ফেলেন তাহার পর ব্যাঙ্কের সঙ্গে দালালদের কারবার চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য, আমদানী রপ্তানীর কারবার প্রত্যেক দেশেই এতবেশী যে দালালের সংখ্যা অগণিত প্রায় এবং প্রতিদিন অসংখ্য আদেশ পত্র দালাল মহলে কেনা বেচা হয়। দালালেরা আবার কাজ চালাইবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের উপরই নির্ভর করেন।

যুদ্ধারম্ভে নগরদৃশ্য

যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার রেলপথগুলি সামরিক নিয়মে চালাইতে আরম্ভ করিলেন। সেনাবিভাগের অভাব মোচন করিবার জন্য যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহা করা হইবে—রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা জনসাধারণকে জানাইয়া দিলেন। জনগণের যাতায়াত এবং সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে কোন লক্ষ্য রাখা হইল না। অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণি এবং ফ্রান্স এই তিন দেশেই রেলপথ সম্বন্ধে কঠোর আইন জারি করা হইল। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন সম্বন্ধেও এই নিয়মের কাজ হইতে লাগিল। জনসাধারণের ব্যক্তিগত অভাব মোচনের জন্য এইগুলি ব্যবহৃত হইতে না পারিলে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না—এই মর্ম্মে রাষ্ট্র কর্ম্মচারীরা বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। বলা বাহুল্য এক দেশ হইতে অন্য দেশে আসা যাওয়ার উপায় সম্পূর্ণরূপেই নষ্ট করা হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডেও রেলপথ, তারঘর, পোষ্ট আফিস ইত্যাদি গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হইল। এখানকার রেলকোম্পানীগুলি তাহাদের সময় ও গাড়ীর নির্ঘণ্ট গবর্মেণ্টের পরামর্শ অনুসারে বদলাইতে আরম্ভ করিলেন। জনসাধারণের চলাফেরার অসুবিধা প্রচুর হইল। কিন্তু "আতুরে নিয়মো নাস্তি।"

জুন জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপের লোকেরা নানা দেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। কাজেই ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালী, বেলজিয়াম, সুইজর্ল্যাণ্ড

ইত্যাদি দেশের নগরে এবং পল্লীতে বহুসংখ্যক আমেরিকান, ইংরাজ, জার্ম্মাণি, ফরাসী ইত্যাদি বাস করিতেছিলেন। বিনামেঘে ইঁহাদের উপর বজ্রাঘাত হইতে চলিল। অকস্মাৎ যুদ্ধের ভেরী বাজিয়া উঠিল—চারি দিকে mobilisation অর্থাৎ সৈন্যের চলাচল আরম্ভ হইল। কোন নগরে বা পল্লীতেই রেলগাড়ী বা মোটরকার পাইবার উপায় থাকিল না। সকলই গবর্মেণ্টের হস্তগত। সেনাবিভাগের কার্য্য ছাড়া অন্য কোন কার্য্য রেলে বা মোটরকারে হইতে পারিবে না হুকুম হইয়াছে। কাজেই পর্য্যটকেরা interned হইলেন—অর্থাৎ যথাস্থানে আটকাইয়া গেলেন।

কেহ কেহ ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কৌশলে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছেন। অধিকাংশই বিদেশে পড়িয়া রহিয়াছেন। একব্যক্তি যুদ্ধ ঘোষণার দিন জার্ম্মাণিতে ছিলেন—তখনও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মাণির লড়াই সুরু হয় নাই—কেবল বচসা চলিতেছিল। ফ্রাঙ্কফোর্ট নগর জার্ম্মাণির একটি প্রধানতম ব্যবসায়কেন্দ্র। এখানকার ব্যবসায়ীরা হোটেলে ক্যাফেতে এবং সভাগৃহে সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে বেশ গরম গরম কথা বলিতেছিল। অষ্ট্রিয়ার স্বপক্ষে স্বদেশী সঙ্গীত যেখানে সেখানে শুনা যাইত। হয়ডেলবার্গ বিদ্যা-কেন্দ্র। এখানেও সেইরূপ উদ্দীপনা এবং আন্দোলন। কয়েকদিন পরে এই ব্যক্তি একটি ধনিগণের বিলাসনগরে যান। সেখানে একটি সুন্দর প্রমোদ কানন আছে। এই বাগানের জনতায়ও পর্য্যটক অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির জাতীয় সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। তারপর সেনাকেন্দ্র কোব্লেন্‌জ নগরে আসিয়াও সেইরূপ উন্মাদনার দৃশ্য দেখিলেন। অষ্ট্রিয়ায় ও সার্ভিয়ায় যুদ্ধ বাধিতে না বাধিতেই জার্ম্মাণির সকল কেন্দ্রে যুদ্ধের বাসনা প্রবলভাবেই জাগিয়া উঠিয়াছিল।

জার্ম্মাণির নানা স্থানে এইরূপ উদ্দীপনাময় গান শুনিয়া পর্য্যটক বিস্মিত হইতেছিলেন। তিনি বলেন—"Let me hear a people's songs, and I will tell you their minds." সামরিক গীত গাহিতে গাহিতে জার্ম্মাণেরা রক্তের দৃশ্য কল্পনা করিতেছিল। পর্য্যটক একটি হোটেলে রাত্রি কাটাইতেছিলেন। তাঁহার নিকট একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল। তাঁহাকে পাঠ করিতে দেখিয়া হোটেলের ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মহাশয়, আয়র্লাণ্ডের স্বরাজ আন্দোলনের খবর কিছু আছে কি? দেখা যাইতেছে ইংরাজেরা আয়র্ল্যাণ্ডের গোলমালে বড়ই বিব্রত। ইউরোপের বিরাট ব্যাপারে ইঁহারা এক্ষণে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন কি? এখন যে ইংল্যাণ্ডে Civil War চলিতেছে!"

এক ব্যক্তি অষ্ট্রিয়ার সমুদ্র উপকূল হইতে ইতালীতে যাইতেছিলেন। ইনি বলেন যে সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে ট্রিয়েষ্ট নগরের স্লাভদিগকে অষ্ট্রিয়ার কর্ম্মচারীরা বড়ই নির্য্যাতিত করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়ার সর্ব্বদাই সন্দেহ আছে যে, সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিজিত স্লাভেরা সার্ভিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে।

ইনি তাড়াতাড়ি ইংল্যাণ্ডে ফিরিতে চেষ্টা করিলেন। কুক্ কোম্পানীর লোকেরা ইঁহাকে বলিল "বোধ হয় সুইজর্ল্যাণ্ডের পথে প্যারি পর্য্যন্ত যাওয়া বেশী কঠিন হইবে না। তবে passport সর্ব্বদা বাহিরে রাখিবেন।" পর্য্যটক মিলান নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিলেন। সেখানে তাঁহাকে বলা হইল যে রেলপথে ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালীর সংযোগ ছিন্ন করা হইয়াছে। নানা ফিকির করিয়া ইনি ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পর ইনি ফরাসী সেনাপতির সঙ্গে দেখা করিয়া কলে বুঝাইয়া দিলেন—আমি ইংরাজ, দেশে ফিরিয়া গেলে ভলাণ্টিয়ার দলে ঢুকিতে পারিব। তাহার পর ত ফরাসীদের সঙ্গেই একত্রযোগে শত্রুর

বিরুদ্ধে লড়াই করিব। এত কথা শুনিয়া ফরাসী কর্ম্মচারীরা ইঁহাকে প্যারিতে আসিবার গাড়ী দেখাইয়া দেন। এখানে পৌছিতে ইঁহার সাধারণ অপেক্ষা ৪ গুণ সময় বেশী লাগিল। ১২।১৪ বার গাড়ী বদলাইয়া অবশেষে প্যারিতে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ৪০০ ইংরাজ সুইজর্ল্যাণ্ডের লস্যান-নগরে আটকাইয়া গিয়াছেন। হাতে টাকা পয়সা নাই—কেবল চেক্ মাত্র সম্বল। কাজেই মহা কষ্ট। সুইজর্ল্যাণ্ডে কোন লড়াই নাই—কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য mobilisation সুরু হইয়াছে।

ফ্রান্সের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই সামরিক আইন জারি করা হইয়াছে! দেশের সকল সৈন্যই জার্ম্মাণ সীমার দিকে পাঠান হইতেছে—এদিকে রেলপথ সুড়ঙ্গ সেতু ইত্যাদি সর্ব্বই সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। পল্লীগ্রামে কেবল মাত্র বৃদ্ধ, বালক ও রমণী জটলা করিতেছে। শক্ত সবল লোক মাত্রই সেনাবিভাগে নিযুক্ত।

ফ্রান্সের প্রত্যেক রাস্তা ও গলি রক্ষা করিবার জন্য সবিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সন্ধ্যার পর কেহ নগরের বাহির হইতে পারেন না। বাহির হইলে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে—এই আদেশ প্রচারিত। ইংল্যাণ্ডের খবর ফরাসী পাইতেছেন না। ফরাসীর খবরও ইংরাজ পাইতেছেন না। এমন কি প্যারি নগরের লোকেরাও যুদ্ধের কোন খবর পান না। ভূমধ্যসাগরের রণতরী সম্বন্ধে এবং বেলজিয়ামের জার্ম্মাণ সেনা সম্বন্ধে অতি সামান্য মাত্র সংবাদ—তাহাও উড়ু উড়ু—ফ্রান্সে প্রচারিত।

ফ্রান্সের নানা স্থানে নাকি অনেকগুলি জর্ম্মাণ গুপ্তচর নানাভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা হইতেছে—তথাপি কোন ফল নাই। ইহারা রেলপথ এবং সেতুগুলি

ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য জার্ম্মাণ সেনানায়ক কর্ত্তৃক আদিষ্ট। কাজেই ফ্রান্সের অলিগলি, হাট বাজার, হোটেল দোকান, রেল, নৌকা সবই কঠোর সামরিক আইনে শাসিত হইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্সের প্রত্যেক আবাল বৃদ্ধ বনিতাই যুদ্ধসংক্রান্ত কোন না কোন কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সমগ্র জাতিই সশস্ত্র বলা যাইতে পারে। মাষ্টার, কেরাণী, উকীল, মন্ত্রী, তাঁতী, কর্ম্মকার, মিস্ত্রী, মজুর, কৃষক, মেষপালক, শাসনকর্ত্তা, মাঝি, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর সবল লোকই অস্ত্রধারণ করিয়াছে। রমণীরা হাঁসপাতালের কাজে লাগিতেছে। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষা করিবার জন্য ইহারা শিক্ষা পাইতেছে। আফিস, কার্য্যালয়, রেলওয়ে ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্র হইতে পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের স্থানে কার্য্য করিবার জন্য সহস্র সহস্র রমণী নিযুক্ত হইয়া গেল। ইহাকেই বলে "A nation in arms."

ইংল্যাণ্ডেও হৈচৈ, হুজুগ, গল্প গুজব কম নয়। রেল, ডাকঘর, তার, টেলিফোন সবই গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছে। বাজার দর হইতে ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সকল দিকেই গবর্মেণ্ট দৃষ্টি দিয়াছেন। ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের সর্ব্বত্রই যথাসাধ্য দেশরক্ষার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। নগরে নগরে লোকেরা যুদ্ধের সংবাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত। সকল স্থান হইতেই দেশসেবার জন্য অসংখ্য প্রকার প্রস্তাব ও আলোচনা প্রত্যেক কাগজে ছাপা হইতেছে। নানা উদ্দেশ্যে মুষ্টিভিক্ষা, জামাভিক্ষা, টাকাভিক্ষা, গৃহভিক্ষা ইত্যাদি আরম্ভ হইয়াছে। দিনে ৮।১০ বার করিয়া কোন কোন সংবাদপত্রের নূতন নূতন সংস্করণ বাহির হইতেছে। যুদ্ধের খাঁটি খবর থাকুক বা না থাকুক গল্প গুজব, লোমহর্ষণ কাণ্ড, অসমসাহসিকতার কাহিনী ইত্যাদিতে কাগজগুলি পরিপূর্ণ থাকে। তাহাই আবার দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অতি সাবধানতার

সহিত পাঠ করে। এদিকে জার্ম্মাণেরা বেলজিয়ামের প্রায় অর্দ্ধেক দখল করিয়া ফেলিল—তথাপি এখানকার কাগজে প্রকাশ যে বেলজিয়ামের সৈন্যেরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতেছে!

সে দিন লণ্ডনের এক রাস্তায় একটা আওয়াজ হইল—অমনি গুজব রটিয়া গেল যে, জার্ম্মাণদিগের একটা আকাশযান হইতে বোমা পড়িয়াছে। ইয়র্কশিয়ারের জেলেরা গল্প প্রচার করিয়াছে যে, তাহারা সমুদ্রে মাছ ধরিবার সময়ে ইংরাজ ও জার্ম্মাণ রণতরীর ভীষণ যুদ্ধের শব্দ শুনিয়াছে। তাহা ছাড়া ডোভারের অনতিদূরে টেম্‌স্‌নদীর মোহনার নিকটেই নাকি কামান দাগা সুরু হইয়াছে। ইত্যাদি নানা প্রকার কাহিনী প্রচার করিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা টাকা রোজগার করিতেছেন।

একটা অদ্ভুত কথাও শুনা যাইতেছে। কয়েকটা কাগজে প্রকাশ যে বেলজিয়ামের লীজ নগরে যে লড়াই হইতেছে তাহার শব্দ হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া ইংলাণ্ডের পূর্ব্ব কূল পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে। এই সংবাদে অন্য একটি সংবাদপত্র বলিতেছেন—"অসম্ভব নয়। কারণ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ঐ স্থানেই ওয়াটালুর যুদ্ধ হয়। সেই সময়েও ইংল্যাণ্ডের পূর্ব্বকূলবাসী লোকেরা যুদ্ধের আওয়াজ শুনিতে পাইত। আজকালকার কামানের শব্দ অবশ্য তখনকার অপেক্ষা বেশী।"

ইতিমধ্যে সরকারী সংবাদবিভাগ স্থাপিত হইয়া গেল। কর্ম্মচারীরা বলিতেছেন—"আমরা যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনাগুলি জনসাধারণকে জানাইয়া দিব। সাধারণ কাগজে যে সমুদয় অলীক গল্প বাহির হয় তাহা বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রতিদিন সংবাদ দিতে পারিব কি না সন্দেহ। কারণ ঘটনা জানিবার উপায় বড়ই অল্প।"

এই সরকারী বিজ্ঞাপনের ভাষ্য স্বরূপ "Times" বলিতেছেন,—"অবশ্য এমন অনেক যুদ্ধ ঘটিবে যে তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ

প্রকাশিত করা চলিবে না। বন্ধুবান্ধবেরা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও মৃত লোকের নাম জানিতে বড়ই উৎসুক। তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু যে সকল বিভাগে বা জাহাজে বড় বড় সেনানায়ক বা কাপ্তেনেরা রহিয়াছে তাহারা কখন কোথায় কি ভাবে রহিয়াছে এ সংবাদ প্রচার করা কখনই উচিত নয়। অধিকন্তু ইহাদের ভিতরকার কোন্ ব্যক্তি কখন আহত বা মৃত হইল তাহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা জানাইলে প্রধান প্রধান সেনাপতি ও পোতাধ্যক্ষগণের গতিবিধি এবং প্রকৃত অবস্থা প্রচারিত হইয়া পড়িবে। যুদ্ধক্ষেত্রের সকল অবস্থা বিবেচনা না করিয়া জয় পরাজয়ের ঘটনা প্রচার করা অসম্ভব। কাজেই দেশবাসীরা ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। যাঁহাদের হস্তে দেশ রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে তাঁহাদের অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইবেন না। যথা সময়ে সকল কথাই প্রচার করা হইবে।"

লণ্ডনের রাস্তায় ও মাঠে আজকাল নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। কয়েক দিন পূর্ব্বে লোকেরা যখন চলাফেরা করিত তখন তাহাদের মুখে চোখে যে ভাব লক্ষ্য করিতাম এখন তাহা করিতেছি না। সকলের ভিতরেই একটা উদ্বেগ, চিন্তা ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। একটা প্রকাণ্ড সমস্যা ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বেকার চিন্তাহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কোথায় চলিয়া গিয়াছে বলা যায় না। কাগজে বক্তৃতায় সকলেই প্রচার করিতেছেন—"Tremendous struggle" "problem of life and death" "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" "নেপোলিয়ানী যুগের বিভীষিকা অপেক্ষা এ যাত্রায় কঠোরতর বিপদ উপস্থিত।" ইত্যাদি। এই সকল শুনিয়া ও আলোচনা করিয়া লোকেরা হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। এক ব্যক্তি Daily News পত্রে এই অবস্থা আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—

"They are like children to whom every inch of the world is startlingly real. * * * It is simply that people having been brought face to face with the fact of life and death, have been reborn into simplicity and seriousness."

লণ্ডনের রাস্তায় বাহির হইলেই দুই প্রকার লোক দেখিতে পাই। এক প্রকার লোক যুদ্ধ-জীবনের কোন না কোন কাজ করিতেছে—অপর প্রকার তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। আজকাল সৈন্যদিগের চেহারার মধ্যেই দর্শকেরা যেন কি অপূর্ব্ব ভাব বুঝিতে পারিতেছে। বাড়ীঘর স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিবার জন্য আজ ইহারা ব্রতী। সুতরাং ইহারা ত আজ বীর—যথার্থ Martyr. এত দিন রাস্তার লোকে কত সৈন্য দেখিয়াছে। কিন্তু তখন মনে হইত সৈন্যগুলি রাষ্ট্রের পোষাকী আসবাব মাত্র। গবর্মেণ্ট নানারঙ্গের কাপড়চোপড় পরাইয়া এক দল বরকন্দাজ পুষিতেছেন—আর অজস্র অপব্যয় হইতেছে। আজ কিন্তু সামান্য খাকী-পরা যুবক মাত্রকে দেখিয়া ইংরাজ নরনারী বিচিত্র আবেগে পূর্ণ হইতেছে। ইহারাই যে যথার্থ স্বদেশ-সেবক—ইহারাই যে রক্ত দিয়া দেশ রক্ষা করিবে!

লণ্ডনের বাগানে বাগানে আজকাল সৈন্য তৈয়ারী করা হইতেছে। ইংল্যাণ্ডের নিয়মে সকল লোককে যৌবনকালে সামরিক জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয় না। Conscription প্রথা এদেশে প্রচলিত নাই। কাজেই লড়াই করা কাহাকে বলে কোন ইংরাজ তাহা জানেনা বলিলে চলে। সুতরাং এই কুরুক্ষেত্রসমরের জন্য সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোককে যুদ্ধবিদ্যায় প্রস্তুত করিতে হইতেছে। ইহারা পূর্ব্বে কখনও এ বিষয়ের ক, খ পর্য্যন্ত জানিত না। যাহাহউক, দরকার পড়িলে অনেক জিনিষই সহজ হইয়া পড়ে।

এক ব্যক্তি লণ্ডনের বর্ত্তমান অবস্থা অতি সুন্দর ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"London has become a city of Drill, a camp, barrack yard. Everything else rather seems irrelevant. It is a world in which the civilian has an uneasy feeling that he has lost his bearings. He is a little bewildered like a sheep in the traffic. He buys innumerable papers in the hope that they will enable him to understand it all. He has simply lost his way. He is merely filled with wonder. As yet he feels neither depressed nor boastful. Perhaps he buys a union Jack from a hawker and sticks it in his buttonhole, but that is only because he is afraid of looking unpatriotic if he resists the hawkers' appeal: "A penny wear your English flag, a penny, all made of Silk." He smiles refusal as another hawker offers him what he describes as "the Kaiser's memorial card"—a humorous "in memoriam" insult to the Kaiser, relating how he became so inflated with conceit that he bursts."

লণ্ডনের সরকারী ভবনগুলির সম্মুখে সন্ধ্যাকালে হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছে। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের সম্মুখে, পার্লামেণ্ট গৃহের সম্মুখে, হোয়াইটহল গৃহগুলির সম্মুখে, ট্রাফালগার স্কোয়ারের বীরমূর্ত্তি-গুলির সম্মুখে অগণিত লোকসমাগম হইয়া থাকে। সকলেই নিষ্কর্ম্মা—প্রত্যেকের হাতেই ৪।৫ খানা করিয়া কাগজ। কোন হৈ চৈ নাই—

কিন্তু এই সকল স্থানে লোকেরা দাঁড়াইয়া সুখ পায় কেন বুঝা কঠিন নয়। গবর্মেণ্ট বল, স্বরাজ বল, কনষ্টিটিউশন বল, ডিমক্রেসী বল—এই সকল শব্দে সাধারণ নরনারীর পেট ভরে না। তাহারা সরস সজীব বস্তু চাহে। এই জন্যই রাজার বাড়ীর নিকট দাঁড়াইলে তাহাদের চিত্ত আবেগে ভরিয়া আসে। সমর-ভবনের সম্মুখে দাঁড়াইলে স্বদেশ রক্ষার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পায়। পার্লামেণ্টের নিকট দাঁড়াইলে স্বদেশভক্ত ব্যবস্থাপকগণের নিকটবর্ত্তী বোধ করে। আবার ট্রাফালগার স্কোয়ারে আসিলে প্রাচীনকালের দেশরক্ষাকারীদিগের আবেষ্ঠনে থাকিতে পায়। এই জন্যই সহস্র সহস্র লোক অজ্ঞাতসারে এই সকল স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হয়। জনসাধারণ দার্শনিক তত্ত্ব চাহে না, কট মট রাষ্ট্রবিজ্ঞানের থিয়রি বুঝে না—তাহারা রক্ত মাংসের মানুষ চায়—ধরা ছোঁয়া যায় এরূপ বস্তুর সংসর্গে থাকিতে চায়। মানুষ মাত্রেরই ইহা স্বভাব।



আমাদের সমর-সচিব লর্ড কিচেনার

India Press, Calcutta.

শত্রুপক্ষীয়গণের সামরিক ও সাধারণ

এখন পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে সার্ভিয়া, মণ্টেনেগেরো, রুশিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড সমবেতভাবে লড়িতেছেন। এক পক্ষে দুই জন অপর পক্ষে ছয় জন। দুই শত্রু পক্ষকে আন্তর্জ্জাতিক আইনের পরিভাষায় Belligerents বলে। এই লড়াই মণ্ডলের বহির্ভূত সকল রাষ্ট্রই neutral অর্থাৎ উদাসীন। ইতালী, হল্যাণ্ড, আমেরিকা, তুরস্ক, জাপান ও চীন ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলি উদাসীন পদবাচ্য।

বলা বাহুল্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেই জগতের অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকজন বেড়াইতে আসে অথবা কার্য্যোপলক্ষে বাস করে। জার্ম্মাণিতে এবং অষ্ট্রিয়াতে ইংরাজ, ফরাসী, রুশ, সার্ভ ইত্যাদি সকল জাতীয় নরনারীই রহিয়াছে। আবার রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রেও জার্ম্মাণ এবং অষ্ট্রিয়ান জাতীয় নরনারী বাস করিতেছে। লড়াই বাধিবামাত্র যে যে লোক সেনাবিভাগের কর্ম্ম করিতে বাধ্য তাহারা নিজ নিজ রাষ্ট্রে চলিয়া গেল। লণ্ডন হইতে ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, অষ্ট্রিয়ান ইত্যাদি কত লোক যে চলিয়া গেল তাহার সংখ্যা নাই। সেইরূপ প্যারিস, বার্লিন, সেণ্টপিটার্সবার্গ ইত্যাদি নগর হইতেও অন্যান্য রাষ্ট্রের সেনাবিভাগের লোক স্বদেশে ফিরিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু বিলাত হইতে সকল জার্ম্মাণ এবং অষ্ট্রীয়ান চলিয়া গেল না। বার্লিন হইতেও সকল ফরাসী, ইংরাজ, রুশ, এবং অন্যান্য

শত্রুপক্ষীয় নরনারীগণ চলিয়া গেল না। কেহ হয়ত সপরিবারে দশ বৎসর বার বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। বিদেশেই হয় ত তাহাদের অন্নসংস্থান হয়। একদিনের কথায় কি তাহারা চলিয়া যাইতে পারে? অবশ্য যাহাদের উপর রাষ্ট্রের ডাক পড়িবে তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য। তথাপি যুদ্ধ বাধিবার পরও ১০। ১২ হাজার শত্রুপক্ষীয় নরনারী প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বাস করিতে লাগিল। জার্ম্মাণিতে বহু ইংরাজ ফরাসী ও রুশ প্রজা থাকিয়া গিয়াছে। সেইরূপ ইংলণ্ডেও বহু জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান প্রজা রহিয়া গেল। রুশিয়া ফ্রান্স ইত্যাদি দেশেও এই অবস্থা। অনেকে নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহেন—কিন্তু যাইবার গাড়ী জাহাজ বা মোটরকার পাইবেন কোথায়?

ইংল্যাণ্ডে এবং জার্ম্মাণিতে ত লড়াই বাধিয়াছে। তাহা বলিয়া কি ইংল্যাণ্ডের যে কোন লোক জার্ম্মাণির যে কোন লোককে শত্রুজ্ঞানে নির্য্যাতিত বা হত্যা করিতে পারে? জার্ম্মাণির যে কোন লোকই কি ইংল্যণ্ডের যে কোন লোকের উপর অত্যাচার ও জুলুম কিম্বা দাঙ্গা করিতে পারে? দুই belligerent বা শত্রুরাষ্ট্রের মধ্যে লড়াই বাধিলে কোন্ কোন্ পদার্থ বা কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে শত্রুজ্ঞান করা উচিত? এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের রণ-নীতি কতকগুলি সহজ নিয়ম মানিয়া লইয়াছে। অবশ্য প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে তদনুসারে কার্য্য হয় কি না সন্দেহ।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের লোক যুদ্ধকালে দুইভাগে বিভক্ত। যাহারা যুদ্ধবিগ্রহ দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র আক্রমণের জন্য নিযুক্ত তাহাদিগকে Combatant বা সামরিক লোক বলা হয়। এতদ্ব্যতীত সকল লোককে Non-combatant Civilian বা জনসাধারণ বিবেচনা করা হয়। নব্য রণ-নীতি অনুসারে লড়াইয়ের সময়ে "সামরিকে" "সামরিকে" শক্তি পরীক্ষা হওয়া উচিত। একপক্ষের "সামরিক" অপর পক্ষের "সাধারণের

সঙ্গে কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিলে নিন্দিত হয়। আবার এক পক্ষের "সাধারণ" লুকাইয়া অপর পক্ষের "সামরিক"কে বিব্রত করিলে তাহাদিগকেও ভর্ৎসনা করা হয়। বলা বাহুল্য অপর পক্ষ ইহা জানিতে পারিলে তাহাদিগকে "সামরিকে"র অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু মোটের উপর দুই পক্ষের এই non-combatant বা সাধারণ জনগণ যুদ্ধের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পায়।

এই জন্যই আজ লণ্ডনে প্রায় ৩০,০০০ জার্ম্মাণ বাস করিয়াও ইংরাজদিগের কোন অত্যাচার সহ্য করিতেছে না। আবার বার্লিনেও বহুসংখ্যক ইংরাজ নরনারী স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে জীবন যাপন করিতেছে। ইহারা শত্রুরাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে বাস করিতেছে সত্য—কিন্তু শত্রুপক্ষের একটি অস্ত্রও ইহাদের বিরুদ্ধে তোলা হইতেছে না।

শত্রুপক্ষীয়দিগের "সামরিক" ও "সাধারণ" বিভাগ সম্বন্ধে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। International Law বিষয়ক যে কোন গ্রন্থে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং বর্ত্তমান অবস্থা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কি নিয়ম ছিল তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের নানাস্থানে বিবৃত আছে। সে গুলি সঙ্কলন করিলে হিন্দু রাষ্ট্র-নীতির আন্তর্জাতিক বিভাগের বিশদ চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে।

সপ্ত-দশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলে সামরিকেরা যুদ্ধকালে "সাধারণে"র উপর জুলুম করিত। বিগত ১০০ বৎসরের ভিতর নূতন নীতি প্রচারিত হইয়াছে। অবশ্য কার্য্যে পরিণত না করিলে কাহাকেও বাধ্য করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই।

Lawrence তাঁহার গ্রন্থে "সাধারণের বিষয়ে আধুনিক রীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

1. Non-combatants are exempt from personal injury, except in so far as it may occur incidentally in the course of the lawful operations of warfare, or be inflicted as a punishment for offences committed against the invaders.

2. The inhabitants of captured towns are not to be abandoned to the violence of the victorious soldiery.

3. Special protection is granted to those who tend the sick and wounded.

যতদূর দেখা যাইতেছে এখন পর্য্যন্ত শত্রু পক্ষেরা "সাধারণ" সম্বন্ধীয় নীতিগুলি সম্মান করিয়াই চলিতেছেন। অবশ্য ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণ-দিগকে অসভ্য নির্দ্দয় বর্ব্বররূপে বর্ণনা করা হইতেছে। ফ্রান্স, রুশিয়া এবং ইংলাণ্ডের কাগজে কাগজে প্রকাশ যে জার্ম্মাণেরা তাহাদের শত্রু-পক্ষীয় রাষ্ট্রদূতকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই। বেলজিয়ামের শান্ত শিষ্ট civilian গৃহস্থ ও কৃষকদিগকে জার্ম্মাণেরা নাকি হত্যা করিয়াছে। অথচ জার্ম্মাণ কাগজে ঠিক উল্টা খবর প্রচারিত। তাঁহারা বলেন—বেলজিয়ামের সাধারণ লোকজন জার্ম্মাণ সামরিকগণকে নানা উপায়ে বিব্রত করিতেছিল। কাজেই তাহাদিগকে Non-combatant বিবেচনা করা অসম্ভব।

কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে শত্রু বা combatant বিবেচনা করা যাইবে তাহার আলোচনা The Law of War with regard to Enemy persons নামক অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। Hall, Lawrence, Oppenheim ইত্যাদি প্রণীত গ্রন্থসমূহে বিশদ বিবরণ আছে। সেইরূপ কোন্ কোন্ বস্তু বা সামগ্রীকে শত্রুর দখল যোগ্য বিবেচনা করা

উচিত তাহার আলোচনা The Law of war with regard to Enemy property নামক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

"সাধারণ" সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে অনেকটা নরম ও শান্তিময় আচরণই হইয়া থাকে। কিন্তু "সাধারণ" সাজিয়া কতলোক spy বা গুপ্ত চরের কার্য্য করিতেছে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। লণ্ডনে, প্যারিতে, বার্লিনে সর্ব্বত্রই গুপ্তচর পাকড়াইবার হুজুগ দেখিতে পাইতেছি। যখন তখন যাহাকে তাহাকে গুপ্তচর জ্ঞানে নির্য্যাতিত করা হইতেছে। এইরূপে বহু ইংরাজ, ফরাসী ও রুশ "সাধারণকে" গুপ্তচর বলিয়া জার্ম্মাণ রাষ্ট্র গ্রেপ্তার করাইতেছেন। ইংল্যাণ্ডেও প্রায় প্রতিদিনই ১০।১২ জন করিয়া জার্ম্মাণকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। কাহাকে কোন দুর্গ বা বন্দরের নিকট পাকড়ান হইয়াছে। কাহাকেও রেলপথ সেতু তারঘর জলাশয় ইত্যাদির নিকট পাওয়া গিয়াছে। কাহারও গৃহে বোমা বন্দুক, ইংল্যাণ্ডের মানচিত্র ইত্যাদি বাহির হইয়াছে। এইরূপ ২।৪ স্থলে সন্দেহজনক মাল পাওয়া যাইবার ফলে জার্ম্মাণ মাত্রকেই ইংরাজেরা সন্দেহ করিতে বাধ্য হইতেছেন। বলা বাহুল্য, সাধারণ সম্বন্ধীয় নীতি জানিয়া কার্য্য করা হয়ত আর সম্ভবপর হইবে না। দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠিলে শত্রুপক্ষীয় সাধারনকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে।

এই সকল কারণে পার্ল্যামেণ্ট একটা নূতন আইন প্রচার করিলেন। আইনের নাম Aliens Restriction Bill বা বিদেশীপ্রতিবন্ধক আইন। বিদেশী মাত্রকেই বিব্রত করা ইহার উদ্দেশ্য নয়। শত্রুপক্ষীয় সকল সাধারণকেও এই আইনের দ্বারা বিরক্ত করা হইবে না। কেবলমাত্র দেশের অনিষ্টকারী বিদেশীয় সাধারণগণকে ইহার দ্বারা জব্দ করা যাইতে পারিবে। এইরূপ লোককে undesirable aliens বলে। অবশ্য এইরূপ আইন একণে লড়াই মণ্ডলের অন্তর্গত সকল রাষ্ট্রেই জারি করা হইয়াছে।

এদিকে সকল রাষ্ট্রই তাহার বিদেশস্থিত প্রজাবৃন্দের খবরাখবর লইতে চেষ্টা করিতেছেন। সকল রাষ্ট্রেই প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি থাকেন। তাঁহাদের সাহায্যে সেই রাষ্ট্রে নিজ নিজ প্রজাগণের অবস্থা জানিতে পারা যায়। কিন্তু যখন লড়াই বাধে তখন শত্রুপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশে চলিয়া যান। এক্ষণে অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মাণির রাষ্ট্রদূতগণ লণ্ডন হইতে চলিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মাণি এবং অষ্ট্রিয়া হইতেও ইংরাজ, রুশ, ফরাসী ইত্যাদি মিত্ররাষ্ট্রসমূহের দূতগণ চলিয়া আসিয়াছেন। কোন রাষ্ট্রের দূতগণকে বিদায় দেওয়াই আজকাল যুদ্ধ ঘোষণার সর্ব্ব প্রথম লক্ষণ। অমুক রাষ্ট্রের সঙ্গে অমুক রাষ্ট্রের পত্র ব্যবহার এবং দৌত্য ব্যবহার বন্ধ হইলেই লড়াই পাকাপাকি আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণি এবং অষ্ট্রিয়া ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের পত্র ব্যবহার চলিতেছে এবং দৌত্য ব্যবহারও চলিতেছে। অবশ্য আজ কাল লড়াইয়ের জন্য সাধারণ খবরাখবর বেশী যাওয়া আসা করিতেছে না। তথাপি ইংল্যাণ্ড তাঁহার প্রজাবৃন্দ সম্বন্ধে স্বকীয় দূতগণের নিকট সংবাদ লইতেছেন। এ সম্বন্ধে Foreign office নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন :—

Every effort is being made to assist financially and otherwise British subjects on the continent. Arrangements are also being made for financial, railway and steamship facilities to be afforded as soon as conditions render such a step possible.

It is quite impossible to make special inquiries either by post or telegraph, as to the safety or whereabouts of any particular private individuals.

This applies even to cases where expenses are guaranteed. The Foreign Office is also unable to undertake the transmission of money to private individuals.

It must be remembered that all postal and telegraphic communication with the continent is either fatally interrupted or greatly delayed. All direct communication with British subjects in Germany is, of course quite out of the question."

এই ত গেল শত্রুপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের সামরিক ও সাধারণ জনগণের সম্বন্ধ। লড়াইমণ্ডলের বহির্ভূত উদাসীন রাষ্ট্র এবং তাহাদের প্রজাবৃন্দের কথা স্বতন্ত্র। শত্রুপক্ষীয়গণের "সাধারণ" হইতেও "উদাসীন"গণের অবস্থা বিভিন্ন। প্রধানতঃ দুই অধ্যায়ে উদাসীন রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ও অধিকার আলোচিত হইয়া থাকে—(১) Duties of Belligerents towards Neutrals (২) Duties of Neutrals towards Belligerents. বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নানা কারণে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহাঁদের দুই একটা কার্য্য আলোচনা করিলেই উদাসীন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী বুঝা যাইবে।

লড়াই-মণ্ডল ও আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র

গ্রীষ্মকালে আমেরিকার অসংখ্য লোক দেশ বিদেশে বেড়াইতে বাহির হন। এই বৎসর একলক্ষ লোক ইউরোপে আসিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ২০,০০০ লোক স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। এখনও ৮০,০০০ পর্য্যটক ইউরোপের নানা স্থানে পড়িয়া রহিয়াছেন। শীঘ্র বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম।

ইংল্যাণ্ডেই প্রায় ২০,০০০ আমেরিকান আটকা পড়িয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মাণির যুদ্ধ বাধিবার দুএকদিন আগে ইহাঁদের মধ্যে ৫।৬ হাজার লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁদের সঙ্গে কাপড় চোপড় বাক্স বিছানা কিছুই নাই—সবই বিদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। গাড়ীতে এবং জাহাজে এত ভিড় ছিল যে কর্ত্তৃপক্ষেরা ২০ জনের জায়গায় ২৫ জনকে বসাইতে বাধ্য হইয়াছেন। মালপত্র বহিয়া আনিবার তিলমাত্র স্থানাভাব। নগদ টাকা কাহারই নাই—অনেকের পকেটে চেক্ মাত্র সম্বল। বহু নরনারীর নিকট চেক্ও নাই। সুতরাং দুর্দ্দশার সীমা নাই।

পর্য্যটকগণের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, ব্যাঙ্কার, শিল্পী ও মহাজন আছেন। ইহাঁরা সকলে মিলিয়া একটি "আমেরিকান সমিতি" গঠন করিয়া লইলেন। এই সমিতি আমেরিকাবাসীদিগের চেক্ ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন—বিদেশ হইতে মাল ও লাগেজ আনাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব লোকজনকে স্বদেশে

পাঠাইবার আয়োজন করিতেছেন। এই সমিতির কার্য্য উপলক্ষ্যে একটা ছোট খাট রাষ্ট্র গঠিত হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। দলবদ্ধভাবে কাজ করিবার স্বভাব আমেরিকাবাসীদিগের পক্ষে নূতন নয়। কাজেই অতি কম সময়ে সুশৃঙ্খলার সহিত এই বিপদগ্রস্ত নরনারীর সাহায্যের জন্য সকল প্রকার কার্য্য সাধিত হইয়া যাইতেছে। অবশ্য এই সমিতি যুক্ত-রাষ্ট্রের লণ্ডনস্থিত Embassy বা দৌত্য-বিভাগের সহযোগী-ভাবে কর্ম্ম করিতেছেন। অধিকন্তু প্রত্যেক যুক্ত-রাষ্ট্রবাসীর সকল প্রকার অবস্থা জানিবার জন্য ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের বড় বড় হোটেলে একজন করিয়া লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি কংগ্রেসের নিকট জানাইয়া সরকারী জাহাজ ও নগদ টাকা লণ্ডনস্থিত স্বকীয় দৌত্য-বিভাগে পাঠাইয়া দিলেন। ১২ জন ধনী পর্য্যটক মিলিত হইয়া একখানা নূতন জাহাজ ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। মূল্য দেড়লক্ষ টাকা। ইহার ভিতর ৪০০ আরোহী একবারে যাইতে পারিবেন। তাহা ছাড়া আরও অনেক জাহাজ আমেরিকার দিকে চলিল। সাধারণতঃ নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যত ভাড়া লাগে এক্ষণে তাহার ৩০ গুণ বেশী দিতে হইতেছে। তথাপি জাহাজ বোঝাই লোক ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। কিন্তু যাঁহারা ফ্রান্স, জার্ম্মাণি সুইজর্ল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। তাঁহাদের জন্য সুব্যবস্থা করিতে এখনও বহু সময় লাগিবে।

যুক্তরাষ্ট্র যতদিন বর্ত্তমান যুদ্ধে 'উদাসীন' থাকিবেন ততদিন ইংরাজ পক্ষ এবং জার্ম্মাণ পক্ষকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে:—

(১) যুক্তরাষ্ট্রের সীমার ভিতর কেহই যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না।

(২) সমুদ্রের ভিতর যুক্তরাষ্ট্রের যতগুলি তড়িৎ বার্ত্তাবহ আছে সে গুলিকে কেহই কাটিতে ছিঁড়িতে পারিবেন না। কিন্তু এই নিয়ম রক্ষা করা বড়ই কঠিন। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ইংরাজের স্বপক্ষে কিম্বা জার্ম্মাণি স্বপক্ষে তাঁহার তার ব্যবহার করিতেছেন—এই সন্দেহ শত্রুপক্ষীয়গণের সর্ব্বদাই থাকিবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যে কোন পক্ষ যুদ্ধের আয়োজন ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের ভূমির উপর দিয়া কোন পক্ষ তাহার সৈন্য চালাইতে পারিবেন না। তাহার বন্দরের ভিতরেও শত্রুপক্ষীয় জাহাজ ২৪ ঘণ্টার বেশী থাকিতে পাইবে না। মৃত ও আহত ব্যক্তিগণকে লইয়া যাইবার জন্য শুশ্রূষাকারী চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবকগণ উদাসীন রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ প্রবেশ করিলেই উদাসীনরাষ্ট্র তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে অধিকারী। শত্রুসৈন্যগণের এই অবস্থাকে internment বলে। সেইরূপ ২৪ ঘণ্টার বেশী কোন উদাসীন বন্দরে কাটাইলে শত্রুপক্ষীয় জাহাজকে নিরস্ত্র করা হইবে। শুনা যাইতেছে বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণির প্রসিদ্ধ রণতরী গয়বেন কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপলে ২৪ ঘণ্টার বেশী কাটাইয়া ছিল। তুরস্ক এই স্থলে উদাসীন রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, তুরস্ক ইত্যাদি উদাসীন রাষ্ট্র সমূহের কতকগুলি কর্ত্তব্যও আছে:—

(১) ইঁহারা জার্ম্মাণ পক্ষ অথবা ইংরাজপক্ষকে কোনরূপ সামরিক সহায়তা দিতে পারিবেন না। সৈন্য সাহায্য, অর্থ সাহায্য, জাহাজ সাহায্য, অস্ত্র সাহায্য ইত্যাদি সকল প্রকার সাহায্যই নিষিদ্ধ। কিন্তু উদাসীন রাষ্ট্রসমূহের জনসাধারণ যদি কোনরূপ সাহায্য কোন পক্ষকে

করেন তাহার জন্য রাষ্ট্রগুলি দায়ী হইবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা যদি জার্ম্মাণরাষ্ট্রকে সাহায্য করেন তাহা বাধা দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং বাধ্য হইবেন না। যদি ইংরাজরাষ্ট্র এই সাহায্যের সংবাদ পাইয়া অর্দ্ধ-পথে টাকা, লোকজন অথবা অস্ত্রশস্ত্র গ্রেপ্তার করিতে পারেন, ভালই। না পারিলে ইঁহারা যুক্তরাষ্ট্রকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না।

(২) যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, তুরস্ক এবং অন্যান্য উদাসীন রাষ্ট্র বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে কোন পক্ষকে তাঁহাদের চতুঃসীমার ভিতর যুদ্ধ করিতে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য রসদ অস্ত্র শস্ত্র পাঠাইতে এবং বেশীক্ষণ রণতরীসমূহ রাখিতে অনুমতি দিতে পারিবেন না। এই সমুদয় কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কোন পক্ষ যদি এই সকল দেশে তাঁহাদের সংবাদ বিভাগ রাখেন তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(৩) যদি ইংরাজ কিম্বা জার্ম্মাণেরা যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইতালী কিম্বা অন্য কোন উদাসীন রাষ্ট্রের জাহাজ খানাতাল্লাসি করিতে চাহেন তাহা ইঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। হয় ত কোন কোন জাহাজের মাল ও আরোহীদিগকে এজন্য অশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে। শত্রুপক্ষীয়েরা এই সকল জাহাজকে দূষণীয় বিবেচনা করিলে নিজের বন্দরে গ্রেপ্তার করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে নির্দ্দোষ ব্যবসায়ী এবং আরোহীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। তখন উদাসীন রাষ্ট্র উচিত বিবেচনা করিলে শত্রুপক্ষীয়দিগকে আন্তর্জ্জাতিক আইনের ব্যভিচারদোষে অপরাধী জ্ঞান করিতে পারেন। যদি ইংরাজরাষ্ট্র আমেরিকার জাহাজ বিনা দোষে গ্রেপ্তার করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। যদি ক্ষতিপূরণ করা না হয় তাহা হইলে আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধ বাধা অসম্ভব নয়।

লড়াইমণ্ডলের সঙ্গে উদাসীন রাষ্ট্রসমূহের সম্বন্ধ খানিকটা বুঝা গেল। কিন্তু উদাসীন রাষ্ট্রের জনসাধারণের সঙ্গে লড়াই-মণ্ডলের সম্বন্ধ কিরূপ? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যুক্ত-রাষ্ট্র বা ইতালীর জনগণ যদি ইংরাজ পক্ষ অথবা জার্ম্মাণ পক্ষ অবলম্বন করে, তাহার জন্য ইহাঁদের রাষ্ট্র দায়ী নন। এই জন্য দেখিতেছি যে ইতালীর সংবাদপত্রে কেহ ইংরাজদিগকে গালি দিতেছেন কেহ বা জার্ম্মাণদিগকে গালি দিতেছেন। আবার আমেরিকার সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও নিজ নিজ মতলব অনুসারে এক এক পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। আবার ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রের কর্ত্তারা জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে ইতালী এবং আমেরিকাকে উত্তেজিত করিতেছেন। জার্ম্মাণির সম্পাদকেরাও ইংরাজের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রবাসিগণের লোকমত তৈয়ারী করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইতালী ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশেই জার্ম্মাণ মতাবলম্বী এবং ইংরাজ-মতাবলম্বী সম্পাদক, লেখক ও প্রচারক নিজ নিজ পক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করিতেছেন। এই সকল লোকমত বন্ধ করিবার জন্য ইতালী বা আমেরিকা বাধ্য নন—ইংরাজ বা জার্ম্মাণ প্রতিদ্বন্দ্বিরাও এই সকল উদাসীন রাষ্ট্রকে তাঁহাদের প্রজাগণের মুখ বন্ধ করাইতে বাধ্য করিতে পারেন না।

উদাসীন রাষ্ট্রীয়জনগণের আরও অনেক সুবিধা আছে। ইহাঁরা দুইপক্ষের সঙ্গেই সাধারণ ব্যবসায় চালাইতে পারেন। অবশ্য মাঝে মাঝে খানাতাল্লাসির বিড়ম্বনা এবং অনর্থক নির্য্যাতন সহ্য করিতেও হইতে পারে। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান রণ-নীতি অনুসারে লড়াই-মণ্ডলের কোন অসুবিধাই উদাসীন জনগণের ব্যবসায় নষ্ট করিতে পারে না। প্রধানতঃ দুইটি নিয়ম ১৯০৭ সালের আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে সাব্যস্ত হইয়াছে :—

(১) Free ships, Free goods. The Neutral flag covers

the enemy's goods (with the exception of contraband of war). জাহাজ যদি উদাসীন রাষ্ট্রীয় হয় তাহা হইলে ইহার ভিতরকার সমস্ত মালই উদাসীন পদবাচ্য জ্ঞান করিতে হইবে। যদি শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যবসায়ীর মালও এই জাহাজে থাকে তাহা অপরপক্ষ গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই জাহাজের ভিতর যদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম থাকে তবে সেগুলি গ্রেপ্তার হইতে পারে।

(২) Neutral goods (with the exception of Contraband of war) are not liable to capture under the enemy's flag. যদি শত্রুপক্ষীয় কোন জাহাজের ভিতর উদাসীন রাষ্ট্রীয় মাল থাকে তবে খানাতাল্লাসকারী রাষ্ট্র জাহাজ গ্রেপ্তার করিবেন কিন্তু মাল গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন না। কিন্তু উদাসীন রাষ্ট্রীয় মালের ভিতর যদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম থাকে তবে সেগুলি গ্রেপ্তার হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িগণের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। খানাতাল্লাসি এবং অনর্থক গ্রেপ্তারের জন্য কিছু সময় নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু মোটের উপর বেশী লোকসান হইবে না। কিন্তু ইঁহারা যদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম লইয়া ইংরাজের সঙ্গে ব্যবসায় করেন তাহা জার্ম্মাণি জানিতে পারিলে লোকসান হইবে। অথবা জার্ম্মাণ পক্ষকে যদি যুক্ত-রাষ্ট্রীয়েরা লড়াইয়ের সরঞ্জাম জোগাইতে থাকেন তাহা ইংরাজ খানাতাল্লাসকারীদিগের গোচর হইলে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা থাকিবে।

জার্ম্মাণির রণতরী এবং ইংরাজের রণতরী সর্ব্বদা সকল সমুদ্রে পাহারা দিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র বা ইতালীর জাহাজ চোখে পড়িলে ইহাদিগকে থামান হইবে। কাপ্তেনেরা বলিতে পারেন "আমরা উদাসীন রাষ্ট্রীয়—আমাদের নিশানেই তাহা বুঝা যাইতেছে।" কিন্তু ইংরাজ কিম্বা জার্ম্মাণ

এইটুকু মাত্র শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহারা সমস্ত জাহাজ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবেন। যদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম থাকে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হইবে—না থাকিলে জাহাজকে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে যাইতে দেওয়া হইবে। কিন্তু লড়াইয়ের সরঞ্জামগুলি লুকাইয়া পাঠান নিতান্ত অসম্ভব নয়। উদাসীন রাষ্ট্রীয় অনেক জাহাজেই হয়ত এরূপ মাল শত্রুপক্ষীয়গণকে সরবরাহ করা হইতেছে। তাহার সন্ধান কোন পক্ষই হয়ত পাইতেছেন না।

সুতরাং উদাসীন রাষ্ট্রীয় জনসাধারণ স্বাধীনভাবে লড়াইমণ্ডলের যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে। শুনা যাইতেছে ইতালীর অনেক লোক ইংরাজ সেনাবিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছেন। সেইরূপ জার্ম্মাণ সেনা-বিভাগে কোন আমেরিকান বা ইতালীয়ান সাহায্য করিতেছে কি না কে বলিতে পারে? এই সাহায্য প্রকাশ্যভাবে করিলেও কোন আপত্তি নাই। উদাসীন রাষ্ট্র স্বয়ং লিপ্ত না হইলেই হইল। ইহার প্রজারা যাহা ইচ্ছা করুক—বাধা দিবার কেহ নাই।

বিলাতে স্বদেশ-রক্ষার আন্দোলন

লড়াই স্বরু হইবামাত্র ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড ভরিয়া স্বদেশ-সেবার নানা আয়োজন হইতে লাগিল। বিলাতের প্রত্যেক কাগজে প্রতিদিন ৩০।৪০ খানা ক্ষুদ্র বৃহৎ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়গণও নানা প্রবন্ধে সমাজ-সেবার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। নেপোলিয়ান-বিভীষিকা অপেক্ষা জার্ম্মাণ-বিভীষিকা ইংরাজ-সমাজকে প্রবলতররূপে আক্রমণ করিয়াছে। এজন্য প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তার কুলী পর্য্যন্ত সকলেই দেশবাসিগণকে তাহাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বুঝাইতেছেন। ধনীর কর্ত্তব্য, নির্ধনের কর্ত্তব্য, ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য, কৃষকের কর্ত্তব্য, শিক্ষকের কর্ত্তব্য, ছাত্রের কর্ত্তব্য, বালকের কর্ত্তব্য, বৃদ্ধের কর্ত্তব্য, রমণীর কর্ত্তব্য, দর্জীর কর্ত্তব্য, দোকানদারের কর্ত্তব্য, খেলোয়াড়ের কর্ত্তব্য, হোটেলওয়ালার কর্ত্তব্য, থিয়েটার-ওয়ালার কর্ত্তব্য —ইত্যাদি নানাবিধ কর্ত্তব্য সহস্র সহস্র প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে।

আজকালকার সংবাদপত্রে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হয়—(১) যুদ্ধসংবাদ (২) টাকার বাজার (৩) স্বদেশ-সেবার উপায়। স্বদেশ-সেবার উপায় আলোচনা করিয়া এত লোকে এত কথা লিখিয়াছেন যে তাহার পরিমাণ ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। অবশ্য একমাত্র প্রচার ও ব্যাখ্যা এবং আলোচনা কার্য্যেই সকল শ্রম পর্য্যবসিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে সহস্রাধিক সেবার অনুষ্ঠানও আরব্ধ হইয়া গিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে আবালবৃদ্ধবণিতা সাধ্যমত দেশের জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। জলদান, অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধ-

দান, অর্থদান, প্রাণদান—সকলেই এক সঙ্গে সকল প্রকার দান করিবার জন্য প্রস্তুত বোধ হইতেছে। দেশের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোককে বুঝাইবার জন্য এবং সাহস ও আশা দিবার জন্য এক সঙ্গে হাজার হাজার কর্ম্মী ও বক্তা লাগিয়া গিয়াছেন। এই বিপুল সেবার আন্দোলন দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি। দেখিতেছি—সেনাবিভাগে ও রণতরী-বিভাগে কর্ম্ম করাই স্বদেশসেবার একমাত্র উপায় নয়। বরং অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রেই কর্ম্মিসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক। দেশের ভিতরে নানা শ্রেণীর বহুসংখ্যক কর্ম্মতৎপর লোক না থাকিলে কেবল সৈনিক বিভাগের দ্বারা স্বদেশ রক্ষা করা অসম্ভব।

বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদক প্রধানতঃ ১০টি নিয়ম পালন করিবার জন্য সকল ইংরাজকে অনুরোধ করিতেছেন :—

(১) মাথা ঠিক রাখিও। শান্তভাবে সাধারণ কাজ কর্ম্ম করিয়া যাও। নিরর্থক হুজুগ বা আন্দোলন সৃষ্টি করিও না।

(২) পরের কথা আজকাল কিছু বেশী ভাবিও। প্রতিবেশীর খাওয়া পরা চলিতেছে কি না যুদ্ধের সময়ে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিও। মামুলি অবস্থায় স্বদেশ ও স্বসমাজের কথা যত ভাবিয়া থাক তাহা অপেক্ষা এক্ষণে বেশী ভাবিও।

(৩) নিজ নিজ গণ্ডী ও কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর থাকিয়াই যথাসম্ভব নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাও। অনধিকার চর্চ্চা বা নিরর্থক আলোচনায় সময় কাটাইও না। সকল বিষয়েই সংযত ও মিতব্যয়ী হইও। খাওয়া পরা সম্বন্ধে বিলাসের মাত্রা কমাইয়া দাও।

(৪) নীচাশয় ও কাপুরুষের ন্যায় খাদ্যদ্রব্য জুতা জামা কাপড় চোপড় ইত্যাদি বেশী বেশী কিনিয়া ঘরে রাখিও না। এরূপ করিলে

দেশের ভিতর শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং দরিদ্র জনগণ মহা কষ্টে পড়িবে।

(৫) নগদ টাকা ঘরে জমাইয়া রাখিও না। টাকার চলাচল বন্ধ করিও না। বরং মামুলি অবস্থায় যেরূপ ভাবে লেনদেন করিয়া থাক এই সময়েও সেইরূপ করিও।

(৬) তোমা অপেক্ষা দরিদ্র জনগণের আর্থিক অবস্থা সর্ব্বদা মনে রাখিও। মুদী, ধোপা, দর্জ্জী, ফেরিওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মাছওয়ালা ইত্যাদি সকলের দেনা শোধ করিয়া দিও। জিনিষপত্র ধারে কিনিও না। গরীব দোকানদারের ন্যায্য মূল্য শীঘ্র শীঘ্র প্রদান করিও।

(৭) তোমার অধীনে যদি মজুর খাটে তাহাদের বেতন নিয়মিতরূপে দিতে থাকিও—কিছুই বাকী রাখিও না। কারবার হইতে লোক জবাব দিও না। কাজ বন্ধ রাখিও না। যদি দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ চালাইবার উপযুক্ত মূলধন ও উপকরণ না থাকে তথাপি মজুরদিগকে প্রত্যহ কাজে লাগাইয়া রাখিও। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে প্রত্যহ ৮ ঘণ্টার স্থানে ৩ ঘণ্টা কাজ চালাইও—তথাপি কারবার বন্ধ করিও না।

(৮) তুমি যদি কোন মহাজনের কারবারে মজুর থাক, তাহা হইলে মহাজনের বর্ত্তমান দুঃসময় বুঝিয়া কার্য্য করিও তুমি তোমার নিয়মিত খোরাকপোষাক পাইতেছ না দেখিয়া বিরক্ত হইও না। সর্ব্বদা মনে রাখিও তোমা অপেক্ষা সহস্রগুণ কষ্টের জীবন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সৈনিকেরা বহন করিতেছে।

(৯) দেশের সৈন্যগণকে উৎসাহিত রাখিও। তাহাদের প্রফুল্লতা যেন কোন উপায়ে না কমে। সৈনিকদিগের সুখ ও স্বাস্থ্যের জন্য দেশে বহু প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে সাহায্য করিও।

(১০) নাবালক ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে যুদ্ধের কথা প্রচার করিও। যুদ্ধের কারণ এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দিও!

এই দশটি অনুশাসনকে যুদ্ধ কালের "নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি" বিবেচনা করা যাইতে পারে। সকল দেশেই যুদ্ধের সময়ে এই নিয়মগুলি পালনীয়।

পার্ল্যামেণ্টের একজন সভ্য বলিতেছেন—"দেশের ভিতর অনেক বৃদ্ধ লোক আছেন। তাঁহারা যুদ্ধে যাইবার জন্য ভলাণ্টিয়ার হইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারা আগামী ৭।৮ সপ্তাহ ধরিয়া কৃষিক্ষেত্রে কর্ম্ম করিলে দেশের মহৎ উপকার হয়। কৃষক সমাজের অনেকেই চাষ আবাদ ছাড়িয়া লড়াই করিতে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর কিছুদিন পরেই শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত হইবে। এই কার্য্য করিবার জন্য আমাদের শিক্ষিত বৃদ্ধ লোকেরা অগ্রসর হউন।"

একজন ধনি-কন্যা সংবাদ পত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন—"যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল সৈনিক জীবন দান করিতে ব্রতী হইয়াছে তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের অন্ন বস্ত্র কে জোগাইবে? তাহাদের জন্য এক্ষণেই সমিতি গঠন করা হউক। প্রত্যেক মহাল্লায় সমিতির শাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই সমিতির অধীনতায় চাঁদা ও অন্যান্য ধরণের সাহায্য তুলিবার চেষ্টা করা যাউক। দেশের ধনী রমণীগণ স্বদেশ সেবার কার্য্যে ব্রতী হউন। আমি আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রস্তুত আছি। শারীরিক পরিশ্রমেও আমার কোন আপত্তি নাই।"

আর একজন রমণী বলিতেছেন—"সাধারণতঃ আমাদের গৃহস্থালীতে প্রত্যহ অনেক খাদ্য দ্রব্য নষ্ট হইয়া থাকে। এই অপব্যয় নিবারণ করিবার জন্য গৃহের কর্ত্রীগণ যত্ন গ্রহণ করুন। রুটি তরকারী মাখন চিনি নুন ইত্যাদি সকল জিনিষই মাপিয়া গুণিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কোন জিনিষ পাতে পড়িয়া থাকিলে তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখিতে হইবে। সামান্য মাত্র জিনিষ নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক গৃহের কর্ত্রীরা ভাণ্ডার ঘরের চাবী নিজ হাতে রাখুন। নিজের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন খাদ্য দ্রব্য বাহির করিয়া দিতে থাকুন, তাহা হইলে অপব্যয়ের মাত্রা কমিতে পারিবে।"

একজন ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক ভলাণ্টিয়ার হইবার জন্য সেনাধ্যক্ষের নিকট গমন করে। তাহার শরীর ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন—"তোমার দাঁত খারাপ—দাঁতের উন্নতি না হইলে সেনা-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" সে ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইল। সংবাদ পত্রে লেখা লেখি চলিতে লাগিল। একজন পরামর্শ দিলেন—"গবর্মেণ্ট কি এই যুবকের দাঁত পরীক্ষা করাইয়া সারিয়া লইতে পারেন না? নূতন দাঁত বাঁধাইতে কতই বা খরচ? তাহার পর নিয়মিত রূপ দাঁত মাজিলেই স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারিবে।"

ঘোঁড়দৌড় বন্ধ রাখিবার জন্য কর্ত্তারা স্থির করিলেন। অমনি নানা পত্র সংবাদপত্রে বাহির হইতে লাগিল:—"এই দুঃসময়ে অনেক লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে। ঘোঁড়দৌড় নিয়মিতরূপে চলিতে থাকিলে বহুসংখ্যক সহিস, ঘাসওয়ালা, ঘোড়সোয়ার ইত্যাদির কাষ বন্ধ হইবে না। শতশত পরিবারের অন্নসংস্থান সহজেই হইতে পারিবে। সুতরাং ঘোঁড়দৌড় বন্ধ করা উচিত নয়।"

একজন সেনানায়ক লিখিয়াছেন—"শুনিতেছি দেশের রমণীগণ আমাদের সৈনিকদিগের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য পোষাক তৈয়ারী করিতেছেন। তাঁহাদিগকে বলিতেছি যে, সৈন্যদের পক্ষে টুপি অপেক্ষা জুতা এবং মোজা ও গেঞ্জি বেশী আবশ্যক। এই বুঝিয়া তাঁহারা যেন কর্ম্ম করেন।"

কেহ কেহ বলিতেছেন—"যুদ্ধের সময়ে আমোদ প্রমোদ বর্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নাচগান, থিয়েটার, ঘোড়দৌড়, বায়স্কোপ ইত্যাদি এই দুঃসময়ে বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।" কিন্তু মোটের উপর বিচক্ষণগণের মত এই :—"আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীতবাদ্য উৎসব ইত্যাদি বন্ধ করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। তাহা হইলে বহু লোকের কাজ নষ্ট হইবে—তাহারা না খাইয়া মরিবে। অধিকন্তু স্ফূর্ত্তি করিবার উপলক্ষ্য না থাকিলে দেশের লোকেরা হাহুতাশ করিয়া মারা যাইবে। ২৪ ঘণ্টা লড়াইয়ের হুজুগ থাকিলে মাথা গরম হইয়া উঠিবে। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে শরীর অবসন্ন হইবে। অনেকে হয়ত পাগল হইয়াও যাইতে পারেন। কাজেই যুদ্ধের সময়ে আমোদ প্রমোদ বন্ধ রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। তবে সকল সময়েই "সর্ব্ব মত্যন্তং গর্হিতং।" বিশেষতঃ জাতীয় বিপত্তির যুগে অত্যধিক বিলাসপ্রিয়তা বা ছ্যাব্‌লামি ও উচ্ছৃঙ্খলতা কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে কঠোরতা এবং কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সংযতভাবে আমোদ প্রমোদে যোগদান করাই প্রশস্ত।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক জানাইতেছেন—"শুনা গেল দেশের কোন কোন ধনী গৃহস্থ তাঁহাদের চাকর চাকরাণীকে "জবাব দিতেছেন"। ইহা বড়ই অনুতাপের বিষয়। বেচারারা এই বিপদের সময়ে কোথায় যাইবে? গৃহস্থেরা কিছুকালের জন্য কষ্টে জীবন যাপন করিলে চাকর চাকরাণীর ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হইবেন না। ভৃত্যগণের বেতনাদিতে যত খরচ হয় তাহা ইঁহারা মিতব্যয়ী হইলে প্রতি সপ্তাহেই জমাইতে পারেন। তবে আর দরিদ্রগণকে কর্ম্মহীন ও আশ্রয়হীন করা হইতেছে কেন?"

বিলাতের প্রায় কোন লোকই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নয়। কাজেই

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া লড়াই করিতে চাহেন—কিন্তু সেনাবিভাগে ইঁহাদিগকে ভর্ত্তি করা হইতেছে না। কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন—"আমাদের প্রবীন নবীন সকল লোকেরই এই অবস্থা। অথচ উৎসাহী কৃতবিদ্য সুস্থদেহ লোক জনের সাহায্য যদি দেশ রক্ষার কার্য্যে লওয়া না যায় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের কথা। ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, শিকারী, ফুটবল-ওস্তাদ, ক্রিকেট-ওস্তাদ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকদিগকে সেতু, রেলপথ, তারঘর,জলাশয়, জলের কল, মালগুদাম ইত্যাদির রক্ষায় নিযুক্ত করা যায় না কি? কতিপয় লোককে সাধারণ কেরাণীগিরির কাজেও লাগান যাইতে পারে।"

কোন কোন প্রবীন ব্যক্তি বলিতেছেন—"বুয়ার সমরের সময়ে আমাদের দেশে মৃত আহত ও পীড়িত ব্যক্তি ও তাহাদের পরিবারগণের জন্য নানা সেবা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে বহুবিধ কর্ম্মকেন্দ্র এবং মিশনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের কথা সকলগুলির কার্য্যপ্রণালী একরূপ ছিল না। প্রত্যেক সমিতিই নিজ নিজ প্রণালীতে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাহার ফলে দেখিতাম কোথাও হয়ত দুইবার সাহায্য করা হইল, কোথাও হয়ত সাহায্য একবার মাত্র পৌঁছিল না। কোন সমিতি হয়ত অর্থাভাবে বেশী কাজ করিতে পারিল না। আবার কোন সমিতির হাতে টাকা বাঁচিয়া গেল। কোন প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত কর্ম্মাভাব বোধ করিল—আবার কোনটায় হয় ত কাজের চাপ অত্যধিকই ছিল। আশা করি সেই সকল অসুবিধা এবং বিশৃঙ্খলার কথা অনেকেরই মনে আছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যেন প্রথম হইতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কার্য্য আরম্ভ করা হয়। এবার দেশের চারিদিক হইতে যেরূপ সেবা প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য বুদ্ধিমান কর্ম্ম-

বীরেরা অবতীর্ণ হউন। যাঁহারা পূর্ব্বে নানাবিধ সেবাসমিতিতে কর্ম করিয়াছেন তাঁহারাই এক্ষণে কর্তৃত্ব করুন। শাসনবিভাগের কর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞান ও অভ্যাস না থাকিলে এই বিরাট সেবার আন্দোলন সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব।"

একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী বলেন—"গ্রীষ্মাবকাশের পর স্কুলগুলি খুলিলে সাধারণ লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহার পরিবর্ত্তে যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা বিষয় বালক বালিকাগণকে শিখান কর্ত্তব্য। বালিকাদিগকে প্রধানতঃ শুশ্রূষা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, রন্ধন-কার্য্য, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইত্যাদি শিখান যাইতে পারে। বালকেরা প্রধান ভাবে তাঁবু খাটান, রোগী বহন করা, বাই সাইকেল চড়া ইত্যাদি শিখিবে। উভয়েরই সন্তরণ শিক্ষা করাও প্রয়োজন।"

অনেক স্ত্রীলোকের মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—"ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, বাস, মোটরকার ইত্যাদি আমাদের চালাইতে শিখা আবশ্যক। পুরুষেরা লড়াই করিতে গেলে এইগুলির কার্য্য আমাদিগকেই করিতে হইবে। তাহা ছাড়া রেলওয়ে সিগ্ন্যালিং, তারঘরের কাজ, পোষ্টাফিসের কাজ, পিয়নের কাজ ইত্যাদিও স্ত্রীলোকদিগের আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু সৈনিকগণের জন্য, জুতা, মোজা, গেঞ্জি, প্যাণ্ট, টুপি, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বড় বড় দোকানে পাঠাইতে চেষ্টা করাও আবশ্যক।"

বিলাতের রমণীসমাজ একটি বিরাট সেলাই-পরিষৎ স্থাপন করিয়াছেন। ইহা নূতন প্রতিষ্ঠান নয়—ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের নানা কেন্দ্রে ইহার বহু শাখা আছে। রাণী স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধায়ক এবং পৃষ্ঠপোষক। সম্প্রতি তিনি এই সেলাই-পরিষদের প্রত্যেক শাখা-সমিতির সভাপতির নিকট নিবেদন করিয়াছেন :—

"আমরা শীঘ্র শীঘ্র বহুসংখ্যক পোষাক তৈয়ারী করিতে পারিলে ভাল হয়। বিলম্বে ক্ষতি হইবে। সৈনিক, নাবিক, ভলান্টিয়ার এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্র কন্যার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় তৈয়ারী করা আবশ্যক। এইজন্য আপনাদের সমিতির সভ্যগণকে উৎসাহীত করুন। ফ্লানেল শার্ট, মোজা, গরম গেঞ্জি, পায়জামা, ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্তুরই প্রয়োজন আছে।"

অনেক বড়লোকের মেয়েরা স্বেচ্ছা-সেবকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া একব্যক্তি লিখিয়াছেন—"ধনী কন্যাদিগের স্বার্থত্যাগ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইঁহাদের কার্য্যফলে দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের স্ত্রী ও কন্যারা কাজ পাইতেছেন না। আজ কাল সংখ্যাতীত স্ত্রীলোক কার্য্যাভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগের দ্বারা চিঠি পত্র লেখান, শেলাই করা, টাইপ করা, কেরাণীর কার্য্য, হিসাব রাখা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ করান যাইতে পারে। ধনী কন্যারা এই সকল কাজ নিজে না করিয়া যদি অর্থদান করেন তাহা হইলে এই কর্ম্মহীন রমণীদিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা যায়।"

ঠিক এই কথাই Timesও বলিতেছেন:—"Among the suggestions which continue to pour in from our readers an ever-increasing number concern the dangers of indiscriminate work by unskilled, if charitable, hands. It is a matter that deserves consideration. The needs of our sailors and soldiers, of their wives and families, and of those in distress, may be simple, but simple things are not always the easiest to make. On the other hand, there are many great shops, thorougly familiar with such

work, which are keeping their doors open almost entirely for the benefit of employees whom they do not wish to dismiss ; and there are also, and there will be, hundreds of professional needle women out of work. We suggest therefore, to those of our readers who are naturally and charitably eager to do something for their country, that there may be cases in which it would be a truer and more useful charity to spend money on having things made than time on making them."

নিজে খাটিয়া উপকার করা অপেক্ষা টাকা দান করিলে অনেক সময়ে বেশী সুফল লাভ হয়।

বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের যুযুৎসু

বিংশশতাব্দীর এই বিরাট্ লড়াইমণ্ডলে দুনিয়ার ছোট বড় সকল রাষ্ট্রই শত্রু, মিত্র অথবা উদাসীনভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গভীর-ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিব যে যাঁহারা মিত্রতাপাশে বদ্ধ তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থই দেখিতেছেন—অপর পক্ষের সঙ্গে ইঁহাদের শত্রুতার কারণ একরূপ নয়—ভিন্ন ভিন্ন। আবার যাঁহারা উদাসীন রহিয়াছেন বা রহিবেন বলিয়া প্রচার করিতেছেন তাঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই মণ্ডলের বহির্ভূত রহিয়াছেন। এই কুরুক্ষেত্রে সম্প্রতি জার্ম্মাণির হুঙ্কার, অষ্ট্রিয়ার বেদনা, সার্ভিয়ার ভাবুকতা, রুশিয়ার গোঁ, ইতালীর স্বার্থপরতা, ইংরাজের আত্মরক্ষা, ফরাসীর ক্রন্দন, তুরস্কের সুযোগ, জাপানের চাতুরী এবং আমেরিকার পণ্ডিতমূর্খতা প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এক যুদ্ধে রাষ্ট্রমণ্ডলের এতগুলি বিভিন্ন শক্তির সঙ্ঘাত ঘটিয়াছে। এই শক্তিসমূহের কখন কি আকার বিকশিত হয় বলা যায় না। তবে সমরের ক্রমবিকাশে রাষ্ট্রমণ্ডলের বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

বিগত ৪০ বৎসরের ইউরোপীয় ইতিহাস অদ্যকার এই বিপুল ঘটনার পথ প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে তুরস্ক-সমস্যা প্রাচ্য ইউরোপের প্রধান ভীতিজনক ব্যাপার ছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর হইতে অষ্ট্রিয়া সমস্যাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপের ঝটিকাকেন্দ্র স্বরূপ রহিয়াছে। ইতি মধ্যে জার্ম্মাণি বিজ্ঞানবলে এবং সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে জগতের ভারকেন্দ্র নূতন স্থানে সন্নিবেশিত করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন।

রুশিয়াও জার্ম্মাণির ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রিটিশ শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে জাপানের সঙ্গে সমরে তাঁহার নৌবল নষ্ট হইয়া যায়—এজন্য ব্রিটিশ-দিগের রুশ বিভীষিকা অনেকটা কমিয়াছে। ফলতঃ ১৯০৫ সালের পর হইতে অষ্ট্রিয়া-সমস্যা এবং ইংরাজের জার্ম্মাণ-বিভীষিকা ইউরোপীয় ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বিগত বলকান সমরে অষ্ট্রিয়া-সমস্যারই মীমাংসা হইতেছিল। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে (১৯১১ সাল) মরক্কো এবং আলজিরিয়া লইয়া জার্ম্মাণি বিভীষিকার জলন্তমূর্ত্তি প্রকটিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা থামিয়া যায়। এতদিন পরে জার্ম্মাণ-বিভীষিকা সত্যসত্যই দেখা দিল—উপলক্ষ্য অষ্ট্রিয়া-সমস্যা। সুতরাং ইউরোপের প্রধান দুইটি শক্তিই বর্ত্তমানক্ষেত্রে যুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকেই এক একটা কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে সমর্থ। দুয়ের মিলনে মহা কুরুক্ষেত্রেরই উদ্যোগ হইয়াছে।

এই অষ্ট্রিয়া-সমস্যা কি? প্রথমতঃ, ইহার আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় অনৈক্য এবং অশান্তি। দ্বিতীয়তঃ ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের দিকে ইহার অভিযান। সুতরাং তৃতীয়তঃ রুশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব।

তুরস্কের জলরাজ্য স্থলরাজ্য ইত্যাদির বখরা লইয়াই রুশিয়ায় এবং অষ্ট্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার যথার্থ কারণ। অধিকন্তু রুশিয়া আর একটা নূতন উপলক্ষ্য পাইয়াছেন। ইনি বলেন "অষ্ট্রিয়া রুশের স্বজাতীয় স্লাভ-দিগকে নির্য্যাতিত অথবা বিজিত করিতে প্রয়াসী। এই প্রয়াসে আমি বাধা দিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" অষ্ট্রিয়া-সমস্যা এইরূপে স্লাভবিভীষিকায় পরিণত হইয়াছে।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে প্রাচ্য ইউরোপের স্লাভ-বিভীষিকা, মধ্য ইউরোপের জার্ম্মাণ-বিভীষিকা এবং পাশ্চাত্য ইউরোপের ইংরাজ-প্রাধান্য এই তিনটি শক্তির খেলা চলিতেছে।

ঘটনাচক্রে সম্প্রতি স্লাভ-বিভীষিকা এবং ইংরাজ প্রাধান্য জার্ম্মাণ-বিভীষিকার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

অষ্ট্রিয়ায় ও রুশিয়ায় ঠোকাঠুকি প্রায়ই হইয়া থাকে। অষ্ট্রীয়া-রাষ্ট্র রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী—রুশিয়া গ্রীক মতানুযায়ী খৃষ্টান। অষ্ট্রিয়া তাঁহার স্লাভ প্রজাবৃন্দকে রোমান ক্যাথলিক মতে দীক্ষিত করিতে চাহেন। রুশিয়া তাঁহার স্বজাতিগণের ধর্ম্মত্যাগ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। ধর্ম্ম ও জাতি লইয়া অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়া বহুদিন হইতে কলহ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচ্য ইউরোপের জনগণের মধ্যে স্লাভ সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে কি টিউটানিক সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে—এই সমস্যা সর্ব্বদা বিদ্যমান। অষ্ট্রিয়ার বিজিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্লাভেরা সকলেই গ্রীক মতানুযায়ী খ্রীষ্টান। ইহাঁরা একটা স্বাধীন যুক্ত-স্লাভ-রাষ্ট্র গড়িতে চাহেন। বলা বাহুল্য এইখানে ইহাঁদের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার বিরোধ এবং রুশিয়ার সৌহার্দ্দ্য। আবার এইখানেই অষ্ট্রিয়ায় রুশিয়ায় দ্বন্দ্ববৃদ্ধির সুযোগ। অষ্ট্রিয়ার যে ভাবী সম্রাটকে হত্যা করা হইল তিনি গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক স্লাভ-নিপীড়নকারী রাজপুরুষ ছিলেন। ইহাঁকে হত্যা করিয়া স্লাভেরা তাঁহাদের পরম শত্রুর উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। এই জন্যই অষ্ট্রিয়াও তাঁহার চরম অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক যখন অষ্ট্রিয়া-সমস্যা কঠিন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে দৈবক্রমে তখনই জার্ম্মাণ-বিভীষিকাও তাহার প্রবলতম আকারে দেখা দিয়াছে। ১৮৮৭ সাল হইতে জার্ম্মাণি একটি প্রকাণ্ড খাল কাটিয়া বাল্টিক সাগরের সঙ্গে উত্তর সাগরের সংযোগ স্থাপন করিতেছিলেন। এক মাস হইল ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার ফলে জার্ম্মাণির জাহাজগুলি অতি কম সময়ে এক সমুদ্র হইতে অপর সমুদ্রে আসিতে পারিবে। এই খাল না থাকিলে ডেনমার্কের পার্শ্ববর্ত্তী

সঙ্কীর্ণ প্রাণালীর ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে হইত—অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকিতে হইত—অধিকন্তু সময়ও অত্যধিক লাগিত। এক্ষণে ঐ সকল অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। জার্ম্মাণির জাহাজগুলি নিরাপদভাবে চলাফেরা করিতে সমর্থ। বিস্‌মার্কের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কীল খালের (Kiel Canal) দ্বারা জার্ম্মাণির রণতরীবিভাগ দ্বিগুণ প্রতাপশালী হইবে। অনেক রাষ্ট্র-বীরের বিশ্বাসও ছিল যে এই খাল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মাণি জগতে হুঙ্কার ছাড়িবেন না।

এই খাল সম্পূর্ণ হইবার এক মাসের ভিতরেই স্লাভযুবক অষ্ট্রিয়ার ভাবী সম্রাটকে হত্যা করিয়া অষ্ট্রিয়া-সমস্যা প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে জার্ম্মাণি স্বকীয় শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পাইলেন।

লড়াই-মণ্ডলের নিয়ম

লড়াই বাধিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের লোক জার্ম্মাণিতে বিদেশীয় "বন্ধু" জ্ঞানে সম্মানিত হইতেন—জার্ম্মাণির লোকেরাও ইংরাজ-সমাজে alien friends নামে অভিহিত হইতেন। শান্তির সময়ে ইউ-রোপের রাষ্ট্রমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে পরস্পর লেনদেন সহজেই সাধিত হয়। জার্ম্মাণির প্রতি ইংরাজের কর্ত্তব্য এবং ইংল্যাণ্ডের প্রতি জার্ম্মাণির কর্ত্তব্য সাধারণ আইনকানুন অনুসারে পালিত হয়। তাহা ছাড়া জার্ম্মাণেরা ইংল্যাণ্ডে বসতি করিলে কতকগুলি অধিকার পান। ইংল্যাণ্ডের স্বদেশী লোকদিগের যে সমুদয় অধিকার এই জার্ম্মাণ জনগণেরও প্রায় তদ্রূপই। সেইরূপ জার্ম্মাণিতে জার্ম্মাণ নরনারীর যে সমুদয় অধিকার, বিদেশীয় বন্ধুগণেরও প্রায় তদ্রূপই অধিকার। বাস্তবিক পক্ষে, কিছুদিন পূর্ব্বে লেন দেন, আচার ব্যবহার, সৌজন্ম শিষ্টাচার, শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য, আমোদ প্রমোদ, চলাফেরা, আরাম ব্যায়াম পর্য্যটন ইত্যাদি কোন বিষয়েই ইংল্যাণ্ডবাসী ইংরাজ ও জার্ম্মাণ জনগণের প্রভেদ বুঝা যাইত না, আবার জার্ম্মাণিবাসী জার্ম্মাণ ও ইংরাজ নাগরিকদিগের পার্থক্যও জানিতে পারিতাম না। শান্তির সময়ে রাষ্ট্রমণ্ডলে 'স্বদেশী' 'বিদেশী' পার্থক্য প্রায়ই চোখে পড়ে না।

কিন্তু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যখন লড়াই বাধে তখন রাষ্ট্র-মণ্ডলের রূপ অন্যপ্রকার হয়। তবে লড়াইয়ের সময়ে রাষ্ট্র-মণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি নিয়মকানুন রীতিনীতি কর্ত্তব্য অধিকার ইত্যাদি স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরকে যে ভাবে ইচ্ছা ধ্বংস করিতে পারে না। লড়াই-মণ্ডলের নিয়মকে বিলাতী ভাষায় The Law of War বলে। এই নিয়মগুলি শত্রুপক্ষীয়গণ যদি মানিতে ইচ্ছা করেন ভালই, কিন্তু যদি তাঁহারা এই-

গুলি ভাঙ্গিয়া কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে কে? কেহই না। কোন পক্ষ এই আইনগুলি অসম্মান করিলে তাঁহাকে জব্দ করা একপ্রকার অসম্ভব। যদি অপর পক্ষ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন তবেই এই আইন কানুন অসম্মান করিবার প্রকৃত শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে নতুবা নয়। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনা না করিয়া কোন রাষ্ট্র লড়াইমণ্ডলের আইনগুলি সম্মান করিতে চাহেন না। জার্ম্মাণি যদি দেখেন যে ঐ সকল না ভাঙ্গিলে তাঁহার জয়লাভ করা কঠিন তিনি প্রথমেই ঐ সকল আইনগুলি ভাঙ্গিতে বসিবেন। আইনগুলি ভাঙ্গিবার সময়ে ইংরাজ, ফরাসী বা যুক্ত-রাষ্ট্রের চোখ রাঙ্গাণিতে ভয় পাইবেন না। জার্ম্মাণি যদি বিবেচনা করেন যে ঐ সকল আইন ভাঙ্গিয়া তিনি সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে একাকী লড়িতে পারিবেন তাহা হইলে তিনি কতকগুলি কাগজে লেখা সন্ধিপত্রের দোহাই সম্মান করিবেন না। আবার ইংল্যাণ্ড যদি বুঝেন যে, ঐ আইনগুলি সকলে সম্মান না করিলে তাঁহার স্বদেশ রক্ষা বা সাম্রাজ্য রক্ষা বা কোন প্রকার স্বার্থ রক্ষার ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে তিনি ঐ আইনগুলি মানিয়া চলিতে সচেষ্ট থাকিবেন; এবং লড়াই-মণ্ডলের সকল রাষ্ট্রকেই ঐ সকল নিয়ম সম্মান করিতে বাধ্য করিবেন। যদি জার্ম্মাণি ইংরাজের অনুরোধ গ্রাহ্য না করেন তাহা হইলে হয় ত ইংরাজ যুক্ত-রাষ্ট্র, জাপান, ইতালী ইত্যাদি উদাসীন রাষ্ট্র-সমূহকে জানাইবেন—"জার্ম্মাণি রাষ্ট্র-মণ্ডলের আইনগুলি অস্বীকার করিয়া অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার চূড়ান্ত করিতেছেন। আপনারা এই সকল কথা মনে রাখিবেন।" এই পর্য্যন্ত। দুই পক্ষই নিজস্বার্থ অনুসারে আইনগুলি মানা না মানা সাব্যস্ত করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক আইনগুলি সবই কাগজে লেখা সন্ধি

পত্র মাত্র। জগতের অনেক রাষ্ট্রই হয় ত শান্তির সময়ে বৈঠকে বসিয়া নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এই সকল নিয়মের দোহাই বড় বেশী কার্য্যকরী হয় না। অবশ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির উপর এই নিয়ম সমূহ জোর করিয়া চাপান অসম্ভব নয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি, রুশিয়া ইত্যাদি বড় বড় রাষ্ট্রে গোলযোগ বাধিলে ঐ আইনগুলি হাওয়ায় উড়িয়া যায়। ইঁহারা বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রের চরম আবশ্যকতানুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতেছেন। সকলেই জানেন যে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের পর যখন সন্ধি হইবে তখন আবার দেখা যাইবে—এই বুঝিয়াই সকলে সম্প্রতি লড়াই-মণ্ডলের নিয়মাবলী স্বকীয় স্বার্থ অনুসারে কাজে লাগাইতেছেন।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যখন লড়াইয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন এক পক্ষের সকল লোকই অন্য পক্ষীয় সকল লোকের শত্রু বিবেচিত হইয়া থাকে। দুই রাষ্ট্রে আনাগোনা, চিঠিপত্র, ব্যবসা বাণিজ্য, আদান প্রদান সবই বন্ধ হইয়া যায়। দুই জাতির লোকের ভিতর কোন প্রকার চুক্তি, পরামর্শ, আলোচনা চলিতে পারে না। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের প্রত্যেক নরনারীকে স্বকীয় আইনের বহির্ভূত বিবেচনা করেন। শান্তির সময়ে ইংল্যাণ্ডবাসী জার্ম্মাণেরা ইংরাজ বিচারালয়ে যে সমুদয় অধিকার ভোগ করিতেন এক্ষণে তাহার একটি মাত্রও ইঁহারা ভোগ করেন না। বলা যাইতে পারে যে আইনের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে দুয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র নাই।

তবে কতকগুলি সহজ নিয়ম সকল রাষ্ট্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বীকার করিয়া থাকেন। এগুলি সাধারণতঃ নীতিসঙ্গত ও সভ্য মানবের ধর্ম্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। লড়াইয়ের দুঃখকষ্টযন্ত্রণা যাহাতে বেশীলোকে না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য এই নিয়মগুলি মানিয়া চলা হয়। নিয়মগুলির মধ্যে অনেকই এখনও লিপিবদ্ধ হয়

নাই। কতকগুলি মাত্র আন্তর্জাতিক বৈঠকে বসিয়া স্থিরীকৃত ও প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। মোটের উপর এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাঁহার চিরাভ্যস্ত প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

লড়াই-মণ্ডলের নীতিসঙ্গত নিয়মগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে :—

(১) শত্রুপক্ষীয়গণের রাষ্ট্রের যে সকল নরনারী যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত নয় অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে না তাহাদিগকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই সকল লোককে Non-Combatant, Civilian বা 'সাধারণ' বলা হয়।

(২) রুগ্ন, আহত ও মৃত সৈন্য এবং নাবিকগণের সেবাশুশ্রূষা, সুখবিধান ও সৎকার করা উভয়পক্ষেরই আবশ্যক।

(৩) সরকারী বাড়ীঘর, দুর্গ, জাহাজ, তারঘর, ডাকঘর, রেলপথ এবং অন্যান্য সম্পত্তি আক্রমণ করা যাইতে পারে। এই সমুদায় Public ঘরবাড়ী ছাড়া জনসাধারণের হাট বাজার গৃহ মন্দির ইত্যাদি private property যথাসম্ভব বাঁচাইয়া চলা অক্রমণকারীদিগের উচিত।

(৪) রাষ্ট্রের যে সকল অংশে কেল্লা, কামান, গোলাগুলি, জাহাজ, সেনানিবাস ইত্যাদি নাই—অর্থাৎ যে অংশে "সাধারণ" লোকজন বাস করে সেই সমুদায় স্থান অবরুদ্ধ ও বিপন্ন না করা নীতিসঙ্গত।

(৫) লড়াইয়ের দাঙ্গা হাঙ্গামা মারকাট লুটপাট ইত্যাদি বিষয়ে নিতান্ত নির্দ্দয় ও পশুস্বভাবোচিত ব্যবহার না করা বাঞ্ছনীয়।

বলা বাহুল্য নিয়মগুলি শত্রুপক্ষীয়গণের দয়াপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দয়ার মাত্রা কতখানি হইবে তাহা যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা না বুঝিয়া কোন সেনাপতি বা কাপ্তেনই বলিতে অসমর্থ। অধিকন্তু তুমি

আমার যে আচরণকে নির্দ্দয় ও বর্ব্বর বলিতেছ আমি হয় ত সেই আচরণকে অতিশয় নরম ও সভ্য জনোচিত বলিতেছি। তাহা ছাড়া, লড়াইয়ের প্রয়োজনানুসারে যখন যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে সেনাপতিরা তখন তাহাই করিতে বাধ্য। তাহা না করিলে মূর্খতার ফলে দেশের স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে। কাজেই লড়াইমণ্ডলে দয়া প্রকাশ সম্বন্ধে সকল নিয়ম কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন।

বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণির আচরণকে শত্রুপক্ষীয়েরা নিন্দা করিতে সুরু করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এরূপ নিন্দা ভৎর্সনা ও গালাগালি যুদ্ধের সময়ে পরস্পর পরস্পরকেই করিতেছেন। এবিষয়ে সত্য উদ্ধার কোন দিনই হইবে না। আজকাল ইংরাজী সংবাদপত্রে লড়াই-মণ্ডলের নিয়মাবলী কিছু কিছু আলোচিত হইতেছে। আলোচনার সুর দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীর আলোচনায় দেখিতেছি লেখকেরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন "জার্ম্মাণি লড়াইমণ্ডলের কোন নিয়মই মানিতেছে না—সভ্যজগতে জার্ম্মাণির মুখ দেখান অসম্ভব হইবে। ইনি বেলজিয়াম ও লাক্সেম্বার্গ দখল করিয়া আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন—গয়বেন জাহাজ যুদ্ধের সময়ে তুরস্ককে বেচিয়া লড়াই-মণ্ডলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন—আমেরিকার দৌত্যবিভাগকে অপমান করিয়া উদাসীন রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় আইন অস্বীকার করিয়াছেন—এবং বেলজিয়ামের "সাধারণ" জনগণের উপর জুলুম করিয়া বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিয়াছেন! এই অবস্থায় ইংরাজেরা আন্তর্জ্জাতিক আইন মানিয়া চলিবেন কেন? ইঁহারা উদাসীন জাহাজের জার্ম্মাণ মালগুলি গ্রেপ্তার করিলেই ভাল হয়। ১৮৫৭ সালের বৈঠকে স্থির হইয়াছিল যে Free ships, Free goods. অর্থাৎ জাহাজ যদি উদাসীনরাষ্ট্রের সম্পত্তি হয় তাহা হইলে তাহার ভিতরকার কোন মালই গ্রেপ্তার করা যাইবে না। এই নিয়মানুসারে

ইংরাজের রণতরীসমূহ আমেরিকার জাহাজস্থিত জার্ম্মাণ মাল গ্রেপ্তার করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এই নিয়ম ইংরাজের আর সম্মান করা উচিত নয়। উদাসীনজাহাজের জার্ম্মাণ মালগুলি দখল করিয়া ইংল্যাণ্ড জার্ম্মাণিকে "ভাতে মারুন" তাহা হইলে জার্ম্মাণির যুদ্ধপিপাসা শীঘ্রই মিটিবে।"

আর এক প্রকার আলোচনায় বুঝিতেছি—"জার্ম্মাণেরা যদি ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে তাহা হইলে ইংরাজের "সাধারণ" জনগণ রক্ষা পাইবে কি? সাধারণতঃ শত্রুপক্ষীয় সৈন্যেরা কেবলমাত্র আমাদের সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে অধিকারী। আমাদের সাধারণ গৃহস্থগণের উপর জার্ম্মাণদিগের হাত তোলা অনুচিত। তারপর আর একটা কথা। জার্ম্মাণেরা যখন ইংল্যাণ্ডের কোন কোন অংশ দখল করিয়া বসিবেন এবং অপরাপর অংশে লড়াই চলিতে থাকিবে তখন ইহাঁরা আমাদের সাধারণ জনগণকে জার্ম্মাণির পক্ষে লড়াই করিতে বাধ্য করিবেন কি? জার্ম্মাণি যদি বর্ব্বর হন তাহা হইলে এরূপ করাও অসম্ভব নয়। দেখা যাউক, কতদূর গড়ায়। ইংরাজ "সাধারণেরা" যদি জার্ম্মাণ সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিয়া ইংরাজ "সামরিক"গণের বিরুদ্ধে লড়িতে বাধ্য হন তবে দুর্দ্দশা ও হীনতার সীমা থাকিবে না। জার্ম্মাণির প্রতিনিধি বিগত আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে এই ব্যবহারের প্রতিকূল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে ইংরাজ সাধারণকে ইংরাজ সামরিকগণের গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ দিতে বাধ্য করা যাইতে পারে।"

আজ কাল লণ্ডনে এবং ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রকূলস্থিত পল্লী নগর ও বন্দরে একটা নূতন আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রমণ্ডলের একটা বৈঠকে নিম্নলিখিত আইন প্রচারিত হইয়াছিল—"Undefended ports, towns, villages, dwellings

or buildings are not liable to bombardment—bombardment being interpreted to include aerial attack by balloons." এই নিয়ম অনুসারে জার্ম্মাণির রণতরী, আকাশযান অথবা স্থল সৈন্যগণ ইংল্যাণ্ডের সাধারণ পল্লীগ্রাম শান্ত জনগণের গৃহ অরক্ষিত বন্দর ও নগর এবং দুর্গহীন লোকালয় আক্রমণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু দুর্গহীন বা অরক্ষিত স্থান কাহাকে বলে? লণ্ডন নগরের কথা ধরা যাউক। নগরের চারিদিকে কেল্লা বা দুর্গপ্রাচীর বা সামরিক উদ্দেশ্যে কোন খাল নাই সত্য। কিন্তু অস্ত্র শস্ত্র, কামানবন্দুক, জাহাজখানা ইত্যাদির ত অভাব নাই। কাজেই লণ্ডনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এইরূপ ভাবিয়া লণ্ডনবিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানাধ্যাপক Daily Newsএ পত্র লিখিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ-নিবারণের প্রয়াস

লড়াই বাধিবামাত্র মামুলি শিল্প বাণিজ্য দোকানদারী সব হঠাৎ স্থগিত হইয়া গেল। অসংখ্য শ্রমজীবী শিল্পী দোকানদার ও মজুর কর্ম্মহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এদিকে বড় লোকেরা হুজুগে পড়িয়া বেশী বেশী জিনিষ পত্র কিনিয়া রাখিতে থাকিলেন। এই কারণে দোকানে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া চলিল। অধিকন্তু সেনা বিভাগ, রণতরী বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারী দেশরক্ষা-বিভাগের জন্য সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হইল। ইহারা দলে দলে তাহাদের চাকরী ছাড়িয়া দেশ উদ্ধারের কাজে লাগিয়া গেল। ফলতঃ তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের অন্নকষ্ট ঘটিল। একে মূল্য বৃদ্ধি, তাহার উপর কর্ম্মাভাব, তাহার উপর আবার গৃহের উপার্জ্জনকারী লোকেরা রাষ্ট্রের কর্ম্মে স্বেচ্ছাসেবক। যুদ্ধ ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে ইংরাজ সমাজে ঘোরতর আশঙ্কা এবং নৈরাশ্য দেখা দিল। যুদ্ধের বিপদ অপেক্ষা এই বিপদই অধিকতর ভীতিপ্রদ। কাজেই সরকার এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণও সরকারের প্রয়াসে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন।

যে সকল লোক যুদ্ধ করিতে গেল তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহারা যে সমুদয় কারবারে কর্ম্ম করিত তাহাদের মালিকেরা এই ভার লইলেন। সুতরাং নিশ্চিন্তভাবে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। কোন কোন স্থলে পল্লী ও নগরের শিক্ষিত ও ধনবান লোকেরা চাঁদা করিয়া স্থানীয় দুঃস্থ পরিবারগণকে পালন করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া গবমেণ্ট স্বয়ংই কর্ম্মহীন রোজগারহীন লোকজনকে নিযুক্ত করিবার জন্য নূতন নূতন কারবার

খুলিলেন। দেশের কোন্ পল্লীতে কোন্ কোন্ তাঁতী, দর্জ্জী, ছুতার, মিস্ত্রী বা কুলী কর্ম্মাভাবে বসিয়া আছে তাহার তালিকা গবর্মেণ্টের নিকট পৌঁছিতে দেরী হয় না। কারণ এদেশে ট্রেড ইউনিয়ান বা শ্রমজীবী-সমিতি এবং সোস্যালিষ্ট-সমিতি অসংখ্য। তাহাদের নিকট হইতে গবর্মেণ্টের আফিসে নিয়মিত রূপে তালিকা আসিয়া থাকে। এই উপায়ে দরিদ্রজনগনের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দেশের কর্ত্তারা সৈন্য তৈয়ারী ও চালান করিতে পারিলেন।

এই দুঃসময়েও বহু স্বার্থপর মহাজন ও দোকানদার নিজ নিজ লাভের কথাই ভাবিতেছেন। তাঁহারা এই সুযোগে দাম চড়াইয়া দিয়াছেন। সকলেরই ভয় যে, বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া দেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যের চাষ হয় না। বেলজিয়াম ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশ হইতে ডিম, শূকরের মাংস ও মাখন এবং জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া হইতে চিনি আসিত। সম্প্রতি আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে—বড় বড় হোটেলেও লোকেরা চিনি, ডিম, মাখন ইত্যাদি খাইতে পান না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মধ্যবিত্ত লোকেরা এবং এমন কি বড় লোকেরাও বস্তায় বস্তায় জিনিষ কিনিয়া ঘরে রাখিতেছেন। দরিদ্র শ্রমজীবীরা একসঙ্গে অত জিনিষ কিনিবে কোথা হইতে? তাহারা ভাবিয়া আকুল। ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে ছোট বড় কতকগুলি দাঙ্গা হইয়া গেল। দোকান লুটের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য কথাগুলি বেশী প্রচারিত না করাই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য।

যাহাহউক, ব্যাপার অতি ভীষণ বিবেচনা করিয়া গবর্মেণ্ট শীঘ্র শীঘ্র খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ সম্বন্ধে এক কমিশন বসাইলেন। ইঁহারা দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বুঝিতে থাকিলেন—বিদেশ হইতে নিরাপদ ভাবে আমদানীর উপায় আলোচনা করিতে লাগিলেন—এবং বহুসংখ্যক

দোকানদার, আড়তদার ও মহাজনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

গবর্মেণ্ট নানা কণ্ঠে প্রচার করিয়া দিলেন—"কোন ভয় নাই আমাদের দেশের ভিতর এক্ষণে আগামী চারিমাসের উপযুক্ত গোধূম মজুত আছে। ইউরোপের সঙ্গে সম্প্রতি আমাদের ব্যবসায় বন্ধ হইল সত্য। তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আমরা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে নিয়মিতরূপে গোধূম আমদানী করিতে পারিব। মাংসের আমদানীও বন্ধ হইবে না। যতদিন আমরা সমুদ্রের উপর দিয়া আমাদের জাহাজ স্বাধীন ও নিরাপদ ভাবে চালাইতে পারিব ততদিন আমাদের দুর্ভিক্ষ হওয়া অসম্ভব। তারপর মুরগী হাঁস বা অন্যান্য পাখী ও ডিমের কথা; এই সব আমরা আয়র্ল্যাণ্ড হইতে পাইয়া থাকি। সুতরাং লড়াইয়ের ফলে এই সমুদয়ের জোগান কমিবে না।"

এইরূপে জনসাধারণকে প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের আমদানী সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে বুঝান হইতে লাগিল। গবর্মেণ্টের ইচ্ছানুসারে অনেক বড় বড় মহাজন সকলকে জানাইয়াছেন যে কাহাকেই বেশী বেশী মাল বেচা হইবে না। এই কথাও গবর্মেণ্ট প্রচার করিয়া দিলেন। জনসাধারণ কিছু আশ্বস্ত হইল। লোকেরা আর বেশী বেশী জিনিষ কিনিতে চাহিল না। দাম অনেকটা কমিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে মাল আমদানির চেষ্টা চলিতে লাগিল। শত শত জাহাজ মালে বোঝাই হইয়া ইংল্যাণ্ডে আসিতেছিল। কিন্তু যুদ্ধ বাধিবামাত্র সবগুলি নিকটবর্ত্তী কোন উদাসীন রাষ্ট্রের বন্দরে অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়াছে। বন্দর হইতে বাহির হইলেই জার্ম্মাণ রণতরীর আক্রমণ আশঙ্কা করা নিতান্তই স্বাভাবিক। কাজেই সকলেই বন্দরে আবদ্ধ হইয়া থাকিল। যুদ্ধের বিপদ হইতে বীমা

করা থাকিলে জাহাজের কাপ্তেনেরা সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। কারণ তখন জানা থাকে যে যদি জাহাজ ও মাল শত্রু কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয় বীমাকোম্পানী ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে কোন জাহাজই যুদ্ধের জন্য বীমা করা নাই। এজন্য জাহাজগুলি দূর বন্দরেই রহিয়া যাইতেছে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট একটা অসমসাহসিকতার কার্য্য করিলেন। সরকারী ব্যবসায় বিভাগের অধীনে একটা বীমা বিভাগ খোলা হইল। প্রথমতঃ জাহাজগুলি বীমা করা হইল। তাহার পর মালগুলি বীমা করা হইল। সাধারণ বীমা কোম্পানীর নিয়মে যুদ্ধ বাধিলেই জাহাজগুলি কোন বন্দরে আশ্রয় লইতে বাধ্য। কিন্তু গবর্মেণ্ট এক্ষণে যে ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে যুদ্ধের সময়েও জাহাজগুলি নির্ভয়ে সমুদ্রপথে চলিতে থাকিবে। লয়েড জর্জ্জ পার্ল্যামেণ্টে সদর্পে প্রচার করিলেন—

"What we want is a reason that will encourage shipping to keep the seas. That is vital in order that we should have an uninterrupted supply of food and material, that our trade should go on during the time of war as it does in the time of peace. We are perfectly convinced that by the powerful aid of the British Navy supplemented by a scheme of this kind, we can secure that vital object to our people."

লয়েড জর্জ্জের বীমা-প্রণালী এবং আশ্বাসবাণী প্রচারিত হইবামাত্র দেশ ভরিয়া জয় জয়কার পড়িয়া গেল। আর একজন নামজাদা মন্ত্রী বলিলেন "আমরা হুজুগে পড়িয়া বেশী ভয় খাইতেছি। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের বাণিজ্য নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে দেশের

লোক অস্থির হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া লয়েড জর্জ যে বীমাপ্রণালী প্রবর্তন করিলেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।" বিপৎকালে মাথাওয়ালা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কথায় যত উপকার হয় আর কিছুতে তত হয় না। পণ্ডিতেরা সাহস দিলে জনসাধারণ বিচলিত হইবে কেন? বিলাতের এখন যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত তাহাতে প্রথম হইতেই দেশবাসীদিগকে আশ্বস্ত ও উৎসাহী রাখা অত্যাবশ্যক। এইরূপ বিবেচনার ফলেই চেম্বারলেন বলিতেছেন:—

"I myself and my friends with whom I have been consulting are of opinion that the danger to this country is not so much of an actual scarcity of food or raw material as of a fear of scarcity causing panic and raising prices. But there is every reason for preventing panic at the beginning, for allaying apprehensions and for making the path of commerce and industry as smooth as it can be, so as to prevent all preventable hard-ship and suffering to any class of community."

পার্লামেন্টে আশার কথা প্রচারিত হইয়া গেল। তাহার পর এক সঙ্গে হাজার কণ্ঠে এবং কাগজে কাগজে প্রত্যহ এই সকল তথ্য প্রচারিত হইতে লাগিল। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত কুলী, মজুর, কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে নির্ভয়ে জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিবার জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মী উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক ঘাড়ে করা অপেক্ষা এই কার্য্যে ব্রতী হওয়া কোন অংশে কম স্বদেশ-সেবা নয়।

ইতিমধ্যে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি অত্যধিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা

নিবারণের জন্য গবর্মেণ্টের খাদ্যসরবরাহবিভাগ স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭,০০০ মুদীখানা এবং অন্যান্য দোকানদারগণের প্রতিনিধি এক বৈঠকে আহুত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গবর্মেণ্ট পরামর্শ করিয়া বুঝিলেন যে মূল্যবৃদ্ধি নিবারণ করা কঠিন নয়। এমন কি অনেক বড় বড় দোকানের মালিকেরা নিজেই দাম কমাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা গবর্মেণ্টকে জানাইলেন—"আমরা কোন খরিদ্দারকে সাধারণতঃ যাহা প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহার বেশী মাল কোন মতেই বেচিব না।" কোন কোন দোকানদার বলিলেন—"আমার সমস্ত কারবার গবর্মেণ্টের হস্তে রাখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমার লোকজন কেরাণী কর্ম্মচারী ইত্যাদিকে আপনাদের কর্ত্তারা যেরূপ আদেশ করিবেন তাহারা সেইরূপেই দোকান চালাইবে—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" এইরূপ আলোচনার পরে দোকানদারগণের প্রতিনিধি এবং গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা সমবেত-ভাবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে একটা হার বাঁধিয়া দিলেন। চিনি, মাখন, মাংস, ডিম, ইত্যাদির দাম নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইল। তাহার বেশী মূল্য কোন দোকানদার কাহারও নিকট দাবী করিতে পারিবেন না। গবর্মেণ্টে ও ব্যবসায়ীসমাজে এরূপ সহানুভূতি এবং একতা ইতিহাসে বিরল। যাঁহারা যুদ্ধ চালাইতেছেন তাঁহারা দেশের সকল শ্রেণীর লোক হইতে এরূপ সাহায্য না পাইলে অতি শীঘ্রই বিব্রত হইয়া পড়িবেন। সমস্ত দেশই এই যুদ্ধ চাহে—অথবা সমস্ত দেশের মন এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে—বলিয়াই ধুরন্ধরেরা সফলতার আশা করিতেছেন।

এদিকে ইংল্যাণ্ডের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম হইতে কৃষিকার্য্যের অবস্থা, ফসলের পরিমাণ, শস্য কাটিবার উদ্যোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশিত হইতেছে। গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগ ও শ্রমজীবীবিভাগ

এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই দেশের চাষ আবাদ, শস্য, হাল ও পশুপালন বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে শিল্প-প্রধান ইংরাজ-সমাজ কৃষক-সমাজে পরিণত হইতে চলিল বোধ হইতেছে। চাষের উন্নতি, নূতন নূতন ফসল উৎপাদনের প্রণালী, পুরাতন ভূমিতে কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানে আবাদের আবশ্যকতা, নব নব ভূখণ্ডে চাষ প্রবর্ত্তন ইত্যাদি প্রস্তাব জনগণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—"বিগত ৩০ বৎসরের ভিতর ইংল্যাণ্ডে ঘাসের চাষ বেশী করা হইয়াছে। অর্থাৎ জমি না চষিয়া তাহার উপর পশু খাদ্য স্বাভাবিকভাবে জন্মিতে দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল ভূমি এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা কর্ত্তব্য নহে কি? কৃষিতত্ত্ববিৎ এবং ধনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরামর্শ দিলে শীঘ্র শীঘ্র এই কর্ম্মে লাগিয়া যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভূমিগুলি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইলে পশুপালন এবং মাংস দুগ্ধ ইত্যাদির অবস্থা কি হইবে তাহাও আনুষঙ্গিকভাবে বিচার করা আবশ্যক।" এই সকল বিষয়ে Timesএর পরামর্শ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:—

"The proper course for the farmer is to recast his plans on an economic basis. If he could increase the output of wheat so much the better, but he has to keep in mind the fact that there is an interval of three years between recurring wheat crops and he has to take into account the prospects for utilising to advantage the root crops, the barley or oats, and the clover or mixed seeds that complete the rotation. He could at a pinch grow wheat every alternate year, but the drain upon

the land would be heavy, and he would need to be assured of consistently higher prices before the system would be warranted."

খনির কাজ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লড়াইয়ের প্রথম সপ্তাহে সংবাদ আসিল যে এক জেলাতেই ৫০,০০০ কুলী কর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই লোকগুলিকে নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য নানা আয়োজন চলিতেছে। কোন কোন লোক চাষের কাজে লাগিয়া গেল। আজকাল ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে। ভূমির মালিকেরা বহুসংখ্যক চাষী চাহেন। এই সকল খাদের কুলীরা চাষের কাজে অভ্যস্ত হইতে লাগিল। এইরূপে অন্যান্য কর্ম্মে অভ্যস্ত শ্রমজীবীদিগকেও কৃষকভাবে নিযুক্ত করা হইতেছে। ইহা দ্বারা কর্ম্মাভাব কমিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণের পথও সহজ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকও স্বেচ্ছাসেবক হইয়া কৃষক ও ভূম্যধিকারীদিগের কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। ইঁহারা পলকের মধ্যে চাষা হইয়া পড়িলেন। ইহার নাম স্বদেশ-সেবা।

যুদ্ধকালে সমাজ সেবা

বলা বাহুল্য প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে প্রথমেই সৈন্য সংখ্যার কথা ভাবিতে হয়। ইংরাজের এক্ষণে শত শত বা সহস্র সহস্র লোকে কাজ চলিবে না—তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ লোক আবশ্যক। কাজেই বর্ত্তমানে সেনাবিভাগে প্রবেশ করাই স্বদেশ-সেবার সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ ও কার্য্য।

লণ্ডনের নানা স্থানে সৈন্য সংগ্রহের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বদা ঐ সকল স্থানে বহুলোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সৈন্য হইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। একে একে ইহারা কর্ত্তার কাছে যাইতেছে। শরীর ও স্বাস্থ্য দেখিয়া ইহাদিগকে ভর্ত্তি করা হইতেছে। বহুলোককে ফিরাইয়াও দেওয়া হইতেছে। দিনে ৪০০০ করিয়া সৈন্য এই উপায়ে মনোনীত হইয়া থাকিতেছে।

শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শ্রমজীবী, কৃষক, শিক্ষক, সম্পাদক, দোকানদার, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চিত্রকর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকই সেনাবিভাগে প্রবেশ করিতেছে। লণ্ডন, অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ ইত্যাদি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এজন্য আবেদন করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা বলিতেছেন:—"বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা যুদ্ধের সময় থাকিতে পারিবে না বলিয়া কোন ক্ষতি হইবে না। তোমাদের যাহারা পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দিয়াছ তাহাদের টাকা ফিরাইয়া দিব। তার পর লেখাপড়া হিসাবে তোমাদের ভবিষ্যতে যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের স্বদেশ-সেবার প্রবৃত্তিতে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন।"

প্রত্যেক ধনীর গৃহে বহুসংখ্যক দ্বারবান কেরাণী বাজার সরকার ইত্যাদি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইঁহারা তাহাদিগকে যুদ্ধে যাইবার জন্য ছুটি দিতেছেন। শক্তদেহ পুরুষেরা কঠোর কর্ম্মে লাগিতেছে—ইহাদের স্থানে স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইতেছে।

শান্তির সময়ে অল্প কয়েকজন পুলিশের কর্ম্মচারী, পাহারাওয়ালা ইত্যাদির দ্বারা কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সরকারী কাজ শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। মামুলী কাজের পরিমাণ ত বাড়িয়াছেই—অধিকন্তু জলদান হইতে জমি চাষ পর্য্যন্ত অসংখ্য দিকে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি দিতে হয়। এজন্য এক্ষণে বহু নূতন নূতন কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইতেছে। তন্মধ্যে লোকজন ও সম্পত্তি রক্ষা, শান্তিরক্ষা, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, ইত্যাদি কার্য্যের জন্য বিশ হাজার পাহারাওয়ালা নিযুক্ত হইতেছে। ইহাদিগকে special constable বলে। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকই শান্তিরক্ষার কাজে নিযুক্ত হইতেছে।

সেনা ও পুলিশ—এই দুই বিভাগে স্বেচ্ছাসেবকগণ দলেদলে প্রবেশ করিতেছে দেখিতে পাইতেছি। রাস্তায় আজকাল যে সকল পুলিশ বা সৈন্যের দল দেখিতে পাই তাহারা প্রায়ই ভলাণ্টিয়ার। আর এক দিকে যুদ্ধের সময়ে স্বেচ্ছাসেবক খুব বেশী আবশ্যক হয়। সেটা শুশ্রূষা বা হাঁসপাতাল বিভাগ।

এই কার্য্যের জন্যও লোক অনেক পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইঁহারা সেবাকার্য্যে অনভ্যস্ত। কাজেই ইহাদিগকে Frist aids, শুশ্রূষা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন-কাউণ্টি কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ইহারা সহজেই এই বিদ্যা শিখিয়া লইতেছে। এদিকে দেশের

নানাস্থানে হাঁসপাতালের জন্য ব্যবহার যোগ্য বাড়ী ভিক্ষা করা হইতেছে। ইংল্যাণ্ডের প্রায় সকল ধনী ব্যক্তিই তাঁহাদের প্রমোদ-ভবন, উদ্যান-গৃহ, বৈঠকখানা, গ্রীষ্মভবন, ক্লাবগৃহ ইত্যাদি এই জন্য সেবা-সমিতির হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। কেহ কেহ হাঁসপাতালের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও ক্রয় করিয়া দিতেছেন। বিলাতের সকল ডিউক, লর্ড, মহাজন এবং ভূম্যধিকারীরা তাঁহাদের সখের প্রাসাদগুলি আরোগ্যশালারূপে ব্যবহার করিতে দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন। এত বাড়ী ঘর পাওয়া গিয়াছে যে সেবাসমিতির কর্ত্তারা বলিতেছেন—"আর বোধ হয় আবশ্যক হইবে না।" গৃহদান ছাড়া অর্থদানও অনেকে করিতেছেন।

বুয়ার সমরের সময়ে ইংরাজসমাজে এরূপ সেবা-প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম-তৎপরতা দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহাঁরা স্বদেশীয় লোকের আন্তরিক স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাইয়া রোমাঞ্চিত হইতেছেন; বস্তুতঃ এ কয়দিনের ভিতর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অসংখ্য প্রকার সেবাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সকলগুলিকে এক শাসনের অধীনে আনিয়া শৃঙ্খলীকৃত না করিতে পারিলে শ্রম ও অর্থের অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা। ইংরাজেরা নিজেই তাহা বুঝিতেছেন। বুয়ার সমরের সময়ে তাঁহাদের অপব্যয় হইয়াছিল। সে কথা অনেকেই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ফলতঃ কার্য্য পরিচালনা যাহাতে ঐক্যবদ্ধ ও নিয়মিতরূপে হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ প্রয়াস চলিতেছে। এই সেবাসমিতিগুলির পরিচালনা করিতে যাইয়া ইহাঁরা একটা বিশাল রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব মাথায় লইয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি। সেবার আন্দোলন কি বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে নিম্নের অসম্পূর্ণ তালিকা হইতে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে।

সেনাবিভাগ ও শান্তিরক্ষা

এই দুই বিভাগের কর্ম্মের জন্য নানা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ নিকটবর্ত্তী কোন কেন্দ্রে যোগদান করিতেছেন। কেন্দ্রগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) সৈন্য সংগ্রহ (Recruiting)

(১) সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকগণকে যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত করা হইতেছে। সুস্থদেহ ও বলিষ্ঠ যে কোন পুরুষই এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। তাহাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার গবর্মেণ্ট অথবা ধনীসমাজ, অথবা ব্যবসায়িগণ অথবা পরোপকার-সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) ভেটারন্ (Veteran) সমিতি। যাঁহারা পূর্ব্বে সেনাবিভাগে কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সমবেত হইয়া একটা দল গঠন করিতেছেন।

(৩) লণ্ডনরক্ষিণী সভা।

(৪) ব্যারিষ্টার মহলের দেশরক্ষা বিভাগ।

(৫) বিদেশীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ ইংরাজের সেনাবিভাগে কর্ম্ম লইতেছেন। "উদাসীন" রাষ্ট্রসমূহ অবশ্য ইংরাজপক্ষ কিম্বা জার্ম্মাণপক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমেরিকা, ইতালী, স্পেন ইত্যাদি দেশের জনসাধারণ যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। ইংরাজের পক্ষেএ যাত্রায় অনেক ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবক কর্ম্ম করিতেছেন। তাহা ছাড়া ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক, অষ্ট্রেলিয়ার স্বেচ্ছাসেবক, ক্যানাডার স্বেচ্ছাসেবক এবং আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকও নিযুক্ত হইতেছেন। ইহাঁরা সাম্রাজ্য-রক্ষিণী সভার অন্তর্গত। ইংল্যণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্র, পর্য্যটক এবং ব্যবসায়িগণকে সাম্রাজ্যরক্ষার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাঁরা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেছেন।

(খ) পুলিশ বিভাগ। এই কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে।

The Volunteer Civil Force

(*in war time.*)

The country demands that every patriot, who is not under military obligations, should join this Force for the purpose of assisting the Police as special constable in the protection of life, property and food supplies, against lawlessness, and in the maintenance of the Public services. Enrol at once.

(গ) বয়-স্কাউট্‌স্ (Boy Scouts) সমিতি। বিগত ৫।৭ বৎসরের ভিতর বিলাতের ছাত্র ও যুবকসম্প্রদায়কে সমাজসেবার নানাবিধ কর্ম্মে লাগাইবার জন্য একটা মহাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম শান্তির সময়েও নিয়মিতরূপে চলিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সময়ে এই সেবকগণের কার্য্য অত্যধিক বাড়িয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা এক্ষণে যৌবন অবস্থা অতিক্রম করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিতেছেন তাঁহারা বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র দল গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শকটদান ও নৌদান

ধনবান্ গৃহস্থেরা এবং মহাজনগণ সকলেই গবর্মেণ্টকে নিজ নিজ গাড়ী, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি ধার দিতেছেন অথবা দান করিতেছেন। নানাবিধ কার্য্যের জন্য এক্ষণে যাতায়াতের সুবিধা বিশেষরূপে করা আবশ্যক—অল্প সময়ে বেশী কাজ করিয়া ফেলা প্রয়োজন। লোকজনের গমনাগমন, মাল ও সংবাদ পাঠান ইত্যাদি কার্য্য দ্রুতবেগে সারিতে না পারিলে যুদ্ধে

জয়লাভ করা কঠিন। এই জন্য দেশের জনসাধারণ নিজ নিজ সম্পত্তি গবর্মেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে উৎসাহী হইয়াছেন।

(১) মোটর-গাড়ী-সমিতি। শান্তির সময়ে রুটিওয়ালা, মাখনওয়ালা, দুধওয়ালা, শব্জীওয়ালা ইত্যাদি দোকানদারেরা নিজ নিজ গাড়ীতে করিয়া গৃহস্থের ঘরে মাল পৌঁছাইয়া দিয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণে গাড়ীর টান পড়িয়াছে—গবর্মেণ্ট দোকানদারদিগের গাড়ী বিদেশ রক্ষার কাজে লাগাইতেছেন। এই জন্য সরকারী সমর বিভাগ হইতে ধনী গৃহস্থগণকে বলা হইতেছে:—"আপনারা নিজ নিজ মহাল্লার দোকানদারগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনাদের মোটর-গাড়ীগুলি তাহাদের কার্য্যের জন্য দান করুন। তাহা হইলে খরিদদারেরা নিয়মিতরূপে যথাসময়ে তাঁহাদের ডিম, রুটি, মাখম, তরকারী ইত্যাদি পাইবেন।" তাহা ছাড়া সৈন্য-সংগ্রহ (Recruiting) কার্য্যের জন্যও মোটর গাড়ীর আবশ্যক। বিলাতের অনেক নগন্য পল্লী হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ শীঘ্র শীঘ্র সহরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিতেছে না। মোটরকারের মালিকেরা সেনাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে নিজেদের গাড়ীগুলি দান করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ এইগুলি ব্যবহার করিয়া গ্রাম হইতে সৈন্য-সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন। অধিকন্তু আসল যুদ্ধক্ষেত্রেও বহু মোটর গাড়ীর প্রয়োজন। বড় বড় সেনাপতিরা সংবাদবাহক ও দূতগণ, রসদ-সরবরাহকারীরা এবং সেবাশুশ্রূষাকারীরা পায়ে হাঁটিয়া কাজ করিলে বহুকাল বৃথা নষ্ট হয়। এজন্য শত শত মোটর গাড়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইতেছে। এই সকল প্রকার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য মোটর গাড়ীওয়ালা ধনিসম্প্রদায় নানা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

(২) মোটর নৌকা ও জাহাজ। নদী ও সমুদ্রপথে শান্তিরক্ষার জন্য ছোট ছোট দ্রুতগামী তরণীর প্রয়োজন হয়। গবর্মেণ্ট ধনী গৃহস্থ

ও ব্যবসায়ীদিগের নিকট এই সকল জলযানের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক motor-boat, yacht ইত্যাদি গবর্মেণ্টের হাতে পৌঁছিয়াছে। এজন্য কতকগুলি কর্ম্মকেন্দ্র এবং সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে।

পা-গাড়ী সমিতি (Cyclists touring Club)। বলা বাহুল্য সংবাদ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাল পাঠাইবার জন্য যন্ত্রচালিত পা-গাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহারা সাইকেল চালাইতে বিশেষ ওস্তাদ তাঁহাদের সাহায্য যুদ্ধকালে অতিশয় মূল্যবান্। এতদ্ব্যতীত আজকালকার যুদ্ধক্ষেত্রে পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণের ন্যায় সাইকেলচারী সৈন্যদলও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কামান গোলা বন্দুকের ন্যায় পা-গাড়ীও বর্ত্তমানকালে লড়াইয়ের সরঞ্জাম বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই জন্য গবর্মেণ্টের নিকট বহু পা-গাড়ী প্রস্তুত হইতেছে এবং সাইকেল ওস্তাদেরাও নিজ জীবন উৎসর্গ করিতেছেন।

অর্থ-সাহায্য

ছোট বড় নানা প্রকার চাঁদা তুলিবার জন্য সাম্রাজ্য জুড়িয়া অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেকটার উদ্দেশ্য নগদ টাকা সংগ্রহ করা। ঠিক কোন্ ধরণের সেবাকার্য্যে টাকা খরচ করা হইবে তাহা এখনও সকল স্থলে স্থিরীকৃত হয় নাই। কোন্ কোন্ সমিতি হাঁসপাতাল বিভাগের কার্য্যে টাকা খরচ করিবেন—কোন্ কোন্ সমিতি মৃত সৈন্য-গণের পরিবারপালনের জন্য যত্ন লইবেন—কোন্ কোন্ সমিতির টাকা কর্ম্মহীন রোজগারহীন স্ত্রীপুরুষদিগের অভাব মোচনে প্রযুক্ত হইবে—কোন্ কোন্ কেন্দ্র হইতে নূতন নূতন শিল্প, কৃষি বা ব্যবসায় খুলিয়া শ্রমজীবীদিগের কর্ম্মাভাব দূরীভূত করা হইবে। কতকগুলি কর্ম্মকেন্দ্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—

(১) ন্যাশন্যাল রিলীফ ফাণ্ড। এই ধনভাণ্ডারের কর্ত্তা স্বয়ং যুবরাজ। এই ভাণ্ডার পরিচালনার জন্য কর্ম্মচারী ইত্যাদি নিয়োগ করিতে যত ব্যয় হইবে সমস্তই যুবরাজ স্বয়ং বহন করিবেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে এই ভাণ্ডারে তিনকোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে অর্থ সাহায্য আসিয়াছে। কত কোটি টাকা যে জমিতে পারে তাহার স্থিরতা নাই। টাকা খরচের প্রণালী এখনও সাব্যস্ত হয় নাই।

(২) ব্রিটিশ রেডক্রস্ সোসাইটি—ইহাঁরা যুদ্ধকালে আহত ও মৃত ব্যক্তিগণের পর্য্যবেক্ষণ, সেবাশুশ্রূষা এবং সৎকারাদির ব্যবস্থা করেন। ইহাঁদের ভাণ্ডারে টাকা জমা হইতেছে।

(৩) সৈন্য ও নাবিকগণের পরিবারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি সমিতি আছে। কর্ম্মহীন, দুঃস্থ, মৃতপ্রায়, রোগশীর্ণ অথবা কর্ম্ম করিতে অসমর্থ সৈন্য ও নাবিকগণ এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্র কন্যা এই সমুদয় সমিতি হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে।

(৪) স্বদেশ-সেবা ভাণ্ডার নামে কতকগুলি ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে—নানা স্থান হইতে এই সমুদয় ভাণ্ডারে টাকা জমা হইতেছে।

(৫) ইউরোপের নানাস্থানে ইংরাজসাম্রাজ্যের পর্য্যটকেরা আটকা পড়িয়াছেন। সেই বিব্রত ব্রিটিশ নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য চাঁদা উঠিতেছে।

(৬) বেলজিয়াম ও ফরাসী সৈন্য এবং তাহাদের পরিবারদিগকে সাহায্য করিবার জন্যও টাকা তোলা হইতেছে।

শুশ্রূষা-সমিতি

ইংল্যাণ্ডের নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে অসংখ্য গৃহ পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদয়ে রোগী ও মুমূর্ষুদিগকে রাখিয়া শুশ্রূষা করা হইবে। এই সেবা-

কর্ম্মের জন্য গৃহ-দান, বস্ত্র-দান, ঔষধ-দান, আস্‌বাব-দান ইত্যাদি নানাবিধ দান সংগৃহীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অর্থসাহায্যও পৌছিতেছে।

(১) সেলাই-সমিতি (Queen Mary's Needle-work Guild)। ইহা নূতন কোন প্রতিষ্ঠান নয়। পূর্ব্ব হইতে ইহার কাজ চলিতেছে। সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রমণীগণ এই সেলাই-সমিতির কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। সম্প্রতি হাঁসপাতালশায়ী সহস্র সহস্র আহত ও মুমূর্ষু জনগণের জন্য পায়জামা ফ্লানেল সার্ট, গেঞ্জি, মোজা, টুপি ইত্যাদি সংগৃহীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সৈন্য ও নাবিকদিগের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণের জন্যও নানাপ্রকার বস্ত্র ভিক্ষা করা হইতেছে। বস্তা বস্তা কাপড় চোপড় ইতিমধ্যে রাণীর আফিসে জমা হইয়াছে।

(২) হাঁসপাতাল, সেবাশ্রম, শুশ্রূষাগৃহ ইত্যাদি।

(৩) চিকিৎসা-শিক্ষালয়—স্বেচ্ছাসেবকগণকে শুশ্রূষাবিদ্যা শিখাইয়া লইবার জন্য দেশের নানাস্থানে নানা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। রোগী বহন করা, ক্ষত পরিষ্কার করা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান এই সকল কেন্দ্রের উদ্দেশ্য।

মহিলা সমিতি

ইংরাজ রমণীরা নানা কার্য্যে লাগিয়া যাইতেছেন। সেবা, সেলাই, চাঁদা আদায়, বস্ত্র সংগ্রহ, ঔষধ সংগ্রহ, সস্তায় পাক-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া, স্বেচ্ছাসেবকগণকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে পারদর্শী করা, ইত্যাদি বহুপ্রকার কর্ম্ম স্ত্রীলোকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল মহিলারা এতদিন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পাণ্ডা ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কয়েকজন রমণী কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন— "যুদ্ধের সময়ে দরিদ্র পরিবারের অর্থকষ্ট এবং অন্ন কষ্ট হইবে।

এজন্য প্রথম হইতে সস্তায় গৃহস্থালী চালাইবার জন্য চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি নানা উপায়ে খরচ কমাইয়া স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর খাদ্য রন্ধনের নিয়ম অবগত আছি। আমার নিকট পত্র লিখিলে শাকশব্জী, রুটিতরকারী সস্তায় ব্যবহার করিবার উপায় জানাইয়া দিব। আমাদের এখন এক কাঁচ্চা দ্রব্যও অপব্যয় করা চলিবে না। মোটা রুটিতেই অনেককে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু যথাসম্ভব স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করাও আবশ্যক। এজন্য নূতন ধরণের রন্ধনপ্রণালী জানিয়া রাখা ভাল।" এইরূপ অনেক পত্র "টাইম্‌স্" "ডেলি-নীউস্" "ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার গেজেট" ইত্যাদি কাগজে বাহির হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—"রুটির বদলে ভাত খাইতে অভ্যাস করা প্রয়োজন।" কেহ কেহ বলিতেছেন "মাংস না খাইলে কি চলে না?" দেখিতেছি—আবশ্যক হইলে সকলেই বলিয়া থাকেন—

"মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের এর বেশী আর সাধ্য নাই।"

সরকারী কার্য্যালয়

জনসাধারণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত সেবাসমিতি এবং সাহায্য কেন্দ্র ব্যতীত গবর্মেণ্টকেও নানা কার্য্য-বিভাগ খুলিতে হইয়াছে। এবং পুরাতন বিভাগগুলির কার্য্যতালিকা বাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। কারণ শেষ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টই যুদ্ধের জন্য এবং দেশ রক্ষার জন্য দায়ী। সুতরাং দেশের কোথায় কি উপায়ে জনগণ সেবাকার্য্য করিতেছেন তাহা গবর্মেণ্টের সর্ব্বদা জানিয়া রাখা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত দেশের লোকেরা নানাপ্রকার সংবাদের জন্য গবর্মেণ্টের নিকট সর্ব্বদা পত্র লিখিয়া থাকে। অতি সত্বর উত্তর না পাইলে তাহারা ভীত ও অস্থির হইয়া উঠে। যুদ্ধকালে এই অস্থিরতা, আশঙ্কা ও panic নিবারণ করা

গবর্মেণ্টের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত বিষয়ে গবর্মেণ্ট জনসাধারণকে পরামর্শ ও সাহায্য অথবা সংবাদ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন :—

(১) আমদানী রপ্তানী, টাকার বাজার, দালালী, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি

(২) কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের অবস্থা

(৩) বাজার দর, শ্রমজীবী নিয়োগ ইত্যাদি

(৪) কৃষি কার্য্যে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ—নূতন নূতন ভূমি প্রয়োগ ইত্যাদি

(৫) দেশজাত খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ ও ভবিষ্যৎ অবস্থা

(৬) বীমাকার্য্য—(ক) জাহাজবিভাগ (খ) মালবিভাগ

(৭) সকল প্রকার স্বেচ্ছাসেবকগণের তালিকা ইত্যাদি

(৮) সৈন্য ও নাবিক এবং তাহাদের পরিবারসমূহের অবস্থা

ত্রিধা বিভক্ত পোল্যণ্ড

পোলিশজাতির নিতান্ত চরমপন্থী স্বদেশ-সেবকেরাও স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে সাহস পান না। আজ ঘটনাচক্রে তাহাই পোল্যণ্ডের অত্যাচারিগণকর্ত্তৃক অতি বিনীতভাবে পোলিশজাতির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। পোল্যণ্ডের অষ্ট্রিয়ান প্রভুগণ বলিতেছেন "রুশিয়াবাসী পোল, তোমরা তোমাদের অষ্ট্রিয়াবাসী পোলদিগের সঙ্গে যুক্ত হইয়া রুশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াও। তোমাদের স্বাধীনতা ও ঐক্য আমি প্রদান করিব।" পোল্যণ্ডের জার্ম্মাণ কর্ত্তরাও তাহাই বলিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। যে তিন রাষ্ট্র ষড়যন্ত্র করিয়া পোলিশ জাতিকে তিনটুকরা করিয়াছিলেন আজ তাঁহারা প্রত্যেকেই পোল্যণ্ডের ঐক্য ও স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে উদ্যত। প্রত্যেকেই বলিতেছেন "তোমরা উঠিয়া আমার শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াও।" অসম্ভবও সম্ভব এই উপায়েই ঘটিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস আগাগোড়া এইরূপ অসম্ভবের কাহিনীতেই পরিপূর্ণ।

পোলাণ্ডের প্রতি রুশিয়ার ভ্রাতৃভাব দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন। অষ্ট্রিয়া তাঁহার পোল প্রজাবৃন্দকে তাহাদের জাতীয় ভাষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য ইত্যাদি রক্ষা করিতে দিয়াছেন। এমনকি খানিকটা স্বরাজ এবং স্বায়ত্তশাসনও অষ্ট্রিয়ার বিধানে বিজিত পোলেরা ভোগ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু রুশিয়া এতদিন কি করিয়াছেন? রুশিয়ার শাসনে পোল প্রজা তাহাদের মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারেন নাই। আজ সেই রুশিয়ার নিকট পোলেরা স্বাধীনতার প্রলোভন পাইতেছে।

কেবল তাহাই নহে—রুশিয়া তাঁহার বিজিত পোলদিগের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার পোল প্রজা এবং জার্ম্মাণির পোল প্রজাগণকে সম্মিলিত করিয়া একটা ঐক্যবিশিষ্ট পোল-রাষ্ট্র গড়িয়া দিবেন। এই স্বাধীন পোল-রাষ্ট্রের তিনি অভিভাবক মাত্র থাকিবেন। পোলিশজাতির সমাজ, সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্প, শিক্ষা সকল বস্তুই খাঁটি স্বদেশীভাবে চলিতে পারিবে। ইহা ১৫০ বৎসর হইতে পোলিশ জাতির স্বপ্ন রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশিয়ার নিকট হইতে এই প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াই বিশেষ বিস্ময়জনক।

রুশিয়ার প্রস্তাব নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"পোল ভ্রাতৃগণ, এতদিন পরে তোমাদের পিতামহগণের স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত হইবার সময় আসিয়াছে।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তোমরা এক অখণ্ড জাতি ছিলে। সেই সময়ে তোমাদিগকে তিন টুকরা করা হয় তথাপি তোমাদের জাতীয় চেতনা বিনষ্ট হয় নাই। তোমরা চিরকালই আশান্বিত রহিয়াছ যে একদিন না একদিন তোমাদের জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় সাধিত হইবে। তোমরা সর্ব্বদাই ভাবিয়াছ যে, একদিন না একদিন তোমরা রুশিয়ার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে যুক্ত হইবে।

আজ আমরা জার্ম্মাণ শত্রু নিপীড়ন করিবার মানসে পোল্যাণ্ডের চতুঃসীমার ভিতর দিয়া রুশসৈন্য লইয়া যাইতেছি। এই রুশ সৈন্যগণ তোমাদিগকে তাহাদের সখ্য ও ভ্রাতৃভাব জ্ঞাপন করিতেছে। এস তোমরা ইহাদের সঙ্গে মিলিত হও।

পোলিশজাতির রুশ-সীমা, অষ্ট্রিয়ানসীমা, ও জার্ম্মাণ-সীমা ধ্বংস হইয়া যাউক। তাহার পরিবর্ত্তে এক অখণ্ড পোল্যাণ্ডের নূতন চতুঃসীমা নির্দ্ধারিত হউক। এস, তোমাদিগকে পরাক্রান্ত রুশিয়ার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দিতেছি। রুশিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে নবপ্রসূত পোলজাতি

তাহার ধর্ম্ম, সাহিত্য ও স্বায়ত্তশাসন স্বাধীনভাবে বিকাশ করিতে পারিবে। পোলজাতির জীবনে নূতন স্পন্দন দেখা দিবে।

প্রবল রুশিয়া তোমাদিগকে তাঁহার সস্নেহ আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন। তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক রুশসৈন্যের সাহায্য করিতে অগ্রসর হও।

আজিকার প্রভাতে "নূতন তপন নূতন জীবন করিছে বপন" 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন' এসেছে সেদিন এসেছে।

সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া তোমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কর। বংশপরম্পরাব্যাপী স্বার্থত্যাগ এবং জীবন উৎসর্গের অন্তে তোমাদের উপর যীশুখ্রীষ্টের মঙ্গল কর প্রসারিত হউক!"

রুশিয়ার এই আমন্ত্রণে ঐতিহাসিকগণ বিস্মিত হইবেন না। তাঁহারা জানেন যে রণ-নীতির এবং রাষ্ট্র-নীতির পুরোহিতদিগের চক্ষুলজ্জা নাই। দেড়শত বৎসরের ভিতর রুশিয়া একদিনের জন্যও পোলকে মানুষের মধ্যে গণ্য করেন নাই। তাহাতে কি হইল? আজ রুশিয়া তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই পদদলিত সমাজের পদলেহন করিবেন—ইহাই ত রাষ্ট্র-নীতি, ইহাই ত সাম্রাজ্য-নীতি। মধ্য ইউরোপের মানচিত্র দেখিলেই রুশিয়ার এই ভ্রাতৃভাবের কারণ বুঝা যাইবে। জার্ম্মাণি আক্রমণ করিতে হইলে রুশিয়াকে নিজের পোল প্রজার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর আবার জার্ম্মাণির পোল প্রজার ভিতর গিয়া পড়িতে হইবে। জার্ম্মাণির পোল প্রজাদিগকে রুশিয়া যদি শত্রুজ্ঞানে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহার বিজিত পোল প্রজাবৃন্দকে শান্ত রাখিতে পারিবেন কি? রুশিয়ার পোলসমাজে বিদ্রোহ বাধিয়া উঠা ত এক মুহূর্ত্তের কার্য্য। রুশিয়া যদি অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিতে চাহেন তাহা হইলেও তাঁহাকে প্রথমে অষ্ট্রিয়ার পোল প্রজাবৃন্দের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা

করিতে হইবে। এখানেও নিজ পোল প্রজাগণের বিদ্রোহ আশঙ্কা করা অতি স্বাভাবিক। ফলতঃ, বিজিত পোলগণের বিদ্রোহ ভয় করিয়াই রুশিয়া তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের অন্যান্য স্বজাতিগণকে স্বাধীনতার আশা দিতেছেন। এই জন্যই তিনি জার্ম্মাণির পোলদিগকে বলিতেছেন "তোমরা জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হও—আমার পোলদিগের সঙ্গে মিলিয়া যাও। তোমরা জার্ম্মাণির ক্ষমতায় ভীত হইও না। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" অষ্ট্রিয়ার পোলগণকেও রুশিয়া বলিতেছেন —"অষ্ট্রিয়ার দাসত্ব ছিন্ন করিয়া তোমরা স্বাধীন হইয়া দাঁড়াও। আমি তোমাদের ত্রিধাবিভক্ত পোলজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দিব। এবং অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" সমগ্র পোল্যাণ্ড রুশিয়ার সহায়তা না করিলে তিনি জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নিতান্তই পঙ্গু। কাজেই পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করাই রুশিয়ার সর্ব্বপ্রথম চাল হইল। ইহার নাম Military necessity. ইহার ভিতরে উচ্চভাব, জাতীয়তার সম্মান, স্বাধীনতার গৌরব প্রচার ইত্যাদি বিন্দুমাত্র নাই।

রুশিয়ার এই কাণ্ড দেখিয়া ঐতিহাসিকেরা বিস্মিত হইবেন না। অথচ তাঁহার আবেগময় প্রেমালিঙ্গন দেখিয়া কেহই হাস্য সংবরণ করিতেও পারিবেন না। কারণ পোল্যাণ্ডের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ রুশিয়াই দায়ী। রুশিয়াই পোল্যাণ্ডকে বখ্‌রা করিয়া লইবার কৌশল দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অষ্ট্রিয়া এবং প্রশিয়া (বর্ত্তমান জার্ম্মাণির মূল) এই ভাগ বাটোয়ারায় যোগদান করেন। আর এক কথা এই ভাগবাটোয়ারা কাণ্ডে রুশিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অংশ লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত তিনবার এই রাক্ষসী লীলা ঘটিয়াছিল। তিনবারই রুশিয়ার হিস্যায় "সিংহের ভাগ" পড়িয়াছে।

অধিকন্তু তাহার পর দেড়শত বৎসর চলিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে অষ্ট্রিয়া পোলদিগকে অনেকাংশে সুখী করিয়াছেন—তাহাদের জাতীয়তা সম্মান করিয়া চলিয়াছেন। জার্ম্মাণীও পোলদিগের শাসন-কার্য্যে উচ্চ সভ্যতার পরিচয় দিয়াছেন—বিজিত পোলদিগের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু রুশিয়া কোন বিষয়েই পোলাণ্ডের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন নাই। জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার পরাধীনতা অপেক্ষা রুশিয়ার পরাধীনতাই এতদিন বিশেষরূপে হৃদয়বিদারক ছিল। আজ সেই রুশিয়া বলিতেছেন—"পোল ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার বন্ধু—তোমরা অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হও। জগতে স্লাভ সভ্যতার বিস্তার হউক।"

রুশিয়ার এই অত্যাচার কাহিনী ইংরাজী সাহিত্যে চিরকাল লিখিত হইয়াছে। পোলবীর কসিউস্কো (Kosciusko) দেশমাতার ঐক্যবিধান এবং স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে যে বিফল প্রয়াস করিয়াছিলেন (১৭৯৩ খৃঃ অঃ) তাহা ইংরাজ কবিগণের চরম প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইংরাজেরা কসিউস্কোকে যেরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন ইতালীর স্বাধীনতা-প্রচারক ম্যাজিনিকেও বোধ হয় ততদূর করেন নাই। বায়রণ বলিতেছেন—

"Kosciusko's name
Might scatter fire through ice like Hecla's flame."

টেনিসন রুশিয়ার পোল-নীতি উল্লেখ করিয়া কাঁদিয়াছিলেন—

"Lord, how long shall these things be,
How long this icy hearted Muscovite
Oppress the region ?"

কবি ক্যাম্বেলও তাঁহার "Lines on Poland"এ লিখিয়াছেন (১৮৩১ খৃঃ অঃ):

"Poles ! with what indignation I endure
The half-pitying mouths that call you poor.
Poor ! is it England mocks you with her grief,
That hates, but dares not chide, the Imperial thief ?

* * * *

States, quailing at the giant overgrown,
Whom dauntless Poland grapples with alone ?
No, ye are rich in fame even whilst ye bleed
We cannot aid you—*we* are poor indeed."

এই 'icy hearted Muscovite' এবং 'Imperial thief' এক্ষণে পোল্যাণ্ডের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাজিতেছেন ! ইহা হাস্যাস্পদ সন্দেহ নাই—কিন্তু রাষ্ট্রমণ্ডলের সনাতন রীতির বিরোধী নয়।

পোল্যাণ্ডের এই অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার বুঝিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে হইবে। তাহার ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফরাসী সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইয়ের তিরোভাব হইয়াছে। সেই প্রবল প্রতাপ নরপতির পরে ফ্রান্স অথবা স্পেনে কোন পরাক্রমশালী কর্ম্মবীরের বিজয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইংল্যাণ্ড তখনও সামান্য একটি রাষ্ট্র মাত্র। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের প্রভাব অস্তমিত হয় নাই—ক্লাইব ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইত্যাদি ধীরে ধীরে ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন মাত্র। এই যুগে উনবিংশশতাব্দীর দুইটি বিশ্বসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছিল—একটি রুশিয়া অপরটি প্রশিয়া (জার্ম্মাণি)।

জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা বীরপুরুষ ফ্রেড্‌রিক্ দি গ্রেট (১৭৪০-১৭৮৬ খৃঃ অঃ) প্রশিয়ার চতুঃসীমা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিণ (১৭৬২-৯৬ খৃঃ অঃ) তাঁহার পিতা

রাষ্ট্রবীর পিটার দি গ্রেটের (১৬৮৯-১৭২৫ খৃঃ অঃ) পন্থা অনুসরণ করিয়া উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে রুশসাম্রাজ্যের বিস্তৃতিসাধন করিতেছিলেন। তখনকার ইয়োরোপে ফ্রেডরিক এবং ক্যাথেরিণের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। ইহাঁরা যথেচ্ছভাবে ইয়োরোপের মানচিত্র বদলাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদিগকে বাধা দিবার ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের ছিল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সেই সময়ে ইংরাজের হাত হইতে খসিয়া যাইতেছিল। ফ্রান্স তখন বিরাট বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থ-দৈন্যে এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তিতে টলটলায়মান। কাজেই ইউরোপের বুকে ছুরি বসাইয়া প্রুশিয়ারাজ এবং রুশ-রাণী ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অষ্ট্রিয়াকে খর্ব্ব করিয়া প্রুশিয়া বড় হইতে লাগিলেন—সুইডেন ও তুরস্ককে হঠাইয়া ক্যাথেরিণ রুশসাম্রাজ্যকে বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরদ্বয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন। এই দুই দিগ্বিজয়ীর মধ্যস্থলে হতভাগ্য পোল্যাণ্ড দেশ অবস্থিত ছিল। রুশিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে এবং প্রুশিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই রাষ্ট্রকে অন্তরায় বিবেচনা করিতেন। কাজেই এই মধ্যবর্ত্তী রাষ্ট্র (buffer state) কে বিভক্ত করা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল।

এই সময়ে পোল্যাণ্ড একটি সুবৃহৎ রাষ্ট্র ছিল। আজকালকার ফ্রান্স, জার্ম্মাণি এবং অষ্ট্রিয়া অপেক্ষা সেই রাষ্ট্র আকারে ক্ষুদ্র ছিল না। এতদ্ব্যতীত উত্তরে বাল্টিক সাগর এই দেশের সুদূর বিস্তৃত উপকূল ধৌত করিত। দক্ষিণে ইহার সীমা প্রায় কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিত। লোক সংখ্যাও মন্দ ছিল না। কিন্তু বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনী জমিদারেরা যথার্থ রাজশক্তিকে খণ্ডিকৃত ও দুর্ব্বল করিতেছিলেন। রাষ্ট্রশাসনে কোন প্রকার শৃঙ্খলা বা শান্তি ছিল না। ক্যাথেরিণ এই সুযোগে পোল্যাণ্ডের রাজা এবং রাষ্ট্রশাসন বিভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে

লাগিলেন। ফ্রেড্রিক ভাবিলেন "দেখিতেছি—রুশিয়া ক্রমশঃ প্রশিয়াও দখল করিয়া বসিবে—অন্ততঃ আমার বাল্টিক সাগরস্থিত জনপদ রক্ষা করিতে পারিব না।" এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার জন্মশত্রু অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রশিয়া দুইজনে মিলিয়া ক্যাথেরিণকে ভয় দেখাইলেন। কাজেই ক্যাথেরিণ একাকী সব লুট করিতে পারিলেন না—অষ্ট্রিয়া এবং প্রশিয়াও কিছু কিছু পাইলেন (১৭৭২ খৃঃ অঃ)। এই বৎসর ভারতশাসনের জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারাল নিযুক্ত হন। Regulating Act জারি করিয়া বিলাতী পার্ল্যামেণ্ট ভারতীয় রাজ্যগুলির তত্ত্বাবধান সুরু করিলেন।

পোল্যাণ্ডের জনগণ স্বদেশী আন্দোলন করিতে ছাড়িল না। তাঁহাদের কর্ম্মবীরেরা তুরস্কের সাহায্য পাইলেন। তুরস্কের ক্ষমতা তখনও খুব বেশী। কিন্তু তুরস্কের সাহায্যে পোলদিগের উপকার ত হইলই না—রুশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে ক্রিমিয়া এবং অন্যান্য জনপদ কাড়িয়া লইলেন। রুশিয়ার এই বিস্তারে ইয়োরোপ স্তম্ভিত হইল (১৭৯৩ খৃঃ অঃ)।

পোল স্বদেশসেবকগণ তথাপি আশা ছাড়িলেন না। কসিউস্কো আন্দোলন সুরু করিলেন এবং দু একটা যুদ্ধ জিতিলেন কিন্তু আবার তাঁহাদের দেশ লুট হইল। এইবার অষ্ট্রিয়া কোন ভাগ পাইলেন না। তাহার পর কসিউস্কো দ্বিতীয় চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এই যাত্রায় রুশিয়া, প্রশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া সমবেত হইলেন। পোল্যাণ্ড ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইল—তিন জন লুণ্ঠনকারী সমস্ত ভাগ করিয়া লইলেন (১৭৯৫)।

তিনবারের বণ্টনফলে রুশিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অংশ পাইল তাহার পর প্রশিয়া—অষ্ট্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম পাইলেন। রাক্ষসী ক্যাথেরিণ সুবিশাল পোল্যাণ্ডদেশের প্রধান ভাগ উদরসাৎ করিলেন। তুরস্ক আর

পোলদিগকে সাহায্য করিতে পারিলেন না। এদিকে ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। সেই আন্দোলনে সকলে এক্ষণে ব্যস্ত। কাজেই পোল্যাণ্ডের কপাল ফিরিল না।

শ্রমজীবি-সমস্যা

প্রত্যেক দেশের লোকেরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ব্যবসায় ও বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। প্রথমতঃ দেশের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন জেলার মধ্যে আমদানী রপ্তানি হয়। দ্বিতীয়তঃ, নিজের দেশ ছাড়িয়া দূর বিদেশের সঙ্গে আদান প্রদান হয়। প্রথম আদান প্রদানের নাম অন্তর্বাণিজ্য, দ্বিতীয় আদান প্রদানের নাম বহির্বাণিজ্য।

বর্ত্তমান কালে রুশিয়ার এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্বাণিজ্যই প্রধান। বহির্বাণিজ্য অতি সামান্য মাত্র। এই দুই দেশের লোকেরা বিদেশ হইতে বেশী মাল আনেনও না, বেশী মাল পাঠানও না। ব্যবসায় হিসাবে ইঁহারা আত্মকেন্দ্র ও আত্মনির্ভর। আত্ম-প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ—এই দুই দেশের বিশাল আয়তন ও বহুবিধ প্রাকৃতিক উপকরণ। ইহাদের লোক সংখ্যা অত্যধিক, কৃষিজাত দ্রব্য এবং শিল্পের উপকরণও প্রচুর। মানুষের যাহা কিছু আবশ্যক সবই যুক্তরাষ্ট্রবাসীর এবং রুশের স্বদেশেই পাওয়া যায়। কাজেই বহির্বাণিজ্যের উপর ইঁহারা আদৌ নির্ভর করেন না। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশ এবং আরজেণ্টাইন দেশও ব্যবসায় হিসাবে এই প্রকার আত্ম-কেন্দ্র ও স্বাবলম্বী।

কিন্তু সুইজর্ল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ডেণমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রীস, পর্ত্তুগাল, ইত্যাদি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা অন্যরূপ। এই সকল দেশে মানুষের জীবনধারণোপযোগী সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায় না। জলবায়ু ভূমি বন খনি ইত্যাদি হইতে বিচিত্র প্রাকৃতিক

পদার্থ উৎপন্ন হয় না। কাজেই ইহারা বিদেশ হইতে আমদানীর উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আবার এই আমদানীর বিনিময়ে যথোচিত মূল্য দিবার জন্য ইহাদিগকে বিদেশে বহু পরিমাণ মাল রপ্তানী করিতেও হয়। কাজেই বহির্ব্বাণিজ্য এই সকল দেশীয় জনগণের জীবন স্বরূপ। অন্তর্ব্বাণিজ্য ইহাঁদের অতি সামান্য মাত্র—ইহাঁরা কোনমতেই ব্যবসায় হিসাবে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে পারেন না। ইংরাজেরও সেই অবস্থা। বহির্ব্বাণিজ্যের তুলনায় ইংল্যাণ্ডে অন্তর্ব্বাণিজ্য নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

লড়াই বাধিলে এই অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের প্রভেদ এবং প্রভাব বিশেষরূপেই বুঝা যায়। আজ জার্ম্মাণিতে ও ইংল্যাণ্ডে লড়াই চলিতেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাণিজ্য রক্ষা করিতে সচেষ্ট। অন্তর্ব্বাণিজ্য রক্ষা করা তত কঠিন নয়। ব্যাঙ্কগুলিকে রক্ষা করিতে পারিলে মহাজনেরা কারবার চালাইবার জন্য মূলধন পাইতে পারেন। তখন সহজেই গাড়ী চালাইয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে মাল সরবরাহ করা সম্ভব। ইংল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রক্ষার সকল প্রকার দায়িত্ব লইয়া টাকার বাজার খোলসা করিয়া দিয়াছেন। কাজেই দেশের ভিতর টাকার আদান প্রদান অনেকটা সহজ ও মামুলি হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ইংরাজের অন্তর্ব্বাণিজ্য যথারীতি চলিতে পারিতেছে।

কিন্তু অন্তর্ব্বাণিজ্য ইংরাজের ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—ইংরাজের ধন ও প্রাণ সবই বহির্ব্বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। এই বহির্ব্বাণিজ্য রক্ষার জন্যই আজ সকলে চিন্তিত। বিদেশ হইতে ইংল্যাণ্ডে প্রধাণতঃ দুই প্রকার মাল আমদানী হইয়া থাকে—খাদ্য দ্রব্য এবং শিল্পের কৃষিজাত উপকরণ। বলা বাহুল্য খাদ্য দ্রব্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার অবশ্যম্ভাবী। আর, কৃষিজাত উপকরণের অভাবে ইংরাজের কল

কারখানাগুলি সবই বন্ধ থাকিবে—তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী কর্ম্মহীন হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া রপ্তানীর কথা। তুলার সুতা, তুলার কাপড়, পশমের বস্ত্র কয়লা ইত্যাদির কারবারে ইংরাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা ও লোকজন খাটে। এই কারবারগুলি এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিলে সমস্ত দেশের শিল্পী, মজুর ও কুলী মহলে অনশন ও অর্দ্ধাশন এবং অশান্তি ও বিদ্রোহ ঘটিতে বাধ্য। সুতরাং আমদানীর পথ অবরুদ্ধ হইলে ইংরাজ শ্রমজীবী সমাজে যে কর্ম্মাভাব এবং রোজ-গারাভাব ঘটে রপ্তানীর উপায় বন্ধ হইলে শ্রমজীবী সমাজে বিপদ তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণেও শোচনীয় আকারে দেখা দেয়। বিদেশীয় ব্যবসায়বাণিজ্যের উপর প্রথমতঃ ইংরাজ-জাতির খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ এবং ধনসংগ্রহ নির্ভর করে; দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ ধনিগণের ধনৈশ্বর্য্য নির্ভর করে; তৃতীয়তঃ ইংরাজ মজুরদিগের জীবন নির্ভর করে। এই মজুর সমস্যাই ইংরাজরাষ্ট্রে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ সমস্যা।

ইংরাজের আমদানী সম্প্রতি আমেরিকা, নিউজীল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ হইতে সহজেই চলিতেছে। এরূপ সহজে চলিবে কি না সেই সন্দেহে এখানকার মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং কলকারখানার মালিকেরা কারবার খুলিতে বা বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। যতদিন ইংরাজ-রণতরী আটলাণ্টিক মহাসাগরে একাধিপত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ততদিন এই আমদানি চলিতে থাকিবে। কিন্তু আমদানী হইলেই বা কি হইবে? কৃষিজাত উপকরণসমূহ না হয় কল কারখানার মাল গুদামে আসিয়া জমা হইল। কিন্তু এই উপকরণগুলি ব্যবহার করিয়া শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত করা হইতে পারিবে কি? কাপড় চোপড়, এঞ্জিন, লোহালক্কড়, যন্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া কারখানায় মজুত করিলেত লাভ হইবে না। এগুলি বাজারে বেচিতে পারা চাই—অর্থাৎ রপ্তানী করিতে পারা আবশ্যক। কিন্তু

ইংরাজের বাজার প্রধানতঃ দুইটি—প্রথম ভারতবর্ষ, দ্বিতীয়, ইয়োরোপের দেশসমূহ। এই বাজারে মালগুলি পাঠাইতে না পারিলে এবং পাঠাইবার সুযোগ না থাকিলে ইংরাজ মহাজনেরা কখনই আমেরিকা বা নীউ-জীল্যাণ্ড হইতে শিল্পের উপকরণ ক্রয় করিবেন না। এই বাজারগুলি খোলা না থাকিলে ইংরাজ ব্যবসাদারেরা তাঁহাদের শিল্প-কারখানায় মাল প্রস্তুত করিবেন না। অর্থাৎ ইয়োরোপ এবং ভারতবর্ষে আসিবার পথ সকলপ্রকার বাধাহীন না করিতে পারিলে ইংরাজের ফ্যাক্টরী ও কারখানা-গুলি খালি পড়িয়া থাকিবে—কাজেই শ্রমজীবী সমস্যায় ইংরাজরাষ্ট্র অস্থির হইয়া পড়িবেন।

যে সকল দেশের লোকেরা বহির্ব্বাণিজ্যের উপর নির্ভর করেন, লড়াইয়ের সময়ে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিপদ উপস্থিত হয়। কিন্তু যে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য শিল্পের উপকরণ অতি সহজেই পাওয়া যায়, এবং যাহাদের নরনারীগণের সংখ্যা কোটি কোটি তাহারা যুদ্ধের সময়ে কিছুমাত্র বিব্রত হইয়া পড়ে না—তাহারা অতি সহজেই লড়াই চালাইতে পারে।

ইংরাজের পক্ষে লড়াই চালান এই জন্যই অতি কঠিন ও কষ্টকর। বর্ত্তমান সময়ে ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের বাজারে মাল পাঠাইতে পারিতেছেন না। কাজেই বহু কারবার বন্ধ রহিয়াছে অসংখ্য শ্রমজীবীর কর্ম্মাভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপীয় বাজার বন্ধ থাকিলে ইংরাজের বিপদ মারাত্মক হইবে না। কারণ ইংরাজের সর্ব্বাপেক্ষা বড়বাজার ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের বাজার যতদিন ইংরাজের হস্তগত ততদিন রপ্তানী বা মাল বেচা সম্বন্ধে ইংরাজ চিন্তিত নহেন। ইয়োরোপীয় বাজার বন্ধ থাকায় যে ক্ষতি হইতেছে তাহা সামলান বেশী কঠিন হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বাজার যদি কোন মতে ইংরাজের হাতছাড়া হইয়া যায়

তাহা হইলেই ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বনাশ। ভারতের বাজার দখলে রাখিবার জন্যই ইংরাজের ভারত শাসন অত্যাবশ্যক। ভারতসাম্রাজ্য না থাকিলে ইংরাজজাতির কারবারগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে—শ্রমজীবিকুল ভাতে মারা যাইবে। এই জন্য বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বাজার নিরাপদ রাখিবার চেষ্টাই ইংরাজ রণ-নীতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। শ্রমজীবি-সমস্যা এবং ভারত-সমস্যা ইংরাজের পক্ষে একই জিনিষ।

যুদ্ধ বাধিবামাত্র ইংল্যাণ্ডে অসংখ্য সেবা-সমিতি, সাহায্যসমিতি, পরোপকার-সমিতি ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। ভয়ে হুজুগে গোলমালে যে যাহা পারিতেছে সে সেইরূপ সাহায্য করিতেছে। অজস্র টাকা পয়সা উঠিতেছে। ক্রমশঃ সমস্যা দাঁড়াইল—কোন্ প্রকার লোকের উপকার করা যাইবে? কোন্ ধরণের উপকার করা যাইবে? নানা কেন্দ্রে টাকা উঠিতেছে দেখিয়া ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র কর্ম্মহীন অকর্ম্মণ্য বা গুণ্ডার দল পালে পালে তীর্থের কাকের মত নগরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের এক মহা সুযোগ উপস্থিত। তাহাদের আশা—কিছু না কিছু দান ভাগ্যে জুটিবেই! এদিকে যাঁহারা টাকা দিতেছেন তাঁহারা ত দেশসেবার নামে ধনভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন—টাকার দ্বারা কি করা হইবে কিছুই জানেন না। যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া ফাণ্ডসংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারাও বুঝেন না—টাকা দিয়া কি করা কর্ত্তব্য। লড়াইয়ের হুজুগে কতকগুলি ধনভাণ্ডার খোলা হইয়াছে মাত্র। অবশ্য—যে সকল সৈন্য ও নাবিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত তাহাদের রোগ-শোক এবং পরিবারের জন্য অর্থব্যয় সর্ব্বপ্রথমেই করা হইবে। তাহার উপর যে টাকা বাঁচিবে তাহা খরচ করিবার প্রণালী সম্বন্ধেই আলোচনা আবশ্যক।

বুয়ার সমরে ২০০,০০০ সৈনিক পরিবারস্থ নরনারীর সেবায় প্রায়

দুই কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। এই দুই কোটি টাকা তুলিবার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছিল বর্ত্তমান বিপদের সময়ে, রাণী তাহার বৃত্তান্ত প্রচার করিতেছেন :—

"I take this opportunity of reffering my grateful thanks to the Press generally throughout the country, India, the colonies and abroad, who have so kindly supported the Association in the past : to the public who have so liberally provided us with funds ; to the employers of labour and working men, who render similar circumstances, set aside part of their weekly earnings ; and to the ladies and gentlemen, over 12,000, who have voluntarily devoted so much time and labour to carry on this work."

যুদ্ধকালে সৈনিক বিভাগের লোকজন এবং তাহাদের পরিবারের অন্নবস্ত্র ও সুখস্বাস্থ্য ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করা স্বদেশ-সেবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সময়ে Civilian বা "সাধারণ" লোকজনের দুঃখ কষ্টও যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। কারবার বন্ধ হইবার ফলে কর্ম্মাভাবই তাহার প্রধান কারণ। যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ সমাজে এই দুরবস্থাই বেশী। এইজন্য কর্ম্মাভাব নিবারণ করিবার জন্য বিচক্ষণ ইংরাজেরা প্রথম হইতেই লাগিয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধকালে শ্রমজীবীদিগের দুঃখ নিবারণ দুই উপায়ে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাহাতে কর্ম্মাভাব উপস্থিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে দুঃখ উৎপন্নই হইতে পারে না। সুতরাং দুঃখ নিবারণের জন্য চেষ্টা করা অনাবশ্যক হয়। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মাভাব যদি সত্যসত্যই

ঘটিয়া থাকে তখন তাহার কুফল—অনাহার, চরিত্রহানি, অকালমৃত্যু, অশান্তি ও বিদ্রোহ—ইত্যাদি হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করা প্রয়োজন। ইংরাজ কর্ম্মবীরগণের মতে প্রথম উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এজন্য নূতন নূতন কারবার খুলিয়া এবং পুরাতন কারবারগুলি পুরাদমে চালাইয়া শ্রমজীবী মজুরগণকে কাজে লাগাইয়া রাখিবার আয়োজন অত্যাবশ্যক। তাহা হইলে কর্ম্মাভাব এবং কর্ম্মাভাবজনিত দুঃখ উপস্থিত হইতেই পারিবে না। সুতরাং দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনই হইবে না। কিন্তু ইয়োরোপীয় বাজার যতক্ষণ বন্ধ রহিয়াছে ততক্ষণ ইংল্যাণ্ডের বহু কারবার বন্ধ থাকিবেই—সুতরাং তাহাদের মজুরেরা কর্ম্মাভাবে কষ্ট পাইবেই। তাহার উপর যদি কোন কারণে ভারত-বাজার ইংরাজের পক্ষে খোলা না থাকে তাহা হইলে অগণ্য নরনারী অনাহারে মরিবে। এই সকল লোককে তাড়াতাড়ি নূতন কোন শিল্প কর্ম্মে নিযুক্ত করা অসম্ভব; কারণ নূতন নূতন শিল্প অত কম সময়ের ভিতর গড়িয়া তোলা যায় না। কাজেই অসংখ্য লোকের কর্ম্মাভাব ও অর্থাভাব ঘটিতে বাধ্য—এইরূপ বিবেচনা করা ইংরাজ স্বদেশসেবকগণের পক্ষে স্বাভাবিক।

দেখা গেল যে, শ্রমজীবী-সমাজের কর্ম্মাভাবজনিত দুঃখ নিবারণের পূর্ব্বে কর্ম্মাভাবটা নিবারণ করাই আবশ্যক। ইংরাজেরা কর্ম্মাভাব নিবারণের জন্য লাগিয়া গিয়াছেন। এজন্য নূতন নূতন কারবার খোলা হইতেছে—এবং কোন কোন পুরাতন কারবারে বেশী লোক লাগান হইতেছে। কারবার খোলা বলিলেই কারবার খোলা যায় না। কোন্ কারবার খুলিব? কোন্ কারবারে বেশী লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে? কোন্ কারবারে ভবিষ্যতের উপকার হইবে? এই সকল কথা আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। হুজুগে পড়িয়া যে কোন একটা ব্যবসায় খুলিয়া দিলে কোন লাভই হইবে না।

বলা বাহুল্য, যুদ্ধকালে ইংরাজ বহির্ব্বাণিজ্যের উপযোগী কোন কারবারই খুলিতে পারেন না। তাহা পারিলে কর্ম্মাভাবই ঘটিত না। কাজেই অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্যই এক্ষণে সকল প্রকার শ্রমজীবী নিযুক্ত করা হইতেছে। স্বদেশের অভাব ও প্রয়োজন বিচার করিয়া ব্যবসাদারেরা এবং গবর্মেন্ট কতকগুলি কারবারের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। অধিকাংশই বাড়ী ঘর রাস্তা ঘাট বাগান মাঠ তৈয়ারী করা বিভাগ বা Public Works এর অন্তর্গত। বিলাতের Fabian Society নামক বিখ্যাত শ্রমজীবী-স্বার্থপ্রচারিণী সভা একটা ইতিকর্ত্তব্যতার তালিকা দিয়াছেন। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

1. Keep up the volume of Employment

2. Increase all Municipal Enterprises : Don't think yet of "relief works," think of the following :

(*i*) Elementary schools, provided and non-provided, that need to be enlarged, remodelled for smaller class rooms, improved or built (don't forget equipment and school furniture).

(*ii*) Additional secondary schools, training colleges, hostels, domestic economy centres, technical institutes & that are required

(*iii*) Further buildings and equipment for University Colleges, Science laboratories &c.

(*iv*) Roads, bridges, foot-paths etc. that need bringing up to the standard of the Road Board

(*v*) Tramways called for to complete the local system :

(*vi*) Housing enterprises, including the improvement of slum areas the erection of additional cottages etc.

(*vii*) Hospitals for all deseases

(*viii*) Street improvements, paving works, main-drainage schemes, extentions of the water supply or of the gas and electricity works and plant.

(*ix*) Afforestation of the municipal water catchment area or other waste lands ;

(*x*) Additional parks and open spaces—now is the time to move to lay them out.

(*xi*) Waste lands, whether in public or private ownership, for the reclamation or planting of which the Devolopment Commission might be asked for grants.

(*xii*) Harbour improvements, improvement of sea walls and other coast defences, prevention of floods &c.

এই সকল প্রকার কার্য্যে শ্রমজীবী নিয়োগের জন্ত গবর্মেণ্ট ১৫০ কোটি টাকা মজুত রাখিয়াছেন ! ইংরাজের পক্ষে লড়াই চালান সহজ ব্যাপার নয় !! যে সময়ে যুদ্ধ চলিতে থাকিবে সেই সময়ে জনসাধারণকে শান্তিবিধান ও অন্ন-সংস্থান করিবার জন্তই গবর্মেণ্টকে এই পরিমাণ অর্থব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। "সামরিক" লোকজনের খোরাক পোষাক এবং পরিবার পালন করিতে পারিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করা হাতের পাঁচ নয়। লক্ষ লক্ষ "সাধারণে"র ঘরে হাঁড়ি চড়াইবার আয়োজন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং লড়াইয়ের খরচ বলিলে শ্রমজীবী নিয়োগের খরচও গণনা করিতে হইবে।

যাহা হউক লড়াইয়ের সময়ে দেশের কর্ম্মাভাব নিবারণ করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে স্থলে কর্ম্মাভাব নিবারণ করা অসম্ভব সেই স্থলে দুঃখীদিগকে কাঁচা টাকা ও খাদ্য দ্রব্য দান করিতেই হইবে। এই দান সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে আবার মহা অনর্থ ঘটিতে পারে। এ বিষয়ে বিলাতী মত—

"Don't give food or doles of money until you are face to face with actual want—and even then don't advertise it! Rather hire people to do some work that you want done—invent a service if you have it not—without any assumption of giving relief."

দাতারা দান-ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন কর্ম্মহীন মজুরেরা যেন এ কথা শুনিতে না পায়।